সীমা লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। অনিদ্রাতে যেমন মনুষ্য শরীর অবিলম্বে নষ্ট হয় অতিশয় নিদ্রা দ্বারাও সেই রূপ তাহার অশেষ প্রকার অনর্থ ঘটে। অপরিমিত রূপে নিদ্রা ভোগ করিলে, শীঘ্রই শরীর অবসাদগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে, বুদ্ধি জড়ীভুত হইয়া যায় এবং স্মৃতি শক্তির অন্যথা হইতে থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন যে নিদ্রালু লোকের জীবন জীবন বলিয়াই গণ্য হইতে ারে না, তাহার সহিত অচেতন জড় বস্তুর ার কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। কি জানি নুষ্য যদি অতিশয় নিদ্রাসক্ত হইয়া বিফলে াবনকে গত করে, এই জন্য জগদীশ্বর তিনিদ্রার সহিত নানা প্রকার দুঃখের ংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন, মনুষ্য যেমন তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরিমিত রূপে নিদ্রার বশীভুত হয় অমনি স তদানুসঙ্গিক দুঃখ রাশি ভোগ করিয়া শিক্ষা পাইতে থাকে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত গণ জগদীশ্বরের এই নিয়ম সন্দর্শন করিয়া ব্যক্তি বিশেষের ও ব্যবসায়ী বিশেষের জন্য নিদ্রা ভোগের পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে যে সমস্ত লোককে দৈহিক পরিশ্রম ব্যতীত কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে না হয় তাহারা অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইলেই তাহাদিগের শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত লোক অধিক কাল মানসিক পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহাদিগের অধিক কাল নিদ্রিত থাকা উচিত। গ্রন্থকার ও অপরাপর বিদ্যা ব্যবসায়ী লোকে যে পরিমাণে আপন আপন মনোবৃত্তি সঞ্চালন করে, সেই পরিমাণে তাহাদিগকে বিশ্রাম প্রদান না করিলে অবিলম্বেই তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া য়। এই রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আহার নিদ্রা াগ করিলে সকল মনুষ্যই সুখী ও স্বদ হইতে পারে। জগদীশ্বর আমাদিগ- সুখ বিতরণ করিবার উদ্দেশেই সং- সমস্ত বিষয় সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে বিষয় ভোগ করি তাহাতেই সুখী হইতে পারি। তাঁহার অনুজ্ঞা লঙ্ঘনই আমাদিগের দুঃখের হেতু এবং তাঁহার আজ্ঞাপালনই সকল সুখের মূলাধার।

## ঐক্য।

যে কোন ভাষায় যে কোন গ্রন্থকার নীতি বা রাজকীয় বিষয়ক প্রস্তাব বর্ণন করিয়াছেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই ঐক্যের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। কি প্রাচীন কি আধুনিক কোন প্রকার নীতি সন্দর্ভগ্রন্থ অবলোকন করিলেই তাহার কোন না কোন স্থলে ঐক্যের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া পাঠক গণ ঐক্য বিষয়ক কোন নূতন ভাব অবগত হইবেন, অথবা ইহা দ্বারা কোন প্রকারে তাঁহাদিগের চিত্তের বিনোদ জন্মিবে, আমাদিগের মনেতে এরূপ প্রত্যয় নাই এবং আমাদিগের প্রস্তাব লিখিবারও এরূপ উদ্দেশ্য নহে। ইহা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইতেছে যে; যে সমস্ত কারণে আমাদিগের এদেশ নানা রূপে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে অনৈক্য এক প্রধান কারণ এবং যে যে প্রতিবন্ধকে এদেশের উন্নতির পথের বিঘ্নরাশি পরিহৃত হইবার উপায় হয় না, অনৈক্য তাহার মধ্যে এক প্রধান বিঘ্ন। এসময় ঐক্য বিষয়ক কোন প্রস্তাব লিখিলে তৎ পাঠে যদি পাঠক গণের মধ্যে কাহারও মনে উদ্বোধ হইয়া দেশের দুরবস্থা দূর হইবার কোন উপায় হইতে পারে, অথবা কোন ব্যক্তি কোন উপায় স্থির করিতে মনোযোগী হয়েন এই প্রত্যাশায় আমরা এবিষয় লিখিতে অভিলাষী হইয়াছি। বিশেষতঃ কোন সৎ প্রসঙ্গ লইয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে তদ্দ্বারা কোন প্রকার ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদের মনে এই বিশ্বাস স্থির থাকাতেই আমরা উপস্থিত বিষয় লিখিতে সাহস করিতেছি।

সমবেতক্রিয়াকে জগদীশ্বর সংসার নির্ব্বাহের প্রধান উপায় করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টি প্রক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বিলক্ষণ জানা যাইতে পারে, যে

সকলে এক মত ও এক যোগ হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কত দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অভিপ্রেত ও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। বিশ্বরাজ্যের সমস্ত ব্যাপারই সৃষ্ট পদার্থের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। কি সৌর জগতের শৃঙ্খলা পরিপাটী, কি উদ্ভিদ বর্গের উৎপত্তি স্থিতি, কি জীব প্রবাহের জীবিকা নির্ব্বৃতি, সকল কার্য্যই এক যোগ দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে এবং সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই এক সূত্রে বদ্ধ রহিয়াছে। যখন আমরা জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা করি, তখন দেখি, যে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, প্রভৃতি নভোমণ্ডলস্থ সমস্ত পদার্থই এক শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করিতেছে। সূর্য্য যেমন স্বকীয় আকর্ষণ বলে অধীনস্থ গ্রহাদিকে বিচ্ছিন্ন হইতে না দিয়া তাহাদিগের যথোপযুক্ত পথে ভ্রাম্যমাণ রাখিয়াছে, গ্রহ গণও তেমনি আপন আপন শক্তিতে সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া তাহার উৎসেদ দশাকে নিরাকৃত করিয়াছে। আকাশে জগদীশ্বর যে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহারা যদি পরস্পর এক নিয়মে সম্বদ্ধ না থাকিয়া এক দণ্ডের জন্যও পৃথক্‌ক্রিয়া সাধন করে, তাহা হইলে এব্রহ্মাণ্ড এইক্ষণেই উচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

নদী নির্ঝর ও সিন্ধু সরোবর এবং গিরি গহন বিশিষ্ট এই ভূমণ্ডল আমাদিগের নেত্রে পরম শোভনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু ইহার একটি বিষয়ও কোন পদার্থের পৃথকক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই এবং কোন শোভাই পরমাণু রাশির সমবেতক্রিয়া ভিন্ন সম্পন্ন হয় নাই। অসংখ্য অসংখ্য পরমাণু একত্র সম্বদ্ধ হওয়াতে এই অপূর্ব্ব ভূমণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং পুঞ্জ পুঞ্জ পার্থিব পরমাণুর সংযোগে উচ্চতর পর্ব্বত সকল স্থানে স্থানে উন্নত হইয়া কাল যাপন করিতেছে। কত কত রূঢ় পদার্থ একত্র মিলিত হওয়াতে পৃথিবী মধ্যে বিচিত্র প্রকার উদ্ভিদ পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে এবং জল, বায়ু, তেজঃ প্রভৃতি কত শত রূঢ় পদার্থ পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া প্রাণী পুঞ্জরে জীবন রক্ষা করিতেছে। ক্ষিতি অপ তেজ প্রভৃতি কতিপয় রূঢ় পদার্থের সংযোগে যেমন একটি বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষ দ্বারা একটি কানন বা উদ্যানের সৃষ্টি হয়। যদি মনুষ্য শরীরের সকল অংশ বিয়োগ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও দৃষ্ট হয় যে জগদীশ্বর অনেক প্রকার পৃথক পদার্থের সংযোগে এমন অপূর্ব্ব মানব দেহ রচনা করিয়াছেন এবং কিঞ্চিৎ মনোযোগ পূর্ব্বক মানব জাতির অপরাপর ক্রিয়ার প্রতি দৃ[ষ্টি]পাত করিলেও ইহা অনায়াসে প্রমাণ হ[য়] যে জড় উদ্ভিদ চেতন এই ত্রিবিধ প্রক[ার] পদার্থের সংযোগ ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্যের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ পাইতেছে এবং বহু প্রকার মনুষ্যের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সংসারের সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে। কৃষক ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করে, সময়মত মেঘ তদুপরি বারি বর্ষণ করে বা মনুষ্য জল সেচন করে এবং সূর্য্য উপযুক্ত রূপ উত্তাপ বিধান করে, তবে একটি শস্য অঙ্কুরিত হয় এবং সেই শস্য অবলম্বন করিয়া মনুষ্য ও অপর জীব জন্তু জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যোগ বল যে প্রধান বল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে জগদীশ্বর তাহ[া] পদে পদে প্রদর্শন করিয়াছেন। দশটি পৃথক পদার্থের সংযোগ ভিন্ন কোন বস্তুরই উৎপত্তি হয় না এবং দশজন ভিন্ন ভিন্ন লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে সংসারের কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ পায় না। যখন কোন ব্যক্তি কোন অট্টালিকা প্রস্তুত করে তখন তাহাতে দশজন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লোক একত্রিত হইয়া সহায়তা না করিলে কোন রূপেই সে কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। স্থপতি সেই অট্টালিকার ইষ্টক সংস্থাপ[ন] করে এবং কোন উপযুক্ত কর্ম্ম কার তাহা[র] দ্বার উপদ্বার ও গবাক্ষাদির লৌহ দণ্ড প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে ও কোন সূত্রধর [আ]সিয়া তাহাতে কাষ্ঠময় কবাটাদি যো[জনা] করিতে থাকে। কেহ তাহার ভিত্তি মূ[ল] করে, কেহ তাহার ইষ্টক প্রস্তুত ক[রে]

কোন কোন লোক তাহার জলীয় ব্যাপার
সম্পাদনার্থে কোন জলাশয় হইতে জল আ-
নিয়া প্রদান করে। এই রূপ শত শত ব্যক্তি
একত্রিত হইয়া শত শত প্রকার কার্য্য সা-
ধন করিলে পর একটি অট্টালিকা প্রস্তুত
হয়। কোন গ্রন্থ কারকে কোন গ্রন্থ মুদ্রি-
ত বা প্রচারিত করিতে হইলেও তাঁহাকে
পূর্ব্বোক্ত প্রকার বহু লোকের সাহায্য ল-
ইতে হয়। মুদ্রা যন্ত্রকার যদি যন্ত্র প্রস্তুত
না করে, কাগজ প্রস্তুতকারী যদি কাগজ প্র-
স্তুত না করে, অক্ষরকার যদি অক্ষর প্রস্তুত
করিতে ত্রুটি করে এবং বর্ণ যোজক যদি বর্ণ
যোজনা করিতে বিরত হয় ও মুদ্রাকার
প্রভৃতি অন্যান্য লোকে যদি স্ব স্ব বৃত্তি অ-
নুষ্ঠানে ক্ষান্ত থাকে, তাহা হইলে কোন ম-
তেই কোন প্রকার গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রচা-
রিত হইতে পায় না। এপ্রকার দশ জনের
সমবেত চেষ্টা ও সংযোগ ক্রিয়া ভিন্ন সং-
সার যাত্রা কোন রূপেই নির্ব্বাহ পাইতে
পারে না। কৃষি শস্য উৎপাদন না করিলে
বণিকের বাণিজ্য প্রচলিত থাকে না এবং
বণিক্ জনে বাণিজ্য না করিলেও কৃষকের
শ্রম সফল হয় না। কৃষকের কৃষি কার্য্য ও
বণিকের বাণিজ্য, রাজার রাজ নিয়ম ও
পরিশ্রমির শ্রমাচরণ, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম শিক্ষা
ও জ্ঞানির জ্ঞানোপদেশ, বীরের বীরতা ও
ধীর ব্যক্তির সুধীরতা, ধনবানের ধন দান
ও বিষয়দক্ষ লোকের কার্য্য কৌশল এই
রূপ সহস্র প্রকার বিষয়ের সামঞ্জস্য দ্বারা
সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অত-
এব জগদীশ্বর যখন কোন একটী পদার্থ-
কেই সৃষ্টি রক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগিতা প্র-
দান না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে ভিন্ন
ভিন্ন প্রকার গুণ সম্পন্ন করিয়াছেন এবং
কোন মনুষ্যকেই তাহার সকল প্রয়োজন
সিদ্ধ করিবার সম্যক শক্তি সম্পন্ন না করিয়া
পৃথক্ মনুষ্যকে পৃথক্ পৃথক্ প্রবৃত্তির অধীন
করিয়াছেন, তখন ইহা সহজেই প্রতিপন্ন
হইতেছে যে আমরা সকলে একমত ও এক
[illegible] হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা সংসার
[illegible] নির্ব্বাহ করিব ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ
[illegible]প্রায় এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। তিনি জী-
বের পরম কল্যাণ সাধনের জন্যই এনি-
য়ম স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা তা-
হাদিগের অসংখ্য প্রকার উপকার দর্শিতে-
ছে। মনুষ্য যে পরিমাণে তাঁহার প্রণীত এই
নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারে, সেই
পরিমাণেই সুখ ভাগী হয় এবং যে পরি-
মাণে ইহা উল্লঙ্ঘন করে সেই পরিমাণেই
দুঃখ ভোগ করে। পৃথিবীর সকল দেশের
লৌকিক কার্য্যই এবিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন
করিতেছে এবং সর্ব্বকালীন লোকেই এবি-
ষয়ের সাক্ষী দিতেছে।

যাঁহারা পৃথিবীর কোন দেশীয় পুরাবৃত্ত
পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অব-
গত হইয়াছেন, যে অনেক রাজ্য সম্পূর্ণ
রূপে ধন বল ও জন বল সম্পন্ন হইয়াও
কেবল এক ঐক্য বলের অভাবে এক কালে
উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং অনেক দেশীয়
লোকে উপযুক্ত মত অর্থ সামর্থ্য বিহীন হ-
ইয়াও কেবল ঐক্য বলে অতিশয় প্রবল প-
রাক্রম বিশিষ্ট রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার
আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছে। ঐক্য ভঙ্গ দ্বারা
যে অনেক প্রধান প্রধান প্রাচীন রাজ্যের
পতন হইয়াছে এবং সামান্য সামান্য লো-
কে ঐক্য হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা যে
উৎকট উৎকট বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া-
ছে পৃথিবীর সর্ব্ব দেশীয় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত হই-
তেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূ-
র্ব্বতন প্রসিদ্ধ গ্রীশ রাজ্য ঐক্যের অভাবেই
ধ্বংশ হয়। যৎকালে রোমক দিগের কর্ত্তৃক
গ্রীশ রাজ্য প্রথমতঃ অধিকৃত হয়, তখন
গ্রীশ দেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা দিগের ও
প্রধান প্রধান ব্যক্তি দিগের অসম্ভব স্বার্থ-
পরতা ও পরস্পর বিরোধই ঐ পরাজয়ের
নিদানভূত হইয়াছিল। সুবিস্তীর্ণ গ্রীশ রা-
জ্যকে করতলস্থ করণার্থ রোমকেরা অনে-
ক প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু
উহারা উক্ত রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি
দিগের ঐক্য ভঙ্গ করিয়া দিয়াই অতি স-
হজে কৃত কার্য্য হয়। সেকন্দর বাদসা-
হের পিতা ফিলিপ গ্রীশ রাজ্যান্তবর্ত্তী ভিন্ন
ভিন্ন দলের মধ্যে নানা সূত্রে নানা প্রকার
বিবাদ উপস্থিত করিয়া দিয়াই উক্ত রাজ্যের

একাধিপত্য করেন। গ্রীশের অন্তঃপাতি সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রজারা যত দিন পর্য্যন্ত একমত ও একত্র সম্বন্ধ হইয়া কাল যাপন করিতেছিল, ততদিন তাহাদিগের প্রতি কোন রূপে কোন উৎপাত উপস্থিত হয় নাই। অনন্তর যখন তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিশেষ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া ঐক্য ভঙ্গ হইয়া গেল, তখনি তাহাদিগকে পরাধীন হইতে হইল। পৃথিবী মধ্যে রোম রাজ্যের যে প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং রোমকেরা যে প্রকার অসাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে রোম রাজ্যের পতন হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু দিনে দিনে রোমের অধিকার যত বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল ততই তাহার যোগ বলের হানি হইয়া তাহার নাশের কারণ সৃষ্ট হইল। রাজ্য রক্ষার জন্য রাজ মন্ত্রী গণের ও অপরাপর রাজ কর্ম্মচারি দিগের সর্ব্বদা একত্রিত হইয়া মন্ত্রণা করিবার উপায় রহিল না, সেনা ও সৈন্যাধ্যক্ষ দিগের মধ্যে অভেদ আত্ম ভাব সঞ্চার হইবার ব্যাঘাত হইতে লাগিল এবং এক মন ও এক পরামর্শের অভাব হওয়াতে দিনে দিনে যোগ বলের হানি হইয়া ক্রমে রাজ্যের পতন হইল। এক সময় যে রোম রাজ্যের নাম শ্রবণে সকল লোকে তটস্থ হইত এবং যাহার শাসনে প্রায় সমুদায় পৃথিবী সশঙ্কিত হইত, কালেতে সেই রোম রাজ্যের শক্তি বিচ্ছিন্ন হওয়াতে অতি যৎসামান্য বর্ব্বর লোকে চতুর্দ্দিক হইতে তাহার প্রতি উৎপাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐক্য ভঙ্গ হইলে যে কোন রূপেই রাজ্য শ্রী ও সুখ সম্পৎ কিছুই রক্ষা পায় না, আমাদিগের এই ভারত বর্ষেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পতিত রহিয়াছে। ভারত বর্ষ এক্ষণে যে প্রকার পরাধীনাবস্থায় কাল যাপন করিতেছে, এবং এক্ষণে যেমন শ্রীহীন ও মলিন হইয়াছে, ইহা চির দিন এপ্রকার পরাধীনও ছিল না এবং চির কালই ইহাকে এপ্রকার অবস্থা ভোগ করিতে হয় নাই। ভারত বর্ষীয় হিন্দু জাতি এক সময় স্বাধীন রূপে স্বরাজ্যে বাস করিত এবং স্বতন্ত্র হইয়া স্বদেশের সুখ সম্পৎ ভোগ করিত। এক সময় হিন্দু জাতির ধন গৌরব ও হিন্দু স্থানের যশঃ সৌরভ দুস্তর সাগর বেষ্টিত দ্বীপান্তরীয় মনুষ্য কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইত এবং এক সময় দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াও দেশান্তর হইতে অসংখ্য ব্যক্তি হিন্দু জাতির কীর্ত্তি কৌশল সন্দর্শনার্থে আগমন করিত। এক সময় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত প্রাচীন হিন্দু দিগের প্রবল পরাক্রম হেতু দেশান্তরীয় কোন শত্রুই হিন্দু স্থানকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না। অনন্তর কালেতে করিয় হিন্দু দিগের সে সমস্ত গৌরবই নষ্ট হই এবং তাহাদিগের নিবাস ভূমি ভারত ব পর হস্তে অর্পিত হইল এবং ইহার সম শোভা ও সমুদয় গৌরব নষ্ট হইল। কি ইহা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, যে ভারত ব র্ষীয় পূর্ব্বতন রাজারা যদি সকলে এক ম ও এক পরামর্শ হইয়া স্বার্থপরতা পরিত্যা পূর্ব্বক এক যোগে কাল যাপন করিত এব সমুদায় ভারত বর্ষকে এক দল ভুক্ত করি য়া এক শরীরের ন্যায় এক সূত্রে বদ্ধ ক রিয়া রাখিতে পারিত, তাহা হইলে কখনই নির্দ্দয় যবন রাজারা ইহার আধিপত্য গ্রহণ করিয়া ইহাকে জ্ঞান ধন শ্রী সম্পৎ সকল ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইত না। গজনীন নামক পূর্ব্বতন রাজধানির যবন রাজা দুর্দ্দান্ত মহমুদ বারম্বার হিন্দু স্থানের প্রতি আক্রমণ করিয়া ইহাকে ছি ভিন্ন করিলে পরেও পশ্চিম দেশীয় হিন্দু রাজারা সকলে একত্রিত হওয়াতে পুনর্ব্বার আপনাদিগের বিভ্রষ্ট রাজ্য শ্রী লাভ করেন অনন্তর যখন মহম্মদ গোরি নামক আর এক ব্যক্তি যবন রাজা আসিয়া পুনর্ব্বার ভারত বর্ষকে আক্রমণ করিল, তৎকালে প শ্চিম দেশীয় হিন্দু রাজারা আপনাদিগে মধ্যে পরস্পর বিবাদ তৎপর থাকাতে উ যবন রাজার আক্রমণ নিবারণার্থে কে উদ্যোগই হইল না, সুতরাং হিন্দু অচিরেই যবন হস্তে পতিত হইল, তদবধি আর কোন কালে হিন্দু

স্বাধীনতার মুখ সন্দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন না। মহম্মদ গোরির আক্রমণ কালে পশ্চিম দেশীয় পরাক্রমশালী রাজারা যদি সামান্য স্বার্থপরতা সিদ্ধ করণে মুগ্ধ না হইয়া জন্ম ভূমি ভারত বর্ষকে আপনাদিগের সাক্ষাৎ জননী স্বরূপ জ্ঞান করিয়া এবং সমুদায় হিন্দু জাতিকে সহোদর স্বরূপ বিবেচনা করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার জন্য সকলে এক প্রতিজ্ঞ হইয়া অত্যাচারী ও অপহারী যবন দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেন, তাহা হইলে নিষ্কণ্টক ভারত ভূমে কখনই পরাধিকার রূপ কাল কণ্টক বিদ্ধ হইতে পাইত না, তাহা হইলে হিন্দু দিগের বহু যত্ন ও জ্ঞান সম্পন্ন জ্যোতিষাদি নানাবিধ অসাধারণ জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থ সকলও কখন বিলুপ্ত হইত না এবং হিন্দু জাতির অসামান্য শিল্প কার্য্যের চিহ্ন স্বরূপ অপূর্ব্ব অট্টালিকা সকলও কদাপি ধরাসাৎ হইত না। পঞ্জাব দেশীয় শিখ জাতিদিগের স্বাধীনাবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া দেখিলেও এবিষয়ের বিলক্ষণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাবল আফগান ও মুলতান প্রভৃতি রাজ্যের দুর্বৃত্ত যবনেরা শিখ দিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আর কিছু মাত্র ত্রুটি করে নাই। শিখ জাতি দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থে যৎকালে আহমদসাহ, স্বীয় সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া পঞ্জাব রাজ্যে উপস্থিত হইলেন তৎকালে তিনি শিখ দিগকে যন্ত্রণা প্রদান করিতে আর কিছু মাত্র অপেক্ষা রাখিলেন না। যবন রাজা শিখ জাতির অমৃতসরের প্রসিদ্ধ দেব মন্দির ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন, তাহাদিগের পবিত্র জলাশয় গোরক্তে প্লাবিত করিলেন, শতশত শিখের মস্তক ছে[illegible] করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদিগের দেব মন্দির [illegible]ণ্ডিত করিলেন এবং তাহাদিগের কণ্ঠ নিঃসৃত শোণিত দ্বারা মন্দিরের ভিত্তি ধৌত [illegible]রাইলেন। এই রূপে দৌরাত্ম্যের আর স[illegible]মা রহিল না। যবন রাজের জয় পতাকা সর্ব্ব[illegible] উড্ডীয়মান হইল, এবং শিখেরা এক কা[illegible] লুপ্ত প্রায় হইয়া গেল। কিন্তু ঐক্য বল [illegible]ক্রম বল এবং সমবেত চেষ্টা কি প্রবল উপায়। শিখ জাতিরা দুর্দান্ত যবন রাজ কর্তৃক এই রূপে নির্জ্জিত হইয়া কিছু মাত্র হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইল না, তাহারা ধৈর্য্যকে সহায় করিয়া এবং ঐক্যকে আশ্রয় করিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া সংগ্রাম করাতে পুনর্ব্বার আপনাদিগের সকল সম্পৎ প্রাপ্ত হইল। সমস্ত শিখ জাতি এক দৃঢ়তর ধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ থাকাতে সকলে এক বাক্য ও এক মন হইয়া উঠিল এবং স্বাধীনতা রূপ অমূল্য রত্নলাভে উৎসাহী হইয়া ও স্বদেশের অনুরাগে অনুরাগী হইয়া অপ্রতিহতচিত্তে সমর করাতে অচিরেই সর্ব্ববিষয়ে জয়ী হইল। ধনহীন ও বিদ্যাদি কৌশল বিহীন শিখেরা কেবল এক ঐক্য বলে দিন দিন এমন প্রবল হইয়া উঠিল, যে পঞ্জাব রাজ্য হইতে যবনাধিকার এক কালে দূরীভূত হইল। এক চিত্ত ও এক ব্রত শিখ জাতি দিগের শাসনে যবন সেনা গণের বিধিমতেই দুর্দশা হইল। পঞ্জাব রাজ্যে যবনেরা যে সকল মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া ছিল, প্রবল প্রতাপান্বিত শিখেরা তৎ সমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং শতশত যবনকে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া শূকরের শোণিত দ্বারা সেই সকল মসজিদের ভিত্তি ধৌত করিতে দিল। যে অবস্থায় শিখ জাতিরা পরাক্রান্ত যবন দিগের হস্ত হইতে এই রূপে মুক্তি পায় এবং তাহাদিগকে এই প্রকারে প্রতিফল প্রদান করে তৎকালে শিখ দিগের ধন বল কি রণ কৌশল কিছুই ছিল না, কেবল তাহারা এক ধর্ম্মাক্রান্ত থাকিয়া পরস্পর সকলে এক ব্রত হওয়াতেই এপ্রকার জয় যুক্ত হইয়াছিল। শিখ জাতিরা যত দিন পর্য্যন্ত এই রূপে সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়া সকলে এক ভাবে ছিল, ততদিন তাহাদিগকে কাহারও অধীন হইতে হয় নাই, কিন্তু পরে তাহাদিগের মধ্যে যখনি আত্ম বিচ্ছেদ ও ঐক্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল, তখনি তাহাদিগকে অধীন হইতে হইল। তাহাদিগের প্রধান দলের মধ্যে পরস্পর আত্ম কলহ ও যোগ ভঙ্গের সুযোগ পাইয়া প্রসিদ্ধ প্রতাপান্বিত রাজা রণজিৎসিংহ প-

ঞ্জাব রাজ্যের একেশ্বর হইয়া সমুদায় শিখ জাতির উপর একাধিপত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব ঐক্য বল যে প্রধান বল তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। দশ ব্যক্তি একত্রিত হইলে যে কর্ম্ম অতি সহজে ও অল্পকালের মধ্যে নির্ব্বাহ করা যায়, শত শত ব্যক্তি স্বতন্ত্র রূপে চেষ্টা করিলে দীর্ঘ কালেও সে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে শক্ত হয় না। যে কোন শক্তি হউক তাহা একত্রে সংহত হইলে তদ্দ্বারা যে প্রকার কার্য্য দর্শে, বিক্ষিপ্ত থাকিলে তদ্দ্বারা কখন তদ্রূপ ফল দর্শে না। আমাদিগের এই দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও উপস্থিত বিষয়ের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে আমরাও অনৈক্যের বিলক্ষণ ফল ভোগ করিতেছি। এক্ষণে এদেশের দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া তাহা দূর করিবার জন্য অনেকের মনে চেষ্টা হইয়াছে। এদেশের কুরীতি প্রবাহ হেতু নিত্য নিত্য যে সকল অমঙ্গল ঘটিতেছে, ভদ্র মণ্ডলির মধ্যে অনেককেই তজ্জন্য আক্ষেপ করিতে দেখা যায়। এদেশের মধ্যে যে বর্ণ ভেদ ও বর্ণাচারের পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক, নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ এবং তদ্দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে দেশের অনিষ্ট ভিন্ন কোন ইষ্টই হইতেছে না, ইহা এক্ষণে অনেক বুদ্ধিমান্ ও বিদ্যাবান্ লোকে বোধগম্য করিতে পারিয়াছেন। বাল্য কালে কন্যা পুত্র দিগের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করা যে নিতান্ত দোষাবহ, অশেষ দোষাকর অধিবেদনের কুপ্রথা যে এই দণ্ডেই এদেশ হইতে নিরাকরণ করা উচিত এবং সর্ব্ব প্রকার যুক্তি সিদ্ধ ও জগদীশ্বরের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, বিধবাবিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত করা যে অবিলম্বেই কর্ত্তব্য তাহাও এক্ষণে অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত কুরীতি নিরাকরণ করিয়া সুরীতিচয় প্রচলিত করণার্থে অনেকেই মনে মনে যত্নবান্ও আছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সকলে ঐক্য না হওয়াতে সম্পূর্ণ রূপে ফল দর্শিতেছে না। এখানে এত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার হওয়াতে এবং এদেশীয় এত অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ হওয়াতেও এদেশ অদ্যাপি নানা প্রকার দুঃখানলে প্রজ্বলিত হইতেছে এবং অসংখ্য প্রকার অধর্ম্ম কণ্টকে বিদ্ধ হইতেছে, বোধ হয় এদেশের যন্ত্রণানল কিছু মাত্র নির্ব্বাণ হয় নাই। কি কারণে যে এদেশ অদ্যাপি নানা প্রকার অনর্থক বিপদে বিপন্ন হইয়া রহিয়াছে এবং কি জন্য যে ইহার দুর্দশা দূর হইবার উপায় হইতেছে না, যখন আমরা ইহা বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখি, তখন অনৈক্যই আমাদিগের চক্ষে প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিচার করিয়া দেখিলে ঐক্য ভঙ্গকেই এদেশের উন্নতির পথের প্রধান কণ্টক স্বরূপ বোধ হয়। আপাতত এমন মনে হইতে পারে, যে ক্রমে ক্রমে এদেশে জ্ঞান ও বিদ্যার প্রচার হইয়া যুক্তি, তর্ক ও ন্যায় সিদ্ধান্তের আন্দোলন হইয়া এবং সদসৎ বিষয়ের বিচার হইয়া কালেতে এদেশীয় অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলে এখান হইতে সর্ব্ব প্রকার দোষ দূরীকৃত হইবে এবং আপনা হইতে এদেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এপ্রকার বিবেচনা নিতান্ত অসঙ্গত ও অযুক্ত নহে এবং আমরাও ইহা অবশ্য স্বীকা[র] করি, যে জ্ঞান প্রচার ও বিদ্যা বিস্তার সকল অশুভ সংহারের মূল এবং সকল ক[-] ল্যাণ উৎপাদনের নিদানভূত। কিন্তু ই[হা] বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যে যে পর্য্যন্ত এ[-] দেশীয় সুশিক্ষিত সম্প্রদায় একত্রিত হই[য়া] এক মনে ও এক যোগে সমবেত চেষ্টা দ্বার[া] এদেশের দুরবস্থা দূর করিতে উদ্যোগী না হইবেন, তাবৎ কোন রূপেই এদেশের কল্যাণ হইবে না, এদেশীয় মনু[ষ্য]গণ এক্ষণে যে প্রকার ঐক্য ভঙ্গ [ক]রিয়া বিচ্ছি[ন্ন] ভাবে কালযাপন করিতেছেন, ইহাঁরা এ[ই] রূপ ভাবে অবস্থান করিলে সহস্র বর্ষে[ও] কোন দোষের প্রতীকার [হ]ইবে না। অনৈক্য এদেশের এক প্রব[ল] রোগ হইয়া উঠিয়াছে। এই সাংঘাতি[ক] রোগের উপশম না হইলে কোন রূপেই [এদেশে]র কল্যাণ নাই।

এপর্য্যন্ত এদেশে যে পরিমাণে সত্য প্রচার
ও বিদ্যার বিস্তার হইয়াছে, সেই পরিমা-
ণে যদি এদেশীয় সুশিক্ষিত সম্প্রদায়িরা
এক মত ও এক দলভুক্ত হইতেন, তাহা
হইলে এক্ষণকার অপেক্ষা যে এদেশের অ-
বস্থা শত গুণে উত্তম হইত, তাহাতে
আর সন্দেহ নাই। যে কএক ব্যক্তি-
র মন জ্ঞানালোক দ্বারা উজ্জ্বল হই-
য়াছে এবং যে কএক জন মনুষ্য কুরী-
তি সংহার ও সুরীতি প্রচারের জন্য যত্ন
শীল হইয়াছেন, তাঁহারা যদি লোকানুরোধ
পরিত্যাগ করিয়া ও অলীক নিন্দাকে তুচ্ছ
করিয়া সকলে একত্রিত হয়েন এবং এক
মতে আপনাদিগের মনোগত কার্য্যানুষ্ঠানে
তৎপর হয়েন, তাহা হইলে অদ্যই এদেশের
অবস্থা ইহা অপেক্ষা অনেক গুণে উত্তম
হয়, অদ্যই এদেশের রাশি রাশি দুঃখ অ-
ন্তরে যায়। দেশ হিতার্থি মহানুভব মনু-
ষ্যেরা এদেশের কল্যাণের জন্য এক একটি
শুভানুষ্ঠান প্রচলিত করণার্থে পৃথক্ রূপে
যে পরিমাণে যত্ন ও যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম স্বী-
কার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা
সকলে একত্রিত হইয়া ঐ রূপে তাহাঁর অ-
র্দ্ধেক যত্ন ও অর্দ্ধেক শ্রম স্বীকার করিলে
দেশের অনেক মঙ্গল উদ্ভাবিত হইত এবং
তাহাদিগের বিস্তর আশা পূর্ণ হইত স-
ন্দেহ নাই। অশেষ দোষাবহ বহুবি-
বাহের প্রথা রহিত করণার্থে এবং অসং-
... মঙ্গলাকর বিধবাবিবাহের পদ্ধতি প্র-
...ত করিবার জন্য বহু কালাবধিই
...শের মধ্যে আন্দোলন হইতেছে
... বহু লোকেই তাহার চেষ্টা করিতে-
... তজ্জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ সঙ্কলিত হই-
... ত্রুটি হয় নাই এবং যুক্তিপথ অব-
...রিয়া বিচার করিতেও ... শঙ্কা নাই,
... কলিকাতা নগরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ
... বাঙ্গলা প্রকাশ্য পত্র সকল ক্র-
...তিন মাস ঐ সকল বিষয়ক বা-
...র্ক বিতর্ক লইয়া পরি পূরিত
...ায় বাঙ্গলা দেশের প্রসিদ্ধ
...াবাল বৃদ্ধের মুখ হইতে
...ত হইয়াছে, কিন্তু এক
ঐক্য ভঙ্গের জন্য এত দিন উহার কিছুমাত্র
ফল দর্শিতে পায় নাই। এক্ষণে বিধবা বি-
বাহ প্রচলিত করিবার জন্য কতক গুলি
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভদ্র লোক একমত হওয়াতে
অনায়াসে তাহা প্রচলিত হইতে আরম্ভ
হইয়াছে এবং তজ্জনিত রাশি রাশি মঙ্গল
উদ্ভব হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। এক্ষণে
যে সমস্ত সদ্বিদ্যাশালী সংস্কৃত বুদ্ধি মহা-
শয়েরা এদেশ হইতে কুরীতি ও কুপদ্ধতি
সকল দূর করিয়া এখানে সুরীতিচয় প্র-
চলিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন তাঁহারা
যদি সকলে একমন হইয়া আপনাদিগের
মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে উদ্যোগী হয়েন,
তাহা হইলে প্রায় এদেশের কোন ভদ্র
পরিবারই আর তাঁহাদিগের বিপক্ষ হইতে
পারে না এবং কোন পরিবারকেই আর প-
রিত্যাগ করিবার আবশ্যক হয় না। প্রায় স-
কল প্রসিদ্ধ ভদ্র পরিবারের মধ্যেই বিদ্যা
শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে এবং স-
কল পরিবারের মধ্যেই দুই এক ব্যক্তি সু-
শিক্ষিত লোকের উদ্ভব হইয়াছে, অতএব
সকল সুশিক্ষিত লোকে একত্রিত হইয়া
মনোগত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে এই ক্ষ-
ণেই পরস্পর ভয় ও দ্বেষ দূর হইয়া এদে-
শে... মঙ্গল সঞ্চারের সম্পূর্ণ সদুপায় হই-
য়া উঠে। কিন্তু এক অনৈক্য হেতু এমন
সহজ ব্যাপার কত সুদূরপরাহত হইয়া র-
হিয়াছে, এমন সুসাধ্য বিষয়কে কি প্রকার
দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে এবং এমন অবশ্য
কর্ত্তব্যের প্রতি কত ত্রুটি প্রকাশ পাইতে-
ছে।

অতএব এক্ষণে দেশীয় সদ্বিদ্যাসম্পন্ন
উজ্জ্বল মতি মহাত্মা দিগের নিকটে কৃতা-
ঞ্জলি পূর্ব্বক আমরা নিবেদন করিতেছি, যে
তাঁহারা একবার জগদীশ্বরের নিয়মের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, তিনি মনুষ্যের
ঐকমত্য ও সমবেত ক্রিয়াকে কি পর্য্যন্ত
সংসারের কল্যাণকর করিয়া দিয়াছেন,
তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উক্ত নিয়ম পালন দ্বারা
মনুষ্য কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে
পারে এবং উহা হেলন দ্বারা তাহার কি
প্রকার দুঃখ উদ্ভব হয়! আর বিলম্ব করা

কোন মতেই উচিত নহে, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার জন্য প্রতীক্ষা করাও কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে ঐক্য হইবার বিলক্ষণ সময় হইয়াছে এবং নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, ঐক্য হীন হইয়া এরূপে আপনাদিগের শক্তিকে বিফল করা কোন প্রকারেই বুদ্ধিমান্ লোকের কার্য্য নহে এবং কেবল এক যোগ বলের অভাবে নিয়ত এতাদৃশ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করাও চৈতন্য বিশিষ্ট জীবের কর্ত্তব্য নহে। আমরা যদি ঐক্যের অভাবে চির দিনই এপ্রকার শক্তিহীন ও নির্ব্বীর্য্য থাকিয়া আপনাদিগের মনকে প্রপীড়িত ও স্বভাবকে কলঙ্কিত করিব, তবে আমাদিগের জ্ঞান শিক্ষারই বা কি ফল এবং বুদ্ধি পরিচালনেরই বা কি তাৎপর্য্য? আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন ভাবে কাল যাপন করাতে কোন্ দুঃখ না সহ্য করিতেছি। যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে আমাদিগের ধর্ম্ম প্রতিবাদী হইতেছে, যাহা অবলম্বন করিতে আমাদিগের বুদ্ধি যুক্তি ও জ্ঞান পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছে এবং যাহাতে আমাদিগের মন কাতর হইতেছে ও আত্ম প্রসাদ দূর হইতেছে, আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে প্রতি দিনই আমাদিগকে সেই কার্য্য অনুষ্ঠান ও সেই কর্ম্মের উৎসাহ প্রদান করিতে হইতেছে। এই বঙ্গ দেশে পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইয়া অবধি যত লোকে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন এবং যত লোকে প্রকাশ্য রূপে উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে ঐক্য হইয়া উক্ত ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হইলে এত দিনে উহার যে পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইত, তাহা আমরা এ অবস্থায় মনেতেও ধারণ করিতে পারি না এবং তাহা আমাদিগের এরূপ ভঙ্গ যত্ন দ্বারা সহস্র বর্ষেও সম্পন্ন হইবার নহে। সকল ব্রাহ্ম সংখ্যা ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক একশত জন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী লোকে এক যোগে উক্ত ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে তৎপর থাকিলেও উহার যাদৃশ ফল দর্শিত, এক্ষণে এই সমুদয় ব্রাহ্ম বর্গ দ্বারাও তাহার শতাংশের একাংশও কার্য্য দেখিতেছে না। ব্রাহ্ম গণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে তাঁহারা যে পবিত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন এবং যে পথের পথিক হইয়াছেন, সে ধর্ম্মের কি পর্য্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য ও সে পথ কোন্ স্থানে প্রস্থিত হইয়াছে, আর তাঁহারাই বা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কি পর্য্যন্ত আয়োজন করিতেছেন এবং সে স্থানে গমন করিতে কতদূর প্রস্তুত হইতে পারিয়াছেন, তাহা হইলেই তাঁহারা জানিতে পারিবেন, যে এক ঐক্যের অভাব তাঁহাদিগের উন্নতির পথে কি পর্য্যন্ত প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি যে যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া এদেশের ও ভূমণ্ডলের নিত্য কল্যাণের বীজ রোপিত হয়, যাহাতে উক্ত ধর্ম্মের অনুগত কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারা যায় এবং যাহাতে উহার নিষিদ্ধ একটি মাত্র কর্ম্মও আচরণ করিতে না হয়, ব্রাহ্ম দিগের মধ্যে অনেকের এই রূপ ইচ্ছা এবং অনেকেরই এই চেষ্টা। কিন্তু কেবল এক ঐক্যের অভাবে তাঁহাদিগে[র] এই ইচ্ছা সম্পন্ন হইবার উপায় হয় না এব[ং] তাঁহাদিগের যত্নও সফল হইতে পায় ন[া।] ইহা আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি যে [...] সকল ব্রাহ্মকে আপন আপন অবলম্বি[ত] ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাঁ[হা]হাদিগের প্রায় কাহারই জ্ঞানের অভাব নাই [...] বিবেচনার ত্রুটি নাই এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্র[তি] প্রগাঢ় আস্থারও অভাব নাই। তাঁহারা [...] ত্যাদি মহৎ বিষয়ে সুসম্পন্ন হইয়াও কে[বল] এক ঐক্য বলের অভাবে আপনাদিগের [...] বশ্য কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম হয়েন না। [...] তুল্য দুঃখের বিষয় আর কি আছে [...] ইহা অপেক্ষা অধিক প্রতিফলই বা [...] হইতে পারে? ইহা পূর্ব্বেই উ[...] গিয়াছে যে ঐক্য বল ব্যতিরেকে [...] ধন বল প্রভৃতি সকল বলই [...] সকল চেষ্টা বিফল হয়। বি[...] কি ধর্ম্ম প্রচার কি অপরা[...] ষ্ঠান যে কোন বিষয় হই[...] এক যোগে যত্ন করি[...]

ও যেমন সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে সমস্ত্র ব্যক্তির পৃথক্ চেষ্টা দ্বারাও তাহা তদ্রূপ সুসম্পন্ন হয় না। অতএব শুভ স-ঙ্কল্প সিদ্ধ করণ বিষয়ে আর আমাদিগের একত্রিত হইতে বিলম্ব করা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

## বিধবা বিবাহ।

আমরা পরমাহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদিগের চিরবাঞ্ছিত বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ ...য়াছে। প্রথমতঃ গত ২৩ অগ্রহায়ণ ...ববাসরে দেশ বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন ...কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ...দ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের সহিত, পলাসডাঙ্গা ...াম নি...ী ভদ্র বংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ ...খোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা কন্যার ...ভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই কন্যা যখন ৪ বৎসর বয়ঃক্রম তৎকালে ইহ... সহিত নবদ্বীপাধিপতি রাজার গুরুবং-...ীয় শ্রীযুক্ত রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্য্যের পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রথমতঃ বিবাহ ...ইয়াছিল, ঐ বিবাহের ২ বৎসর পরে ...র্থাৎ ৬ বৎসর বয়সে ইহার বৈধব্য ...। এই কন্যা পতি কুলে বাস করিত, ইহা-...জননী স্বীয় দুহিতার অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ... করিতে না পারিয়া আপন আত্মীয় ব-...র সম্মতি অনুসারে তাহার পুনঃ পরি-... ক্রিয়া সম্পাদনার্থে অতীব যত্নশীলা হ-...য়েন এবং সেই যত্নানুসারে এই শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। এই কন্যার পিতা লোকান্তরিত হওয়াতে ইহার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও দেশ প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী উল্লিখিত পাত্রে ইহাকে সম্প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ বর্ণের বিবাহ উপলক্ষে এদেশে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদি যে যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবিবাহে সে সমস্তই হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় নাই। এই বিবাহে ন্যূনাধিক আটশত নিমন্ত্রণের পত্র মুদ্রিত হয়, তদ্ভিন্ন অধ্যাপক ভট্টাচার্... বি-... রূপে সংস্কৃত কবিতায় মুদ্রিত হইয়াছিল। পাঠক গণের অবগতির জন্য আমরা ঐ দুই প্রকার পত্রই পশ্চাতে অবিকল সঙ্কলন করিলাম।

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যাঃ সবিনয়ং নিবেদনং। ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার সুকেসষ্ট্রিটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৮।

অব্দে ভৌমে নিশান্তে বিলসতি নিতরং পদ্মিনীপ্রাণকান্তে স্বাহাকান্তেক্ষণাংশে দিনকিরণদিনে শাস্ত্রমার্গানুসারী। ভূয়োভাবী বিধানাং পরিণয়নবিধির্ভর্ত্তৃহীনাত্মজায়াঃ পূর্ব্যোরর্য্যার্য্যবিজ্ঞৈরিহ সদসি গতৈর্ম্মৎকৃপাপারতস্ত্র্যাৎ।

...হার পরদিবস প্যাণিহাটি গ্রাম নিবাসী ...ঙ্গ কায়স্থ কুলীন বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত ... হরকালী ঘোষের ভ্রাতা কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সহিত কলিকাতা নিবাসী নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশ বর্ষীয়া একটি বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। এই কন্যাকে ইহার পিতাই সম্প্রদান করেন। ইহাও কায়স্থ বর্গের নির্দ্দিষ্ট কুলাচারানুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল।

উল্লিখিত মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন উপলক্ষে মহা সমারোহ হইয়াছিল। শুভ বিবাহের সভায় প্রায় কলিকাতা নিবাসী প্রধান প্রধান সমস্ত ভদ্র পরিবারেরই অধিষ্ঠান হইয়াছিল এবং অনেক ভদ্র সন্তান কায় মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া উক্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পর্ব্বে এত লোকের সমারোহ হইয়াছিল, যে সকল লোকে সুন্দর রূপে বসিতে স্থান প্রাপ্ত হয়েন নাই এবং কন্যা সম্প্রদানের বাটীর নিকটস্থ রাজ পথ শকটাদি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ হিন্দু শাস্ত্র ব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও উক্ত বিবাহের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া ছিলেন। এই মহৎ ব্যাপার

পত্রিকা

সম্পন্ন হওয়াতে [illegible]
কাণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তা-
হাতে আর সন্দেহ নাই। কোন কোন
ব্যক্তি মহানন্দে পুলকিত হইয়া আহ্লাদ
সাগরে ভাসিতেছেন এবং কোন কোন
লোক শোকেতে মুহ্যমান হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস
পরিত্যাগ করিতেছেন, কেহ বা এই ঘট-
নাকে স্বদেশের চির কল্যাণের কারণ জা-
নিয়া ইহার প্রয়োজক ও প্রবর্ত্তক দিগকে
মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন,
কেহ বা ইহাকে নিশ্চয় ভারত বর্ষের ক-
লঙ্ক স্বরূপ ও হিন্দু ধর্ম্মের উৎসেদের হেতু
মনে করিয়া ইহার উদ্যোগ কর্ত্তা ও উৎ-
সাহ দাতাদিগকে নানা প্রকার অশ্রাব্য ক-
টু কাটব্য কহিতেছেন। যে সকল জ্ঞান
সম্পন্ন দেশ হিতৈষি বুদ্ধিমান লোকে এই
পরম কল্যাণকর শুভ ঘটনা সম্পন্ন হইবার
প্রতি বহু কাল হইতে লক্ষ্য করি[illegible]
য়াছিলেন, যাঁহারা এই শুভ দিন উপ[illegible]
হইবার জন্য প্রতি দিন দিন গণনা ক[illegible]
তেছিলেন, যাঁহারা এই আনন্দময় সুখে-
র দিন প্রাপ্ত হইবার জন্য ভূরবলম্বিনী
আশা লতার মূলে নিয়ত যত্নবারি সেচন
করিতেছিলেন, এবং যাঁহারা এই বিধবা
বিবাহ রূপ পুণ্য তরুকে স্নেহাস্পদ জন্ম
ভূমিতে রোপণ করিবার জন্য নানা প্রকার
মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম স্বীকার পুর্ব্বক
স্বদেশীয় অনেক বন্ধু বান্ধবের মানস ক্ষেত্রে
ইহার বীজ বপন করিয়াছিলেন, এই ব্যা-
পার সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহাদিগেরই মনে
আনন্দের উদয় হইয়াছে, এই চিরবাঞ্ছিত
ও দূর লক্ষিত সুখময় শুভ দিন উপস্থিত
হওয়াতে তাঁহারাই আহ্লাদে পুলকিত হই-
য়াছেন এবং এই কল্যাণকর পুণ্য তরু সত্বরে
সফল হওয়াতে, তাঁহারাই আপনদিগের স-
কল শ্রম ও সকল যত্নকে সার্থক জ্ঞান করিয়া
আনন্দস্রোতে প্লাবিত হইতেছেন। তাঁহারা
দেখিতেছেন যে জগদীশ্বরের অসদৃশ করুণা
প্রসাদে তমসাচ্ছন্ন ভারত বর্ষে জ্ঞান সূর্য্যের
উদয় হওয়াতে ক্রমে ক্রমে এখান হইতে
অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতেছে, জ্ঞান
জ্যোতিঃ প্রভাবে ভারত বর্ষের অনেক সন্তান

[illegible]ননী জন্ম ভূমিকে নানা প্রকার অধর্ম্ম ক-
ণ্টকে বিদ্ধ দেখিয়া তাহা উত্তোলন করিবার
জন্য ব্যাকুলিত চিত্ত হইয়াছে এবং তাহা-
কে পুণ্য কর্ম্ম রূপ পরম শোভনীয় অলঙ্কা-
রে অলঙ্কৃত করিতে কায়মনো বাক্যে যত্নশীল
হইয়াছে, তাঁহারা দেখিতেছেন, যে পাপ-
ভার প্রপীড়িত ভারত ভূমি অনেক সাধু ব্য-
ক্তির যত্ন হেতু এত দিনে এই সকল পা-
পের ভার হইতে পুনর্ব্বার মুক্ত হই তেছে
ভুবন বিখ্যাত হিন্দু জাতির বহু কালের
গাঢ় কলঙ্ক ক্রমে অপনীত হইবার উপায়
হইয়াছে এবং অবনত মস্তক হিন্দু স্থান
পুনর্ব্বার উন্নতগ্রীব হইয়া আপনার ম[illegible]
প্রকাশ করিবার পথ প্রাপ্ত হইতেছে এ[illegible]
তাঁহারা এই সমস্ত শুভ চিহ্ন সন্দর্শন করি[illegible]
য়া হিন্দু স্থানের শ্রীবৃদ্ধির ও হিন্দু জাতি[illegible]
গৌরব বৃদ্ধির জন্য আশালতাকে নিয়ত [illegible]
[illegible]বতী করিতেছেন। কিন্তু যে সকল জ্ঞ[illegible]
[illegible]ন পণ্ডিতাভিমানি দ্বেষ পরবস লো[illegible]
[illegible]াপনাদিগের দৃঢ় সংবদ্ধ কুসংস্কার হে[illegible]
এই সকল শুভ ব্যাপারকে অকারণে নি-
ন্দিত কর্ম্ম মনে করিয়া ইহা সম্পন্ন হইবার
প্রতি নানা প্রকার ব্যাঘাত করিয়াছে, যা-
হারা ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন বিচার না করি[illegible]
এবং পাপ পুণ্যের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টিপা[illegible]
না করিয়া এই শুভ দিন উপস্থিত হই[illegible]
[illegible]শঙ্কায় নি[illegible] শঙ্কিত হইয়াছে এবং [illegible]
হারা এই শুভানুষ্ঠান কর্ত্তা সাধু দি[illegible]
আশা লতার মূল চ্ছেদ করিবার জন্য ক[illegible]
মনো বাক্যে চেষ্টা করিয়াছে এবং যাহ[illegible]
রা জ্ঞান চক্ষুকে একেবারে রুদ্ধ করিয়[illegible]
এবং বুদ্ধি যুক্তি ও বিচারের পথে এক কালে
কণ্টক প্রদান করিয়া দেশ প্রচলিত ব্যবহার
পরম্পরাকেই সর্ব্ব সিদ্ধি জ্ঞান করিয়া তাহা
নিরাকৃত হইবার নাম শ্রবণ করিলে স্তব্ধ
বুদ্ধি ও লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছে।
এই নিত্য বাঞ্ছিত শুভ সংকল্প সিদ্ধ হ-
ওয়াতে তাহারাই ম্রিয়মাণ হইয়াছে এই
মঙ্গল ময় সুখের দিন উপস্থিত হওয়াতে
তাহারাই শোক সাগরে মগ্ন হইয়াছে এবং
এই সন্তাপ হারক শীতল তল ধর্ম্ম বৃক্ষ
[illegible] হওয়াতে তাহারাই হতাশ ও হত

চেতন হইয়া অনর্থক হাহাকার করিতেছে। তাহারা মনে করিতেছে,যে ক্রমে কলি প্রবল হওয়াতে ধর্ম্মের স্রোত এক কালে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, ধর্ম্ম শাস্ত্র লোক সমাজে অমান্য হইয়া উঠিল এবং ভারত বর্ষে অধর্ম্মের অধিকার দিন দিন বিস্তার হইতে লাগিল, তাহারা ভাবিতেছে যে এত দিনের পর হিন্দু নাম বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, ভারত ভূমি ক্রমে পাপ ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল এবং ভারতবর্ষীয় হিন্দু জাতির মান যশ শ্রী সৌভাগ্য সকলি অন্তরিত হইয়া গেল এবং তাহারা ঐ সকল অমূলক আশঙ্কা কল্পনা করিয়া আপনাদিগের ভাবি সৌভাগ্যের আশা ভরসাকে এক কালে ক্ষীণ করিতেছে। কিন্তু ফলত এই বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়াতে যে ভারত বর্ষের কি পর্য্যন্ত সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারত বর্ষ বাসি হিন্দু জাতির কতদূর গৌরব বৃদ্ধি হইবার পথ হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। এই রূপে ক্রমে যদি ভারত বর্ষের সকল কুপ্রথা নিরাকৃত হয় এবং এখানে সুপদ্ধতি সকল প্রচলিত হইয়া উঠে তাহা হইলে, ভারত ভূমি পৃথিবীর মধ্যে পুনর্ব্বার সর্ব্বাগ্রগণ্য ধর্ম্ম ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, এবং হিন্দু জাতি সম্যক রূপে নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ হইয়া উঠে। বিধবা বিবাহ কার্য্যতঃ প্রচলিত হওয়াতে যাহারা মনে মনে বিষণ্ণ হইয়াছেন, এবং এদেশের অদৃষ্টকে অকারণে নিন্দা করিতেছেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাঁহাদিগের সে বিষাদ দূর হইবেক এবং তাহারা স্বদেশকে সৌভাগ্যবন্ত দেখিতে পাইবেন। এদেশে পতি হীনা অনাথা দিগের পুনরুদ্বাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে এখানে ভ্রূণ হত্যা স্ত্রীহত্যা ব্যভিচার প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকট উৎকট পাপের পথ পরিষ্কৃত ছিল, তাহা নানা পণ্ডিত বারম্বার নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং যাহার অতি অৎ সামান্য বুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে, অতএব সেই প্রথা প্রচলিত হইলে যে ঐ সমস্ত পাপের পথ অবশ্যই রুদ্ধ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই এবং তদ্দ্বারা দেশের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলেরই বা সম্ভাবনা কি? ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মাভিমানী প্রতিপক্ষীয় মহাশয়েরা কি জন্য যে উৎসাহান্বিত না হইয়া বিষণ্ণ হইবেন তাহা আমাদিগের বুঝিবার শক্তি নাই, তবে তাঁহারা যদি কেবল অভিমান পরবশ হইয়া এবং যথার্থ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি পাত না করিয়া বহু কাল প্রচলিত বংশ পরম্পরা গত দেশ ব্যবহারের উৎসেদ ও অপ্রচলিত আধুনিক পদ্ধতির প্রচার দেখিয়া দুঃখিত হয়েন তাহা হইলে আর আমাদিগের কোন উপায় নাই। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে মনে অভিমান করেন, পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেন এবং ধর্ম্ম পালক বলিয়া দম্ভ করেন, এমন মঙ্গল বিষয়ে এপ্রকার আনন্দের স্থলে তাঁহাদিগের দুঃখিত হওয়া ও অনাহ্লাদ প্রকাশ করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত হয় না। দীর্ঘ কালের পর শরীরের কোন চির রোগ আরোগ্য হইলে তজ্জন্য আক্ষেপ করা যেমন অসঙ্গত, সেই রূপ দেশ প্রচলিত কোন প্রাচীন কুপ্রথার উৎসেদ দেখিয়া খেদ করাও অন্যায়। যাহা হউক প্রতিপক্ষীয় মহাশয় দিগের যখন চিত্ত কিঞ্চিৎ স্থির হইবে, দ্বেষানল নির্ব্বাণ হইবে এবং অভিমান দূরে গমন করিবে, তখন তাঁহারা আপনা হইতেই দেখিতে পাইবেন, যে এখানে বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হওয়াতে এদেশের কি পর্য্যন্ত সৌভাগ্য হইয়াছে।

এক্ষণে যে সকল অসামান্য লোকের প্রযত্নে এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে যাঁহাদিগের উৎসাহে এই চির বাঞ্ছিত সুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের অসাধারণ শক্তি ও অতুল্য গুণের বিষয় বর্ণন না করিয়া কোন মতে নিরস্ত থাকিতে পারা যায় না। এই মহৎ ব্যাপার যে কএক ব্যক্তি অসামান্য ধী সম্পন্ন প্রসন্ন মতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু

তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্ব্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্ত্তির সহিত মহীতলে চির কাল জীবিত থাকিবে। এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যেপর্য্যন্ত পরিশ্রম ও যেপর্য্যন্ত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা শত বর্ষেও বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিব না, তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদ্বিতীয় তিতিক্ষা ও তুলনা রহিত ধীশক্তিই এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার প্রতি প্রধান কারণ। তিনিই অসাধারণ বুদ্ধি বলে হিন্দু দিগের সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র সমন্বয় করিয়া তাহার শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন এবং বিধবা বিবাহ যে হিন্দু ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে, তিনি স্বীয় বিচার কৌশলে তাহা সকল লোককে শিক্ষা প্রদান করিলেন, তাঁহারই প্রভাবে হিন্দু শাস্ত্রের এ কলঙ্ক দূর হইল এবং তাঁহারই প্রসাদাৎ হিন্দু বিধবারা অসহ্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইল। তিনি এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করণার্থে নিন্দাকে নিন্দা বোধ করেন নাই, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন নাই, এবং কটু কাটব্য ও উপহাস্যাদির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন নাই। তিনি যখন বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচার করেন তখন প্রতিবাদি গণ তদুত্তরে তাঁহাকে কটু কহিতেও অপেক্ষা রাখে নাই, নিন্দা করিতেও ত্রুটি করে নাই এবং নানা শত্রু নানা মতে বৈরতা সাধন করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার ভূধর সম নিশ্চল স্বভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। বজ্র যেমন পর্ব্বত উপর পতিত হইয়া আপনিই তেজো হীন হয় শত্রু গণের নিন্দাবাদ ও কটু বাক্য সকলও সেই রূপ তাঁহার উপর পতিত হইয়া আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়াছে। তিনি যদি জ্ঞান হীন অবোধ লোকের বৈর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এই শুভানুষ্ঠান সিদ্ধ করিতে কোন রূপে ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভারত বর্ষীয় বিধবাদিগের প্রজ্বলিত বৈধব্য যন্ত্রণানল নির্ব্বাণ হইবার আর কোন উপায় হইত না এবং দুর্ভাগ্য ভারত বর্ষ ভ্রূণ হত্যা ও ব্যভিচারাদি পাপ ভার হইতে কস্মিন্ কালেও পরিত্রাণ পাইত না, অনাথা বিধবাদিগের হৃদয়স্থিত শোকাগ্নি নিঃসৃত নিশ্বাসানলে ভারত বর্ষ চির দিনই দগ্ধ হইত।

হা জগদীশ! এসমস্ত কল্যাণকর ব্যাপারের মধ্যে আমরা কেবল তোমারই মহিমা সন্দর্শন করিতেছি এবং তোমারই প্র-[illegible]দ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তুমি যে কোন্ সূত্রে [illegible] কোন্ কৌশলে জীবের কল্যাণ সাধন কর তাহা কাহার সাধ্য যে বোধগম্য করিতে পারে? কাহার মনে ছিল যে তমসাচ্ছন্ন ভারত বর্ষে হিন্দু বিধবা বিবাহে[illegible] প্রথা প্রচলিত হইয়া পতিহীনা অবলাদিগে[illegible] অনিবার্য্য শোকাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিবে, [illegible] মনে করিত যে হিন্দু বিধবা বনিতারা দু[illegible] শ্ছেদ্য শাস্ত্রের শাসন ছেদন করিয়া আপ[illegible] নাদিগের দুঃখ রাশিকে নষ্ট করিতে স[illegible] ক্ষম হইবে, আহা! তাহাদিগের অসহ্য যন্ত্রণ[illegible] [illegible]রণ হইলে এখনও আমাদিগের অশ্রুপাত [illegible] তাহারা যে আবার এশুভ দিন প্রাপ্ত হইবে আমাদিগের আর ইহা মনে ছিল না। কেবল তোমার কৃপাই এসকলের মূল। ভারত ভূমি পূর্ব্বাবধিই ধর্ম্ম ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং [illegible]ন্দু জাতি চিরদিনই ধর্ম্ম পুত্র রূপে প[illegible]চিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের দারুণ দেশ ব[illegible]হার সে সকল সম্পত্তিই হরণ করিয়াছিল. আবার তুমিই তাহাদিগকে সে[illegible] অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিবার পথ প্রস্তুত করিলে। অতএব আমরা তোমাকেই নমস্কার করি। যে বৈধব্য যন্ত্রণাকে এদেশী[illegible] স্ত্রী লোকে অনিবার্য্য মনে করিয়াছিল, যে[illegible] রোগকে তাহারা অসাধ্য ও অনারোগ্য ভাবিয়াছিল, যাহা হইতে তাহারা কস্মিন্ কালে মুক্তি পাইবার আশা করিত না এক্ষণে যে মহাত্মা ব্যক্তির প্রযত্নে সেই যন্ত্রণার শেষ হইল সেই রোগের ঔষধ স্থির হইল এবং তাহা হইতে এদেশীয় অবলারা মুক্তি পাইল তাঁহার এই অসামান্য কীর্ত্তি যেন নিত্য কাল পৃথিবী মধ্যে তোমার মহিমাকে মহীয়ান করে, অবশেষে এই আমাদিগের প্রার্থনা।
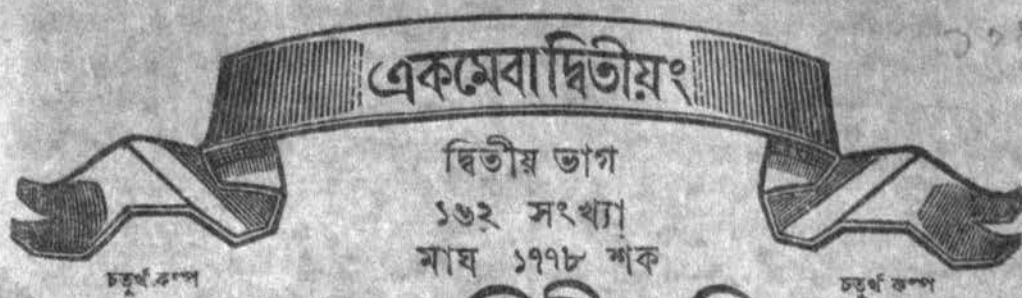
৯ পৌষ সোমবার সংবৎ ১৯১৩ কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৭

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-
বিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমিতি

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

## ঈশ্বরের সহিত সহবাস।

যখন ইহা সর্ব্ব প্রকারে তর্কদ্বারা মীমাংসা হইতেছে এবং সমস্ত যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জগদীশ্বর চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কোন প্রকার জড় বা চেতন পদার্থের ন্যায় নহেন। তিনি কেবল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কারণ ও কর্ত্তা রূপে প্রতীয়মান হয়েন এবং আমরা তাঁহার রচিত এই বিচিত্র বিশ্বকার্য্য সন্দর্শন করিয়া কেবল মনেতে তাঁহার অনুপম সত্তা প্রতীতি করিতে পারি; তখন তাঁহার সহবাস যে উক্ত প্রকার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আকার বিশিষ্ট পদার্থের সহবাসের তুল্য নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোন তর্ক বিস্তার ও যুক্তি প্রদর্শন করিবার আবশ্যক করে না। যাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধি আছে, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহা বিলক্ষণ বোধগম্য করিতে পারিবেন, যে কোন শরীর বিশিষ্ট জড় বা চেতন পদার্থের সহিত যে রূপে একত্রিত হইয়া তাহার সহবাসী হইতে হয়, পরমেশ্বরের সহিত সে রূপে একত্রিত হইয়া তাঁহার সংসর্গ ভোগ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কোন স্থানের সন্নিকর্ষ দ্বারাও তাঁহার নিকটস্থ হইবার সাধ্য হয় না এবং কোন কালের বিচ্ছেদ অন্তর করিলেও তাঁহার নিকটস্থ হইবার সামর্থ্য হয় না। তিনি দেশ কালের অতীত, কিন্তু তিনি আমাদিগের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয় ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া যে মনুষ্য এক কালে তাঁহার সংসর্গ লাভে অনধিকারী, ইহাও কোন মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যখন তিনি কৃপা করিয়া মনুষ্যকে তাঁহার অনুপম সত্তা প্রতীতি করিবার ও অনির্ব্বচনীয় মহিমা আলোচনা করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তখনই তিনি তাহাকে তাঁহার সংসর্গ লাভের অধিকারী করিয়াছেন। মনুষ্য যে মন দ্বারা তাঁহার অনুপম স্বরূপের উপলব্ধি করে, সেই মন দ্বারাই তাঁহার সহবাসী হইয়া অপার আনন্দ লাভ করিতে পারে। মনুষ্যের মন যখন ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গল স্বরূপে নিমগ্ন হয়, তখনই তাহাকে তাঁহার সহবাসী বলা যায় এবং যখন তাহার মন সেই প্রেম দাতা পরম গুরুর প্রীতি সাগরে সন্তরণ করে, তখনই সে তাঁহার অপার সুখ জনক অনুপম সংসর্গ ভোগ করে। মনুষ্যের মন যখন যে বিষয়ে মগ্ন হয়, তখন সেও যে তাহাতেই বাস করে তাহার আর সন্দেহ নাই। মনই মনুষ্যের সার ভাগ এবং মন দ্বারাই তাহার সমস্ত বিষয় ভোগ হয়। মনুষ্য চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে এবং হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে, কিন্তু ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দে-

খিতেছি যে মনের সংযোগ ব্যতিরেকে দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শাদি কোন ব্যাপারই সম্পন্ন হয় না। মনই সকল প্রকার বিষয় ভোগের মূলাধার। যাহা মনুষ্যের মন হইতে দূরে থাকে, তাহাই তাহার সম্বন্ধে দূরস্থ হয়, আর যাহা মনের সন্নিকট তাহাই তাহার নিকট বস্তু। কেবল শরীরের দূরাদূর দ্বারা কোন বিষয় মনুষ্যের দূর নিকট হইতে পারে না। মনুষ্য যখন একান্ত চিত্তে কোন দূরস্থ বিষয়ে মনকে সন্নিবিষ্ট করে, তখন তাহার সম্মুখে অতিকায় মাতঙ্গ উপস্থিত হইলেও সে তাহা জানিতে পারে না, কিন্তু এক দ্বীপের মনুষ্য কোন কারণবশতঃ দ্বীপান্তরে উপস্থিত হইয়া যখন তাহার প্রিয়তম বাস ভূমিকে স্মরণ করিতে থাকে, তখন সেই নিবাস ভূমির সমুদায় পদার্থ তাহার সম্মুখে জাজ্বল্যতর প্রকাশ পাইয়া উঠে এবং তত্রস্থ সকল ভাব ঐ ব্যক্তির মনে জাগ্রত হইতে থাকে। যখন কোন বিদেশস্থ ব্যক্তির মনে তাহার প্রাণ তুল্য পুত্রাদির বাৎসল্য ভাব আসিয়া উদয় হয়, তখন তাহার আর অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞান থাকে না, তৎ কালে তাহার সম্মুখে সেই স্নেহাস্পদ পুত্রাদি আসিয়া বিরাজ করিতে থাকে। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে মনোগত বস্তু শত যোজন দূরে থাকিলেও তাহাকে অতি নিকটতর বোধ হয়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেও প্রিয় রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ণ কুহর রুদ্ধ থাকিলেও প্রিয় শব্দ শ্রুত হইতে থাকে, প্রিয় রস রসনায় সংলগ্ন না হইলেও তাহার আস্বাদ অনুভূত হয় এবং প্রিয় বাস বায়ু বহন না করিলেও মন তাহাতে বাসিত হইতে থাকে। কখন মন কোন রূপে প্রিয় পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না এবং মনুষ্যের মন যখন যে বিষয় দ্বারা অধিকৃত হয়, তখন সেও তাহাতেই অবস্থিতি করে। অতএব তত্ত্বদর্শী সমাজন যখন যৎ কালে পরমেশ্বরের অনুপম তত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা স্বীয় মনকে তাঁহার প্রীতি সাগরে নিমগ্ন করেন, তখন যে তাঁহারা পৃথিবীর ক্ষুদ্র বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের সহবাসী হইয়া অননুভূত অপূর্ব্ব সুখ আস্বাদন করিতে থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন তাঁহারা মর্ত্ত্য লোকের সকল বিষয় বিস্মৃত হয়েন এবং সংসারের সকল ভার ভুলিয়া যান। তখন তাঁহারা শোক দুঃখের অতীত হয়েন এবং লোভ ক্ষোভের অধিকার ত্যাগ করেন। তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহ লোক হইতে লোকান্তরের অবস্থায় অবস্থিত হয়েন।

করুণাকর পরমেশ্বর সর্ব্বত্র ব্যাপী; তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও করুণা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি নক্ষত্র মণ্ডলে প্রকাশ পাইতেছেন এবং চন্দ্রকলায় শোভিত হইতেছেন। তিনি সূর্য্য কিরণ মধ্যে স্বীয় ছটা বিকীর্ণ করিতেছেন এবং অন্ধকার মধ্যেও গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনি গভীর সাগর গর্ভেও বিরাজ করিতেছেন এবং উচ্চতর পর্ব্বত শিখরেও বিদ্যমান রহিয়াছেন। স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং সকলই তাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহার মহিমার সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব যে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তাঁহার প্রণীত পদার্থের মধ্যে তাঁহার সত্তা প্রতীতি করিতে সমর্থ হয় এবং তাঁহাতে আপন মন সন্নিবিষ্ট করিতে পারে, সে অনবরত তাঁহার অমৃতময় সংসর্গে বাস করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিতে সমর্থ হয়, সে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটস্থ থাকে। সে ব্যক্তি যখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া বাহিরে দৃষ্টি পাত করে, তখন সর্ব্বত্র হইতে আপন প্রিয়তর পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত হয় এবং যখন চক্ষু নিমীলন করিয়া তাঁহার তত্ত্বরসের বিষয় চিন্তন করে, তখনও সে আপন হৃদয় ধামে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সুখী হয়। সে আপন হৃদি সংলগ্ন কণ্ঠস্থ হারকে বরং তাহা হইতে দূর মনে করে, কিন্তু পরমাত্মাকে সর্ব্বদা আপনার সন্নিকট দেখিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। মনুষ্য যদি চেষ্টা করে, তাহা হইলে অক্লেশে জগদীশ্বরের সহবাস করিয়া অপার সুখে সুখী হইতে পারে। তিনি

কৃপা করিয়া মনুষ্য জাতিকে ইহ শরীরেই তাঁহার সংসর্গ লাভের অধিকারী করিয়াছেন।

পরমপরাৎপর পরমেশ্বরের মহিমা সাগরে চিত্ত নিমগ্ন করিয়া—জ্ঞান চক্ষু দ্বারা আপনার অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বত্র তাঁহাকে বিদ্যমান দেখিয়া এবং সর্ব্বদা সৎক্রিয়া সাধন পূর্ব্বক চিত্ত শুদ্ধি করিয়া মনুষ্য যে আপনাকে তাঁহার সমীপবর্ত্তী করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যে প্রকার মনুষ্য ঐ রূপে আপনাকে পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী করিতে পারে, সে প্রকার লোক অতি দুর্লভ। যে পথে গমন করিলে পৃথিবীর অপবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই পবিত্র পুরুষের সংসর্গ লাভে অধিকারী হওয়া যায়, সে পথের পথিক অতি বিরল। যত দিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের মন সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এবং সকল প্রকার সাধু চিন্তা দ্বারা সুচারু রূপে সংস্কৃত না হয়, ততদিন কখনই তাহাতে পরমার্থ তত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। যাহার মনে রাগ দ্বেষ মোহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি অপবিত্র ভাব সকল সর্ব্বদা বিচরণ করে, সে কি কখন মহত্তর ভাব আশ্রয় করিয়া জগদীশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে? অনেক মনুষ্য পার্থিব সুখের লঘুত্ব ও অনিত্যত্ব সন্দর্শন করিয়া এবং তন্মধ্যস্থিত রাশি রাশি দুঃখ রূপ তীক্ষ্ণ কণ্টকের বিষজ্বালায় জ্বলিত হইয়া তৎ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগদীশ্বরের সহবাস জনিত নিষ্কণ্টক ও নিত্য সুখ ভোগে অভিলাষী হইয়া থাকেন, কিন্তু সে উৎকৃষ্টতর ও পরম পবিত্র সুখ ভোগের উপযুক্ত সাধন না করাতে সকলে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা পৃথিবীর পরিমিত সুখে পরিতৃপ্ত না হইয়া ঈশ্বরের সহবাসী হইয়া অপরিমেয় সুখ সাগরে সন্তরণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাঁহাদিগের ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, যে তাঁহারা যে সুখ ভোগের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাহা লাভ করিবার জন্য কতদূর পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে পারিয়াছেন এবং কি পর্য্যন্ত তাহার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থ রূপে পৃথিবীর নীচ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন কি না? তাঁহাদিগের মন রাগ দ্বেষাদি অপবিত্র ভাব ত্যাগ করিয়া দয়া ও প্রীতি প্রভৃতি পবিত্র ভাবের আধার হইয়াছে কি না, এবং তাঁহাদিগের মন পূর্ব্ববৎ পৃথিবীর মোহে মুগ্ধ হয় কিনা? বিনা সাধনে ও বিনাযত্নে কেবল অভিলাষ দ্বারা মনুষ্য কোন বিষয়েতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না, সকল বিষয়ই যত্ন সাপেক্ষ। জগদীশ্বর কৃপা করিয়া মনুষ্যকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগের অধিকারী করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্য তদনুরূপ সাধন না করিলে কখনই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি পরমার্থ রস তৎপর হইয়া শিক্ষা ও উপদেশাদি উপযুক্ত উপায় দ্বারা আপনার জ্ঞান নেত্রকে উজ্জ্বল করিয়া সকল প্রকার সৃষ্ট বস্তু মধ্যে তাঁহার অনন্ত শক্তি ও অপার করুণা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয়, যে তাঁহাকে সকল সুখের সৃষ্টি কর্ত্তা ও সমস্ত সৌন্দর্য্যের রচয়িতা প্রতীতি করিয়া একান্ত ভাবে তাঁহার সুগভীর প্রেম সাগরে আপন মনকে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারে, যে ব্যক্তি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষকে সকলেরই পিতৃ স্বরূপ সন্দর্শন করিয়া সকল ভূমণ্ডলকে এক গৃহবাসী সহোদর স্বরূপ ভাবিতে পারে, যাহার মন হইতে দ্বেষ দম্ভ লোভ মোহাদি সমুদায় অপবিত্র ভাব এক কালে অন্তর্হিত হয় এবং যে সম্যক্ রূপে স্বার্থপরতা শূন্য হইয়া লোকের হিত উদ্দেশে—জগদীশ্বরের প্রীতি কামনায় লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই ব্যক্তিই ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সহবাস জনিত সুখ ভোগে শক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই মনুষ্য নামকে ধন্য করিতে পারে। যাহার মন, অসাধু কর্ম্ম ও অপবিত্র চিন্তা দ্বারা সতত মলিন থাকে, তাহার ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া দূরে থাকুক, সে মনেতে তাঁহাকে স্মরণ করিতেও লজ্জিত হয়। দুর্গন্ধময় পঙ্কিল জলে যেমন কদাপি

তেজোময় সূর্য্যের জ্যোতি প্রতিভাত হয় না, পাপাসক্ত অশুদ্ধচিত্তেও সেই রূপ কদাপি পরমেশ্বরের পবিত্র সত্তা প্রতিভাত হয় না। যখন নানাবিধ সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্যের মন সংস্কৃত হয় এবং নানা মত জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি বিমার্জ্জিত হয়, তখনি সে আপন চিত্ত ক্ষেত্রে পবিত্র পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সহবাসী হইতে পারে। জগদীশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিয়াও অসাধু ও অজ্ঞানী জনের নিকট হইতে বহু দূরে রহিয়াছেন, পুণ্যশীল সাধু জনেরা কেবল ধর্ম্ম পদবির পথিক হইয়া ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়েন। ধর্ম্ম সাধন ও জ্ঞানোপার্জ্জন ব্যতিরেকে তাঁহার নিকটস্থ হইবার আর অন্য পথ নাই। যে ব্যক্তি আপনার সাধন বলে আনন্দ শূন্য অধম অবস্থা অতিক্রম করিয়া ক্রমে জগদীশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়, সে ব্যক্তি এই জন্মেই জন্মান্তর প্রাপ্ত হয় এবং এই দেহ সত্তেই পুণ্য কর্ম্ম রূপ আর একটি নূতন কলেবর লাভ করে ; ধর্ম্ম তাহার শ্রী স্বরূপ হয় এবং পুণ্যই তাহাকে শতালঙ্কারে বিভূষিত করে। তাহার বাক্য সকল মধুময় হইয়া মনুষ্য কুলকে অমৃতাভিষিক্ত করে এবং তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় হইতে অনবরত প্রীতি ও করুণার ধারা উৎসারিত হইয়া সমস্ত ব্যক্তির হৃদয়ানলকে নির্ব্বাণ করে। ক্ষমা তাহাকে ক্ষণ কালের জন্যও পরিত্যাগ করে না এবং দয়া তাহার নিকট হইতে একবারও স্থানান্তরে অন্তরিত হয় না। হিংসা ও দ্বেষ ক্রমে তাহার নিকট অপরিচিত হয় এবং ক্রোধ ও মোহাদিও ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট হইতে বিদায় হইতে থাকে। সেই পর্য্যাপ্তকাম পবিত্র পুরুষকে কোন মোহ মুগ্ধ করিতে পারে না এবং কোন রিপুই বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তাহার প্রেমময় রসার্দ্র মন হইতে কখন কোন ব্যক্তির আহত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এবং কোন ব্যক্তির কটু বাক্য বা কুটিল ব্যবহার দ্বারা সেও কখন উত্তপ্ত হইয়া তাহার প্রতি হিংসা করিতে ইচ্ছা করে না। তিতিক্ষা তাহার দুর্গ স্বরূপ হইয়া নিয়ত কাল যাপন করে এবং ধৈর্য্য তাহার গাত্র বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া সর্ব্বদাই তাহাকে রক্ষা করিতে থাকে।

এই প্রকার সাধু মনুষ্য আপনার সাধন হেতু যাদৃশ অনুপম আনন্দ ভোগ করে, তাহার সহিত সংসারের কোন সুখেরই তুলনা হইতে পারে না। তাহার মনের যেমন পরিবর্ত্তন হয় সেই রূপ সুখের ও প্রকার ভেদ হইতে থাকে। তাহার সুখ ক্ষণিক পার্থিব সুখের ন্যায় সত্বরেই শেষ হয় না এবং তাহার সে সুখের সহিত কোন প্রকার দুঃখ কণ্টকও মিশ্রিত থাকে না। সে ব্যক্তি নিয়তই অনুপম আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে, সর্ব্বত্রই আপনার সুখের বিষয় প্রাপ্ত হয় এবং এই মর্ত্য লোকে বাস করিয়াই স্বর্গের সুখ ভোগ করে।

## সুমতি নামক সন্ন্যাসির উপাখ্যান।

সমুন্নত শিখর শোভিত বিন্ধ্যাচলের প্রান্তভাগে মেঘস্পৃশ মহাদ্রুম পরিপূরিত জন শূন্য নিভৃত স্থানে সুমতি নামে এক সন্ন্যাসী, মনুষ্য সমাজ পরিত্যাগ করিয়া একাকী বাস করিতেন। এই সুমতি অতি গৌরবান্বিত ভদ্রবংশীয় এক ধনবানের সন্তান এবং জ্ঞান ধর্ম্মাদি সর্ব্ব প্রকার সদ্গুণ সম্পন্ন। জন্মাবধি যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত ইনি লোকালয়ে বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁর এমনি সৎ স্বভাব ও সরল মন ছিল, যে আপনার পরিচিত লোকের মধ্যে সকলেরই সুখেতে সুখ জ্ঞান করিতেন এবং দুঃখে দুঃখী হইতেন। ইনি আপন বন্ধু বান্ধব গণের মধ্যে কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেন না, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও লোকের উপকার সাধন করিতেন এবং সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও অন্যের দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করিতেন। ভিক্ষুক গণ কখন ইহাঁর নিকট নিরাশ হইত না এবং অতিথি গণ কখন ইহাঁর ভবন হইতে বিমুখ হইয়া যাইত না। সুমতির এই রূপ অসাধারণ দয়া ও অদ্বিতীয় সরলতা জন্য অচিরেই তাঁহার পৈতৃক প্র-

চুর সম্পত্তির শেষ হইল এবং ক্রমে সৌভাগ্য সূর্য্যের অদর্শন হইতে আরম্ভ হইল, তথাপি সুমতির সদয় ও সরল স্বভাব তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। সুমতি অতি কষ্টে দিনান্তে যে কিছু ভোজ্য দ্রব্য আহরণ করিতেন, তাহাও একাকী ভোজন না করিয়া এক জন প্রিয় বন্ধুর সহিত বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিতেন। ভোজন কালে কোন ক্ষুধিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি আপন মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিয়াও তাহার ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। যে পর্য্যন্ত সুমতির কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্গতি ছিল, সে পর্য্যন্ত আর তিনি পরোপকার করিতে ত্রুটি করেন নাই, অনন্তর দিনে দিনে তাঁহার এমনি দুরবস্থা হইতে লাগিল, যে স্বোদর পূরণ করাও তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু এপ্রকার দুরবস্থাতেও তাঁহার মনে বিশেষ বিষাদ উপস্থিত হয় নাই এবং এমন দুঃখেতেও তাঁহার মন মলিন হয় নাই; তাঁহার মনে মনে এই রূপ প্রবল সাহস ছিল, যে তিনি যেমন আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আপনার উদরান্ন বিভাগ করিয়াও বন্ধু বান্ধব গণের সুখ সাধন করিয়াছেন, সেই রূপ অন্যান্য লোকেও অবশ্য তাঁহার দুঃখ দেখিয়া দুঃখী হইবে এবং তাঁহার কষ্ট হরণের উপায় করিবে, তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি বন্ধু বান্ধব ও উপকৃত ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতে কখন তাঁহাকে অন্নাচ্ছাদনের বিজাতীয় কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। কিন্তু তাঁহার এই শরল স্বভাবোৎপন্ন সহজ আশা অচিরেই ভঙ্গ হইল। তাঁহার দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অযাচিতাবস্থায় কেহ তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তিনি যখন উপর্য্যুপরি কএক দিন অনশন করিয়া তাহা সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া অতিশয় অনিচ্ছা পূর্ব্বক মৃত প্রায় হইয়া অধোবদনে আপন বন্ধু বান্ধবের নিকট স্বীয় দুঃখ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও কেহ তাঁহার পূর্ব্ব প্রণয় ও পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি সদয় হইল না। তাঁহার প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ বিফল হইতে লাগিল এবং তাঁহার আশা ভরসা এক কালে উন্মূলিত হইয়া গেল। তিনি নিঃস্বার্থ ও নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া কেবল প্রীতি লাভের প্রত্যাশায় কোন বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেও তাঁহার অবস্থানুগত অর্থ প্রার্থনা আশঙ্কা করিয়া তাহারা কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত না, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বা আলাপ করিলে কি জানি চক্ষুর্লজ্জায় পতিত হইয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে হয়, এই ভয়ে হঠাৎ কেহ তাঁহাকে কোন পথিমধ্যে সন্দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ সে পথ পরিত্যাগ করিত। তিনি দেখিলেন, যে তাঁহার সৌভাগ্য সময়ে যাহারা সতত তাঁহাকে আহারাদি করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিত, এক্ষণে তাহাদিগের আহার সময় উপস্থিত হইলেও তাহারা একবার মুখে জিজ্ঞাসা করে না। পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইয়া মনোগত আহ্লাদ প্রকাশ করিত, এক্ষণে সেই সমস্ত লোক তাঁহাকে দেখিলে বা তাঁহার ক্ষণিক সংসর্গ ভোগ করিলে বিষণ্ন বদনে মহা বিরক্তি প্রকাশ করে এবং পূর্ব্বে যে সকল আত্মীয় বর্গ সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য মহা সমাদর করিত, এক্ষণে তাহারা কোন প্রকার আদর করা দূরে থাকুক তাঁহাকে আপনাদিগের সমাজ হইতে অন্তরিত করিবার জন্য কালকূট বিষ মৃক্ষিত তীক্ষ্ন খড়্গসম নানা প্রকার শ্লেষ পূর্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া অনাদর করিতে আরম্ভ করিল। সুমতি আপন বন্ধু বান্ধবের এই প্রকার অচিন্তনীয় আশ্চর্য্য ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া এবং আপনার হৃদয়াধিক প্রিয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই রূপে অনাদৃত হইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত মনে মনে এই স্থির করিলেন যে আর আমার লোকালয়ে বাস করা কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে, আমি যাহাদিগকে প্রাণের সমান বিবেচনা করিতাম, যাহাদিগের সামান্য দুঃখ আমাকে দুঃসহ শেল সদৃশ বোধ হইত এবং যাহাদিগের সুখেতে আমার একান্ত সুখ জ্ঞান

হইত, এক্ষণে তাহারা সাক্ষাৎ হইলে এক-
বার আমাকে আর বাক্য দ্বারা সম্ভাষণও
করে না এবং আমার অবস্থার প্রতি কিছু
মাত্র দৃষ্টিপাত করে না, আমার দুঃখ বিমো-
চন করা দূরে থাকুক আমকে আরও নানা
প্রকার মনস্তাপ প্রদান করিবারই চেষ্টা
করে। হায়! আমি যাহাদিগের জন্য প্রাণ প-
র্য্যন্ত পণ করিয়াছি, তাহারা এক্ষণে
আমার কেহই হইল না। আমি এত
দিনে বিলক্ষণ বুঝিলাম, যে মনুষ্যের
পর অকৃতজ্ঞ জীব জগতে আর কিছুই
নাই,—কোন প্রাণীরই এমন নিদারু-
ণ মন ও কঠিন হৃদয় দেখিতে পাওয়া
যায় না,—বোধ হয় জগদীশ্বর মানবের তুল্য
নিষ্ঠুর স্বভাব আর দ্বিতীয় জীব সৃষ্টি ক-
রেন নাই। মানবের দয়া, ধর্ম্ম, সৌজন্য, ব-
দান্য, সকলি অলীক, সকলি মৌখিক; উহার
সকল ব্যাপারই ভাক্ত ও ভণ্ডমাত্র, বন্ধুতা
কেবল বাক্য মাত্র, প্রণয় কেবল কপটতার
জাল, অতএব এমন কুটিল স্বভাব কপটময়
কদর্য্য জীবের সহিত সহবাস করণাপেক্ষা
নিবিড় অরণ্য মধ্যে হিংস্র পশ্বাদির সহিত
একত্র বাস করাও শ্রেয়ঃ। সুমতি এই বিবে-
চনা স্থির করিয়া বৈরাগ্য রূপ তীক্ষ্ণ অসি
দ্বারা এক কালে লৌকিক মায়াকে ছেদন ক-
রিয়া ফেলিলেন, এবং গৃহাশ্রম পরিত্যাগ
পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অতি
মলিন বেসে বাষ্পপূর্ণ লোচনে বনাভিমুখে
যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে সুমতির
যত বন্ধু গণের উক্ত প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার
মনে হয়, ততই তাঁহার নয়ন হইতে অন-
বরত অশ্রু ধারা পতিত হইতে থাকে। এই
রূপে রোদন করিতে করিতে ক্রমে সুমতি
গিয়া উচ্চ শৃঙ্গ বিন্ধ্যাচলের উপত্যকা-
য় উপনীত হইলেন, এবং তথায় একটি
উৎকৃষ্ট মনোহর স্থানে পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ
পূর্ব্বক বাস করিয়া রহিলেন। সুমতি প্র-
ত্যহ পর্ব্বতস্থ সমুদায় স্বাভাবিক শোভা
সন্দর্শন করিয়া সুখী হয়েন, নির্ঝর নিঃসৃত
সুবিমল শীতল জলে স্নান পান করিয়া
তৃপ্তি লাভ করেন এবং পর্ব্বতস্থ বৃক্ষাদির
ফল মূল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করেন।
সুমতির কখন কাহারও সহিত কথোপক-
থন করিতে ইচ্ছা হইলে, আপনার মনের
সহিতই আলাপ করিয়া সুখী হয়েন এবং
সেই জন শূন্য নিভৃত স্থানের পশু পক্ষী ও
তরুলতাদিগকে আপনার প্রতিবাসী ও আ-
ত্মীয় স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তৃপ্ত থাকেন।
এই রূপ নির্জ্জন বাসে সুমতির সন্তপ্ত হৃদয়
ক্রমে শীতল হইতে লাগিল এবং নির্দ্দয় লো-
কের নিষ্ঠুর ব্যবহার জনিত নিদারুণ মর্ম্ম
ব্যথার অনেক উপশম হইল। তিনি সর্ব্বদা
আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এই কথা ক-
হিতেন "হে মন! এখানে যদিও তুমি স্বভা-
বজাত সামান্য ফল মূলাদি ভিন্ন অন্য কোন
প্রকার উপাদেয় ভক্ষণ করিতে পাও না এবং
যৎ সামান্য পর্ণ কুটীর ব্যতিরেকে কোন
রমণীয় গৃহেতে বাস করিতেও শক্ত হও না;
কিন্তু এস্থানে তোমাকে যে বিষম বিকৃত
জন্তু মনুষ্যের বিষ দূষিত দংশন সহ্য ক-
রিতে হয় না এই তোমার পরম সুখ"।
এক দিন সুমতি দিবাবসানে পর্ব্বতের ই-
তস্ততঃ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সন্নিহিত
নদীতীরে এক পরিষ্কৃত শিলাতলে গিয়া
উপবেশন করিলেন এবং শান্ত চিত্ত হইয়া
আপনার চতুর্দ্দিকস্থ স্বাভাবিক শোভা স-
ন্দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি
দেখিলেন, যে কুত্রাপি দিবাচর বন্য পশু স-
কল রজনীর সত্বর আগমন জানিতে পারিয়া
স্ব স্ব বাসস্থান অধিকার করিতেছে, কোন
স্থানে শৃগালাদি নিশাচর জন্তু সকল বিবর
হইতে বহির্গমন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া
এক একবার গ্রীবা উন্নত করিতেছে, কো-
থায় বা পক্ষীগণ দেশ দেশান্তর হইতে প্র-
ত্যাগত হইয়া কোন একটি বৃহৎ বৃক্ষের
শাখায় শাখায় অবস্থিতি করিয়া সকলে
ঐক্য ভাবে সমবেত স্বরে অপূর্ব্ব গান ক-
রিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, কোন স্থানে কত
বিভিন্ন জাতীয় রমণীয় তরুর প্রসারিত প-
ল্লবাগ্রে শ্বেত রক্ত নীল পীত প্রভৃতি নানা
প্রকার অপূর্ব্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া নে-
ত্রকে রঞ্জন করিতেছে এবং কোন স্থান
হইতে গন্ধ বহ শীতল সমীরণ নানা জা-
তীয় সুগন্ধ কুসুমের সৌরভভার বহন ক-

রিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতেছে, কুত্রাপি অবিচ্ছিন্ন হীরক খণ্ডের ধারা সদৃশ নির্ম্মল নির্ঝর জলে অস্তাচলাবলম্বী হিরণ্য কেশী দিবাকরের রশ্মিজাল পতিত হওয়াতে তথা হইতে এক অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ পাইতেছে, এবং কোন স্থানে উচ্চতর বৃক্ষ সকল নানা প্রকার লতিকা চয়ে বেষ্টিত হইয়া এক অদ্ভুত ভাবের আকর হইয়া রহিয়াছে। এই রূপ সহস্র প্রকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া সুমতির মন মোহিত হইল এবং সে ঐ সমস্ত অপূর্ব্ব ভাব অবলম্বন করিয়া একচিত্ত হইয়া অকপটে উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল। "হা জগদীশ! এবিশ্বকে তুমি কি পর্য্যন্ত শোভনীয় করিয়াই রচনা করিয়াছ,সকল পদার্থই তোমার অনুপম করুণার নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে, কেবল কাল স্বরূপ মনুষ্যই তোমার বিশ্বরূপ মনোহর উদ্যানের কণ্টক লতা হইয়া রহিয়াছে—কেবল সেই কুটিল জাতিই তোমার প্রেম পূর্ণ পবিত্র স্বরূপে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে। তুমি যদি খল মনুষ্য কুলের সৃষ্টি না করিতে, তাহা হইলে তোমার বিশ্বরচনায় আর কোন কণ্টক থাকিত না, মনুষ্যই তোমার মহিমাপূর্ণ মহৎ নামের গৌরবকে নষ্ট করিতেছে। হা মনুষ্য! তুমি কি অদ্ভুত বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াই মর্ত্য লোকে আবির্ভূত হইয়াছ,তোমার কৌটিল্য শত বর্ষ কীর্ত্তন করিলেও শেষ হয় না, তৃণাচ্ছন্ন কূপই বা কত দূর পর্য্যন্ত ভয়ানক, তুমি তাহা হইতেও সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর,তুমি ব্যাঘ্রাদি জন্তু অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক এবং সর্পাদি ক্রূর জন্তু অপেক্ষাও অধিক খল, তোমার হৃদয় পাষাণ ও লৌহাদি ধাতু অপেক্ষাও কঠিন। তুমি অন্তরের মধ্যে বিষভাণ্ড রক্ষা করিয়া অনায়াসে মুখেতে লোককে অমৃতাভিষিক্ত কর এবং পরক্ষণে যাহার প্রাণবধ করিবে এক্ষণে অক্লেশে তাহাকে প্রাণ প্রিয় বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ কর। হা মনুষ্য! তোমার ন্যায় স্বভাব গোপন করিবার শক্তি আর পৃথিবী মধ্যে কোন জন্তুরই দৃষ্ট হয় না এবং তোমা ব্যতীত আর কোন জন্তুই হৃদয়কে দংশন করিয়া এরূপে খণ্ড খণ্ড করিতে শক্ত হয় না"। মনুষ্য জাতির এই রূপ নানা বিধ দোষ উল্লেখ করিতে করিতে সুমতির হৃদিস্থিত পূর্ব্ব গূঢ় দুঃখাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং তিনি শোকেতে অস্থির হইয়া চিন্তা করিলেন যে "হা জগদীশ! তুমি কেন আমাকে এপাপ কুলে সৃষ্টি করিয়াছিলে, কেন আমাকে কুটিতর মনুষ্য শব্দবাচ্য হইতে হইয়াছিল, সৃষ্টি মধ্যে আমি যদি অন্য কোন অচেতন পদার্থ হইয়া তোমার মহিমা ঘোষণা করিতাম তাহাও আমার পক্ষে উত্তম হইত। যাহা হউক আর আমি এ মনুষ্য নামের কলঙ্ক ভার বহন করিব না, অদ্যই এই সম্মুখস্থ নদী জলে সেই কলঙ্কময় কলুষিত কুলজাত কলেবর ত্যাগ করিয়া সকল সন্তাপ দূর করিব" এই কথা মনে অবধারিত করিয়া সুমতি সেই সম্মুখস্থ গভীর খাতে ঝম্প প্রদান করেন, এমন সময় তিনি দেখিলেন, যে এক অদ্ভুত আকার বিশিষ্ট আশ্চর্য্য পুরুষ সেই নদীর জলের উপর দিয়া তাহারদিকে আগমন করিতেছে। সুমতি হঠাৎ এই অনপেক্ষিত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া তটস্থ হইলেন এবং স্থির ভাবে এক দৃষ্টে সেই পুরুষেরদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। ঐ মহাপুরুষ ক্রমে সুমতির নিকটস্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল। "রে মনুষ্য স্থির হও, তুমি কি জন্য এপ্রকার অকর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছ, তোমার আর কিছু মাত্র চিন্তা নাই, আমি তোমার দুঃখ দূর করিবার জন্য আগমন করিয়াছি, তুমি তোমার নিবাস ভূমি এই পৃথিবীর উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছ, এবং তোমার স্বজাতি মনুষ্যের সহবাস ত্যাগ করিতে ব্যস্ত হইয়াছ, তোমাকে আর এলোকে থাকিয়া মানব জাতির সহবাস করিতে হইবে না, তুমি আমার সঙ্গে আগমন কর, আমি তোমাকে তোমার মনোমত কোন লোকে লইয়া যাইতেছি"। এই কথা বলিয়া সেই পুরুষ সুমতির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নদী তীর হইতে অবরোহণ করিয়া জলের উপর দিয়া

চলিতে লাগিল এবং ক্রমে তাহার মধ্য স্থানে আগমন পূর্ব্বক উভয়েই মগ্ন হইয়া এক কালে অদৃষ্ট হইল। সুমতি তাঁহার প্রদর্শকের আজ্ঞানুসারে এতাবৎ কাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন, পরে যখন তাহারা শত শত যোজন পরিমিত জল অতিক্রম করিয়া উভয়ে মনুষ্যের অগম্য এক অপরূপ স্থানে উপস্থিত হইল, তখন সুমতির নেতা তাঁহাকে চক্ষু উন্মীলিত করিতে অনুমতি দিল। সুমতি চক্ষু উন্মীলন করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করত এক কালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, যাহা কখন দেখেন নাই তাহাই দেখিতে লাগিলেন এবং যাহা কখন শ্রবণ করেন নাই তাহাই শ্রুত হইলেন, অনাঘ্রাত গন্ধের আঘ্রাণ পাইলেন, অস্পৃষ্ট বিষয় স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনাস্বাদিত রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। সুমতি এই সমস্ত অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব ভাব সন্দর্শনাদি করাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক কালে হতচেতন হইবার উপক্রম হইলেন, শঙ্কা প্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন না এবং পুনঃ পুনঃ আন্তরিক কৌতুহল প্রবল হওয়াতে স্থির থাকিতেও শক্ত হয়েন না; কিন্তু ফলতঃ অসম্ভব আশ্চর্য্য রসে আচ্ছন্ন হওয়াতে তখন সুমতির আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইবার সাধ্য নাই, ওষ্ঠ তালুকা ও রসনা প্রভৃতি এক কালে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অনন্তর সুমতির এই ভাব সন্দর্শন করিয়া যখন সেই পুরুষ তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল। " হে সুমতি! তোমার কিছু মাত্র আশঙ্কা নাই, তুমি নির্ভয়ে সকল বিষয় সন্দর্শন কর এবং যাহা তোমার মনে উদয় হয়, নিঃশঙ্ক হইয়া তাহাই আমাকে জিজ্ঞাসা কর "। তখন সুমতি কিঞ্চিৎ প্রাপ্তচৈতন্যা ও আশ্বাসিত হইয়া নিঃশঙ্কে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং আপনার সকল প্রশ্ন সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সুমতি তাঁহার সঙ্গী পুরুষের সহিত পরমাহ্লাদে ইতস্ততঃ নানা বিষয় দর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছেন, ইতি মধ্যে তিনি অহি, নকুল, মার্জ্জার, মূষিক, প্রভৃতি কত ক গুলি খাদ্য খাদক জন্তু সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সঙ্গীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "হে ভগবন্! আমি এখানেও কতক গুলি খাদ্য খাদক জন্তু সন্দর্শন করিতেছি, এখানেও কি পৃথিবীর ন্যায় এক জন্তুতে অপর জন্তু ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। আহা! জগদীশ্বর কেন এমন আনন্দময় লোকে হিংস্র জন্তু সৃষ্টি করিয়া নিরানন্দের কারণ করিয়াছেন, এখানে কোন জন্তুকে হিংসা ধর্ম্ম প্রদান না করিলে এলোক এক কালে দোষ শূন্য হইত "। সুমতির এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নেতা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। " হাঁ ইহা যথার্থ বটে, অপরাপর জীব জন্তু সম্বন্ধে এলোককেও জগদীশ্বর পৃথিবীর ন্যায়ই করিয়াছেন, কিন্তু এখানকার মনুষ্য জাতিকে হিংসা ধর্ম্ম বর্জ্জিত করিয়াছেন, তুমি এখানকার লোকালয়ে গমন করিলে সর্ব্বতোভাবে সুখী হইবে "। উহারা উভয়ে পরস্পর এই রূপ কথোপকথন করত গমন করিতেছে, এমন কালে সুমতি দেখিলেন, যে এক স্থানে এক জন মনুষ্য কতক গুলি সামান্য কাষ্ঠ বিড়ালের ভয়ে পলায়ন করিতেছে, সুমতি এই অসম্ভব ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " হে ভগবন্! এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, এমন পরাক্রম শালী মনুষ্য সামান্য জন্তুর ভয়ে পলায়ন করিতেছে! তাঁহার নেতা উত্তর করিল, আমি পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি, যে এখানকার মনুষ্য জাতি হিংসা ধর্ম্ম বর্জ্জিত, সুতরাং তজ্জন্য ক্রমে অপরাপর জীব জন্তুর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছে, " সুমতি কহিলেন এই সকল জন্তু দিগের এপ্রকার পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে দেওয়া নিতান্ত অবিধি হইয়াছে, ইহা দিগকে নষ্ট করিয়া ইহাদিগের সংখ্যা ন্যূন করাই উচিত ছিল "। তখন তাঁহার সঙ্গী হাস্য করিয়া উত্তর করিল, " সুমতি, সাবধান হও, এখন তোমার সে দয়া কোথায় গেল, তুমি সকল বিস্মৃত হইলে, দেখ তোমার ভাবের কত বিপর্য্যয় হইতেছে "। সুমতি ইহাতে লজ্জিত হইয়া আপনার ত্রুটি স্বীকার করিলেন, এবং তথা-

কার মনুষ্য সমাজের অন্যান্য আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরুষ কহিল, ইহারা অতি সামান্য অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কাল যাপন করে, ইহাদিগের ভবনাদির কোন তাৎপর্য্য নাই, পরিধানেরও পারিপাট্য নাই এবং আহারাদিরও বিশেষ কোন কৌশল নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া সুমতি কহিলেন, "ভাল ইহাতে কোন হানি নাই, এসমস্ত কেবল অভিমান মাত্র, এলোকের মধ্যে প্রধান জ্ঞানবান্ কোন্ ব্যক্তি, আপনি এক্ষণে তাহার নাম করুন এবং আমাকে তাহার নিকট লইয়া গিয়া আমার সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া দেউন, আমি তাহার সহিত আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট হই"।"হা সুমতি! তুমি কি কহিতেছ, তুমি যাহাকে জ্ঞানবান্ বিবেচনা কর, এলোকে সে জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং এখানে সে প্রকার জ্ঞানি লোকও নাই, ইহাদিগকে অভ্যাস করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা করিতে হয় না, ইহারা সংস্কার বলেই আপনাদিগের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে। যে উপদেশ দ্বারা কোন বিষয় জ্ঞাত হয়, এবং বিচার করিয়া ক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তি দিগকে বশীভূত করে, তাহাকেই তোমরা জ্ঞানী কহ, কিন্তু এলোকে সে প্রকার উপদেশেরও আবশ্যক নাই এবং ক্রোধাদি কোন প্রকার কুপ্রবৃত্তি নাই বলিয়া সুতরাং এখানে তোমার মনোমত জ্ঞানি লোকও নাই, তুমি এখানকার লোকের সহিত সৌহার্দ্দ সঞ্চার পূর্ব্বক আলাপ করিয়া সুখী হইবার ইচ্ছা করিতেছ, ইহারা তোমাদিগের ন্যায় কেহ কাহারও সহিত বিশেষ প্রণয় করিয়া আলাপ করে না, এখানে শত্রু ভাব অপরিচিত থাকাতে সুতরাং বন্ধু ভাবেরও সৃষ্টি হয় নাই, সকলের সহিত সমভাব হইলে কি প্রকারে সৌহার্দ্দের উৎপত্তি হয়, প্রণয়ের তারতম্যই বন্ধুতার বীজ। কিন্তু তুমি দেখ এখানে সকলেই সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখে।" সুমতি কহিল, ভাল তবে ইহাদিগের সামাজিকতাই বা কি প্রকার এবং স্বদেশের অনুরাগই বা কি রূপ, তাহা আমায় বিশেষ করিয়া আজ্ঞা করুন। মহাপুরুষ কহিলেন "হা সুমতি! তুমি বারম্বার এলোকের বিরুদ্ধ ভাব কল্পনা করিতেছ, সমাজ বা সামাজিকতা কাহাকে বলে তাহা এখানে কেহই জ্ঞাত নহে। যে কারণে পৃথিবী লোকে সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে এখানে সে কারণ বিদ্যমান নাই। ভয় দ্বেষ বা প্রণয়ের তারতম্য সমাজ বদ্ধ হইবার মূলীভূত কারণ কিন্তু এখানে তাহার কিছুই নাই, তুমি আমাকে অত্রস্থ ব্যক্তি দিগের স্বদেশানুরাগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিদ্বেষ শূন্য লোকের কি কখন কোন বিষয়ে অনুরাগ হইতে পারে, এক বিষয়ে বীতরাগ না থাকিলে কখন বিষয়ান্তরে অনুরাগ জন্মান সম্ভব হয় না, সুতরাং অন্য দেশের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরাগ না থাকিলে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ জন্মান সম্ভব হইতে পারে না"। সুমতি আপনার সঙ্গির নিকট হইতে এই সকল কথা অবাক্ হইয়া শ্রবণ করিতেছে এমন সময় এক ভয়ঙ্কর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। "হা পৃথিবী! তুমি কোথায় রহিলে হা, মনুষ্য জাতি! তোমরা কোথায় গমন করিলে" আহা এমন সুখ ধামে কে রোদন করে, এই বলিয়া সুমতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহা সন্দর্শন করিতে গমন করিলেন, গিয়া দেখেন একজন জরাজীর্ণ মুমূর্ষু ব্যক্তি অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া সুমতি বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কহিলেন, "হায় এখানে কি কাহারও দয়া নাই যে ইহাকে কিঞ্চিৎ আহার দিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করে, আহা যে লোকে কোন প্রকার অধর্ম্ম নাই সে লোকের জীবকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হওয়া নিতান্ত অন্যায়" ক্রমে সুমতি সেই রোরুদ্যমান মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে ব্যক্তি তুমি কে এবং এস্থলে কি জন্য রোদন করিতেছ" এই স্নেহময় সকরুণ কথা শ্রবণ করিয়া সেই জীর্ণ ব্যক্তি উত্তর করিল, "ভাই আমি মর্ত্য লোক বাসী এক জন মনুষ্য আমার দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি পৃথিবীতে কতিপয় কদর্য্য লোকের কুটিল ব্যবহারে পুনঃ পুনঃ

স্খলিত হইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য এই লোকে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, আপনি স্বয়ং আত্ম রক্ষণে ও স্বোদর পোষণে অক্ষম হইয়াছি, সুতরাং আমার এই বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে"। সুমতি কহিল "কেন, এখানে কি কাহারও দয়া নাই, যে তোমার প্রতি সদয় হইয়া এই ক্লেশের প্রতীকার করে"। "না সুমতি, এলোকে জগদীশ্বর দয়ার সৃষ্টি করেন নাই,এখানে দুঃখেরও সৃষ্টি হয় নাই, যে লোকে অবস্থার বৈষম্য আছে সেই লোকেই দানের আবশ্যক আছে এবং যেখানে দুঃখের অধিকার আছে, সেই স্থানেই উপচিকীর্ষার প্রয়োজন আছে, এ আমাদিগের মর্ত্য লোক নহে, এখানে সকলেই সমান অবস্থা সম্পন্ন, এখানে কেহ কাহারও নিকট উপকৃতও হয় না এবং কেহ কাহারও প্রত্যুপকারও করে না, বিশেষত এখানে কোন ব্যক্তিরই এমন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তি নাই যে সে অন্যকে দান করিয়া তাহার দুঃখ দূর করিতে পারে"।

সুমতি এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন "এ কিপ্রকার স্থান এখানে দয়া নাই, প্রীতি নাই, সৌহার্দ্দ নাই, বদান্য নাই, এখান অপেক্ষা আমার পূর্ব্ব স্থান পৃথিবী তো আমাদিগের পক্ষে অনেক উৎকৃষ্ট, আহা কেন আমি তাহা ত্যাগ করিয়াছিলাম!" অনন্তর সুমতি স্বীয় সঙ্গী সেই মহাপুরুষকে নিবেদন করিলেন,"হে ভগবন্! তুমি আমাকে আমার পূর্ব্ব স্থান মর্ত্য লোকে লইয়া যাও আর আমি এখানে থাকিতে অভিলাষী নহি।" এই কথা বলিবা মাত্র অকস্মাৎ এক ভয়ঙ্কর শব্দ উপস্থিত হইয়া ধূমেতে সুমতির চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া গেল, পরে ক্ষণেক বিলম্বে সুমতি নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখেন, যে তাহার নিকট সে অদ্ভুত কায় মহাপুরুষও উপস্থিত নাই এবং সে যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতে ছিল, সে স্থানও আর বিদ্যমান নাই, তাহার এক পদ নদীজলে ঝম্প প্রদান করিবার জন্য উত্থিত হইয়া রহিয়াছে এবং অপর পদ সেই শিলা তলে সংলগ্ন আছে, এই অবস্থায় সুমতি সকল শোক সম্বরণ করিয়া পুনর্ব্বার আপন ভবনে গমন করিল এবং অবশিষ্ট জীবন সৎস্বভাব সম্পন্ন সাধু লোকের সহিত আনন্দ পূর্ব্বক ক্ষেপণ করিল।

এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্য এই যে এপৃথিবীকে জগদীশ্বর সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্য জাতির বাসোপযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার রক্ষার জন্য নানা প্রকার-ভৌতিক শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন। দয়া, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি নানা প্রকার উপায় সকল মনুষ্যকে নানা অবস্থায় রক্ষা করিতেছে, কোন কদর্য্য লোকে যেমন কখন কাহারও সহিত কুব্যবহার করে, সেই রূপ শত শত সাধু ব্যক্তি আবার দেববৎ আচরণ করিয়া সহস্র প্রকার বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ উদ্ধার করিয়া থাকে, অতএব কখন কোন অধর্ম্মাক্রান্ত বিকৃত লোকের কুটিল ব্যবহারে পীড়িত হইলে তজ্জন্য এক কালে মনুষ্য কুলের প্রতি ঘৃণা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য নহে এবং এক জনের দোষে সকল মনুষ্য কুলকে দুষিত মনে করা কাহারও উচিত নহে। পৃথিবীতে যেমন কতিপয় অধর্ম্মাক্রান্ত অসাধু লোকের আবির্ভাব আছে, সেই রূপ এখানে শত শত ধর্ম্মশীল সাধু লোকও বিদ্যমান আছে। যাহার উপর্য্যুপরি ক্রমাগত অসাধু লোকের সহিত আলাপ হয় এবং যে ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ ক্রমাগতই দুঃশীল লোকের পাপ ব্যবহারে প্রপীড়িত হয় তাহার সম্বন্ধে সকল মনুষ্য কুলকে এক কালে দুষ্ট স্বভাব মনে করা নিতান্ত অসম্ভব নহে, কিন্তু সে ব্যক্তি যদি কিঞ্চিৎ তিতিক্ষাবান্ হইয়া বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক দীর্ঘ কাল অধিক লোকের স্বভাব পরীক্ষা করিয়া দেখে তাহা হইলে তাহার সে অপরিপক্ব পূর্ব্ব সংস্কারের অবশ্যই অন্যথা হয় সন্দেহ নাই। সে ব্যক্তি

অবশ্যই পরীক্ষা দ্বারা ক্রমে মনুষ্য জাতির প্রকৃত ভাব জানিতে পারে।

## মহাভারত।

### আদিপর্ব্ব।

৭২ অধ্যায়—সম্ভবপর্ব্ব

শকুন্তলোপাখ্যান।

কণ্ব কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র মেনকা বাক্যানুসারে বায়ুকে আদেশ করাতে বায়ুর সহিত মেনকা, ঋষির আশ্রমে প্রস্থান করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া বরারোহা মেনকা দেখিল, বিশ্বামিত্র ঘোরতর তপস্যা করিতেছেন, তপস্যা দ্বারা তাঁহার সমুদায় পাপ দগ্ধ হইয়াছে। মেনকা সভয় হৃদয়ে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। মেনকা ক্রীড়ায় মগ্ন আছে, এমত সময়ে বায়ু তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র হরণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। তখন মেনকা লজ্জায় অধোবদন ও সঙ্কুচিত হইয়া সত্বরে বস্ত্র আনয়নার্থ গমন করিতেছে, এমত কালে অগ্নিসম তেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনি তাহাকে তদবস্থাপন্না দেখিয়া এবং তাহার রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়া তাহার সহিত সংসর্গার্থ অধীর হইলেন। মেনকার তাহাই অভিসন্ধি ছিল, সুতরাং সেও তাহাতে সম্মত হইয়া উভয়ে কিয়দ্দিবস সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়ৎকাল গত হইলে মেনকা গর্ভবতী হইল। অনন্তর যথাকালে মেনকা সেই রমণীয় হিমালয় প্রস্থে এক কন্যা প্রসব করিয়া মালিনী নদী কূলে সদ্যোজাতা কন্যাকে নিক্ষেপ করত কৃতকার্য্য হইয়া সত্বরে ইন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিল। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সমাকুল সেই নির্জন স্থানে পতিত কন্যাকে দেখিয়া শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষীগণ আসিয়া, যাহাতে মাংসাশী হিংস্র জন্তু গণ তাহাকে নষ্ট করিতে না পারে, এই রূপে তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। এমত সময়ে আমি মালিনীতে স্নানার্থ গমন করিয়া রমণীয় নির্জন বনে শকুন্ত পরিবেষ্টিত মধ্য স্থলে শয়ান কন্যাকে দেখিতে পাইলাম এবং তথা হইতে আনয়ন করিয়া দুহিতৃ রূপে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। শরীর নির্ম্মাতা, প্রাণ দাতা ও অন্নদাতা এই তিন ব্যক্তিই ধর্ম্ম শাস্ত্রে পিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যেহেতু নির্জন বনে ইনি শকুন্ত কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন, এই জন্য ইহাঁর নাম আমি শকুন্তলা রাখিয়াছি। হে বিপ্র! এই রূপে শকুন্তলা আমার কন্যা হয়েন জানিবে। অনিন্দিত রূপা শকুন্তলাও আমাকে যথার্থ পিতা বলিয়াই জানেন।

শকুন্তলা কহিলেন, হে মনুজাধিপতি! মহর্ষি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কণ্ব এই রূপ আমার জন্ম বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন, অতএব আপনিও ঐ রূপ আমাকে কণ্ব ঋষির দুহিতা বলিয়া জানুন। আমি স্বীয় পিতাকে জানি না, কণ্বকেই পিতা বলিয়া জানি। হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা এই অবিকল বর্ণন করিলাম।

---

## বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র শর্ম্মা

শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা

উপাচার্য্য।

---

## বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা ১৭৭৮ শকের স্বীয় স্বীয় সাম্বৎসরিক দান ১১ মাঘের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করেন।

শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা

সম্পাদক।

## কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৭৮ শকের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসীয় আয় ব্যয় বিবরণ।

### আয়

| | |
|---|---|
| দান প্রাপ্ত ..... ..... | ২৭ |
| পুস্তক বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্ত ... | ১৩৷৷১০ |
| গত মাসের স্থিত ..... | ৮৩৵৫ |
| | ১২৩৷৷৵১৫ |

### ব্যয়

| | |
|---|---|
| বিবিধ ব্যয় ..... ... | ২৫৸৵১৫ |

### স্থিতি

| | |
|---|---|
| স্থিত ..... ..... ..... | ৯৭৸০ |

### দান প্রাপ্তির বিবরণ

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য .... | ১ |
| " কৈলাসচন্দ্র বসু .... | ১ |
| " হলধর চক্রবর্ত্তি .... | ১ |
| " চন্দ্রমোহন সেন .... | ১ |
| " কালীকৃষ্ণ দত্ত ... ... | ৩ |
| " মাধবচন্দ্র বসাক ... .... | ৪ |
| " প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... | ১ |
| " যদুনাথ সাহা ... ... | ১ |
| " কিশোরীচাঁদ মিত্র ... | ৩ |
| " বেণীমাধব দে ... ... | ১০ |
| অল্পদানের সমষ্টি ... ... | ১ |
| | ২৭ |

### বিজ্ঞাপন

আগামী ২মাঘ বুধবার বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইবে, দর্শক মহাশয়েরা সভারোহণ করত বাধিত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
সম্পাদক।

### বিজ্ঞাপন

আঙ্গ্লোবিরণাক্যুলর স্কুলবুক এজেন্টস ডিপজিটরি নামক পুস্তকালয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

| | |
|---|---|
| ব্যাকরণ চন্দ্রিকা .... ... | ৶০ |
| ষট্‌চক্র নিরূপণ প্রভৃতি .... ... | ৷৷০ |
| বাহ্য বস্তু ১ ভাগ ... ... | ১ |
| ঐ ২ ভাগ ... ... | ১ |
| চারুপাঠ ১ ঐ ... ... ... | ৷৶০ |
| ঐ ২ ঐ ... ... ... | ৷৶০ |
| ধর্ম্মনীতি ১ ঐ ... ... ... | ১ |
| দশকুমার চরিত ..... .... | ১ |
| ধাতুমালা ... ...... ... | ৵১০ |
| পলিটিকেল ইকনমি বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে একত্রিত .... ..... | ৶০ |
| অনুতাপিনী নাটক ...... ... | ৷৶০ |

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আমাদের প্রতি তাঁহার সমুদায় পুস্তক বিক্রয় করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন এবং আমাদের নিকট বাঙ্গলা ও ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী নানা প্রকার পুস্তক এবং স্লেট, পেন্‌সিল,কাগজ, কলম, দুয়াত, প্রভৃতি বিবিধ লেখ্য দ্রব্য প্রস্তুত আছে। যাঁহার যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইবেক, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের নিকট লোক কিম্বা সংবাদ প্রেরণ করিলে তাহা পাঠাইয়া দিব।

শ্রীআর, এম, বসু এবং কোম্পানি।
কলিকাতা কবরডাঙ্গা।

### বিজ্ঞাপন

আগামী ৬ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা
১ মাঘ মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১৩ কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৭

দ্বিতীয় ভাগ
১৬৩ সংখ্যা
ফাল্গুন ১৭৭৮ শক

চতুর্থ কল্প | চতুর্থ কল্প

# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-বিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমিতি

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

---

## সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

কলিকাতা ১১ মাঘ ১৭৭৮ শক।

গত ১১ মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়। প্রথমতঃ উপাচার্য্য মহাশয়েরা বেদীতে উপবেশন করিলে, শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্ন লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

"মাঘ মাসের একাদশ দিবসে এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হয়, অদ্য সেই মাঘ মাসের একাদশ দিবস। অদ্য আমাদিগের পরমানন্দের দিবস, আমরা ইহার তুল্য আনন্দময় উৎসব দিবস সম্বৎসরের মধ্যে আর প্রাপ্ত হই নাই। মনের কি আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, কোন প্রিয়তম প্রীতিকর ঘটনার আনুসঙ্গিক কোন বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হইলে আপনাহইতেই আনন্দের উদয় হয়। যে স্থানে কোন অসাধারণ মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং যে লোকের প্রযত্নে কোন পরম কল্যাণকর প্রিয়তম কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থান ও সেই লোককে প্রত্যক্ষ করিলে অথবা তাঁহার নাম স্মরণ করিলে যেমন মনোমধ্যে আপনাহইতে আহ্লাদ উপস্থিত হয়, সেই রূপ বৎসরের মধ্যে যে সময় ও যে দিবসে কোন কল্যাণদায়ক ঘটনা সম্ভূত হয়, সেই সময় ও সেই দিবস উপস্থিত হইলেও মনেতে আপনাহইতে একটি অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মে। যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ স্বর্গীয় সুধাপান করিয়া আপনাদিগের চিত্ত ক্ষেত্রকে পবিত্র করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা ইহার প্রদত্ত দুর্লভ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাল্পনিক ধর্ম্মের কণ্টকাবৃত পথ হইতে পরাংমুখ হইয়া ব্রহ্মধাম গত সত্য ধর্ম্ম রূপ সরল পথের পথিক হইতে পারিয়াছেন এবং যাঁহারা এই সমাজে উপবেশন পূর্ব্বক এই ধর্ম্মের অপূর্ব্ব তত্ত্ব শ্রবণ করত আপন মনকে জগদীশ্বরে সমাধান করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিয়াছেন, এই দিবস তাঁহাদিগের পক্ষে অতুল আনন্দের দিবস। অদ্য তাঁহাদিগের মন অবশ্যই আহ্লাদ সাগরে ভাসমান হইতেছে, অদ্যকার প্রভাতকে তাঁহারা সুপ্রভাত মনে করিয়াছেন, অদ্যকার সূর্য্য তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অমৃত কিরণ বর্ষণ করিয়াছে এবং অদ্যকার এই যামিনীকে তাঁহারা মধু যামিনী বোধ করিতেছেন। যাঁহার উপাসনার জন্য ১১ মাঘে এই সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারই প্রসাদাৎ ইহা এপর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ক্রমাগত উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাঁহারই আরাধনার জন্য অদ্য আমরা সকলে এস্থলে সমাগত হইয়াছি অতএব এ-

ক্ষণে সকলে একবার তাঁহার মহিমা চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে মনের সহিত নমস্কার করা উচিত। সেই সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বনিয়ন্তা পরম পুরুষ যে কোন্ সূত্রে ও কোন্ কৌশলে আমাদিগের শুভ সাধন করেন, তাহা কাহার সাধ্য যে বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে সক্ষম হয়? যে বঙ্গদেশে ক্রমাগত কাল্পনিক ধর্ম্ম বিরাজ করিয়া আপনার দুশ্ছেদ্য কুটিল জাল বিস্তার করত বহু সংখ্যক অবোধ লোককে দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ করিয়াছে, যেখানে ধর্ম্মের মূর্ত্তি নানামতে বিকৃত হইতে আর ত্রুটি হয় নাই, যেদেশীয় লোকে ধর্ম্ম সাধন জ্ঞান করিয়া কোন প্রকার কুক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে আর অপেক্ষা রাখে নাই, যে দেশীয় লোকের মনঃকল্পিত অবাস্তব ধর্ম্মানুগত অনুষ্ঠান সমূহের নাম শ্রবণ করিলে যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ লোককে স্তব্ধ হইতে হয় এবং ক্রমাগত অলীক ধর্ম্ম রূপ অন্ধ কূপ মধ্যে বাস করাতে যে দেশীয় লোকের জ্ঞান চক্ষু এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে সত্য ধর্ম্ম রূপ নির্ম্মল রত্নের কণামাত্রও তাহাদিগের চক্ষে সহ্য হইত না। কে মনে করিয়াছিল যে সেই বঙ্গদেশে এই পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া তত্রস্থ লোকের মানসস্থিত ভ্রমান্ধকারকে দূর করিবে এবং তাহাকে পরম সত্যের অধিষ্ঠান ভূমি করিয়া তাহার মহত্তর কীর্ত্তি পতাকাকে সর্ব্বত্র উড্ডীন করিবে? কাহার মনে ছিল যে সেই জ্ঞানহীন বঙ্গ ভূমি হইতে জ্ঞান চর্চ্চিত দ্বীপ দ্বীপান্তরের মনুষ্য সকল নির্ম্মল ধর্ম্ম তত্ত্ব লাভ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিবে এবং সেই বঙ্গ ভূমি হইতে পবিত্রতর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কিরণ জাল দিগ্‌দিগন্তরে ধাবিত হইবে? কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় অশেষ শক্তি সম্পন্ন করুণাকর আদি পুরুষের এমনি অপার মহিমা যে তিনি কৃপা করিয়া এই তমসাচ্ছন্ন দেশে এক মহাপুরুষকে অবতীর্ণ করিয়া এখানে এই পরমোৎকৃষ্ট ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার কারণ সৃজন করিলেন এবং সেই মহাপুরুষ হইতেই প্রথমতঃ এই সমাজ সংস্থাপিত হইল। যে অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের প্রযত্নে প্রথমতঃ এই সমাজ সংস্থাপিত হয়, এক্ষণে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া শরীর পুলকে পূর্ণ হইতেছে এবং তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে ভাবেতে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইতেছে, বোধ হয় সেই বিশ্ব বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়ের নাম এদেশীয় আবাল বৃদ্ধ সকল লোকেরই শ্রুতি গোচর হইয়া থাকিবে এবং সেই অসামান্য কীর্ত্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ বহু দূর স্থিত দ্বীপান্তরীয় লোকের নিকটও অপরিচিত নহেন। তিনি যে সূত্রে এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন করেন এবং তাঁহাহইতে যে প্রকারে এই চিরস্থায়ী মহদ্ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য। ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত চূড়ামণি সর আইজেক নিউটন যেমন বৃক্ষ হইতে একটি ফল পতন হইতে সন্দর্শন করিয়া তাহার বিষয় আলোচনা করত অপূর্ব্ব জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রচার করিয়াছিলেন বিশ্বমান্য উইলিএম হার্ব্বি সাহেব যে রূপ শরীরস্থ শিরা মধ্যে কবাটবৎ সমূহ অবরোধ স্থান সন্দর্শন করিয়া তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শোণিত সঞ্চরণের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, রাজা রামমোহন রায়ও সেই প্রকার এদেশের কাল্পনিক ধর্ম্মের বিকৃত ভাব সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিবার উপায় অন্বেষণ করত এবং সত্য ধর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করত অতি সামান্য সূত্রে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই পরম তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তৃষ্ণাতুর মৃগ যেমন সুশীতল জল প্রাপ্ত হইলে তৃপ্ত হয়, ধর্ম্ম তৃষ্ণাতুর রাজা রামমোহন রায়ও সেই রূপ এই পরম ধন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম লাভ করিয়া তৃপ্ত হইলেন এবং তিনি যে অপূর্ব্ব অমৃত পান করিয়া আপনার ধর্ম্ম তৃষ্ণার শান্তি করিলেন, সেই সুধাপান করাইয়া সকলকে সুখী করিবার উদ্দেশে এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন করিলেন। রামমোহন রায়ের মন স্বার্থপর সামান্য পুরুষের ন্যায় ছিল না, তিনি যে কোন অমূল্যরত্ন প্রাপ্ত হইয়া তাহা কেবল আপনি লাভ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন এবং কেবল আপনার সুখেই সম্পূর্ণ

মুর্খ জ্ঞান করিবেন তাহার সম্ভাবনা কি? তিনি এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমাগত মুক্তচিত্তে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করণার্থে নিরন্তর ব্রতী হইলেন। যাহাতে সর্ব্বদেশীয় ও সকল জাতীয় লোকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ অমৃত রসের আস্বাদ গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে, তিনি ক্রমাগত তদুপযোগী নানা পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, তিনি ভারত বর্ষ মধ্যে যথার্থ ধর্ম্ম তত্ত্ব প্রকাশ করিতে যাদৃশ যত্ন ও যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন,তাহা আমরা এই রূপে বৎসরান্তে এক দিন কিয়ৎকাল বর্ণন করিয়া কি প্রকাশ করিব, তাহা প্রতি দিন কীর্ত্তন করিলেও শতবৎসরে শেষ হইবার নহে! রাজা রামমোহন রায় যে দিন কোন এক ব্যক্তিকে প্রকৃত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতে না পারিতেন সে দিবসকে তিনি বিফল বোধ করিতেন এবং যে দিন তিনি কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির মনে জগদীশ্বরের প্রকৃত তত্ত্বের আবির্ভাব করিতে সক্ষম হইতেন সে দিবসকে তিনি পরম শুভ দিন বলিয়া গণ্য করিতেন, তিনি এদেশের নিত্য কল্যাণের কারণ হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিই জননী জন্ম ভূমির যথার্থ হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, এবং ভ্রাতৃ স্বরূপ স্বজাতির প্রকৃত মঙ্গলের বীজ বপন করিয়াছেন, তাঁহাকে উৎপাদন করিয়া এদেশ পৃথিবী মধ্যে ধন্য হইয়াছে এবং তাঁহার উৎপত্তি জন্য হিন্দু জাতি সংসার মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তিনি আমাদিগকে যে ঋণ পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কোন কালেই মুক্ত হইতে পারিব না এবং তাঁহার অসদৃশ অমৃত গুণাবলী আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না, তিনি স্বজাতির ও স্বদেশের কল্যাণ সাধন করিতে পদের বিচার করেন নাই, মানের বিচার করেন নাই এবং আপনার ভোজন পান শয়নাদি কোন প্রকার শারীরিক কার্য্যেরও নিয়মের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। নীচ হউক আর ভদ্রই হউক ধনীই হউক আর নির্দ্ধন হউক পণ্ডিতই হউক আর মুর্খই হউক প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট যে কোন ব্যক্তি গমন করিত তিনি তাহাকেই ভ্রাতৃ সম্বোধন করিয়া সাদরে সকল বিষয় জ্ঞাত করিতেন, আহার কালেও তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেমানুরাগী হইয়া গমন করিলে তিনি আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্ট মনে তাহাকে ঈশ্বর প্রসঙ্গ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন এবং তাঁহার শয়নের সময় কেহ পরমার্থ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেও তিনি তাহাতে উন্মত্ত হইয়া নিদ্রাকে বিস্মৃত হইতেন। তিনি যেমন স্বদেশীয় লোককে জগদীশ্বরের প্রেম রসের রসিক করিয়া সুখী করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিতেন, সেই রূপ স্বদেশ মধ্যে জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য্য প্রচলিত ও অপ্রিয় কার্য্য রহিত করিয়া তাহার শ্রীসম্বর্দ্ধনে সতত অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারই প্রযত্নে সহ গমন নিবারণ হইয়া ভারত ভূমি স্ত্রীহত্যা রূপ গুরুতর পাপ ভার হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং তাঁহার যত্ন হেতু এদেশীয় লোকের কুসংস্কার জনিত অনেক কুকর্ম্ম নিবারিত হইয়াছে। যে শুভকর বিধবা বিবাহের পদ্ধতি প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়াতে এক্ষণে আমরা আহ্লাদিত হইতেছি, রাজা রামমোহন রায় তাঁহার জীবদ্দশায় সেই পদ্ধতি প্রচলিত করিবার জন্য অনেক আয়াস ও অনেক যত্ন করিয়াছিলেন; এক প্রকার তিনিই এ শুভ কর্ম্মের সূত্র পাত করিয়া যান, তিনি জীবিত থাকিয়া তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধি সন্দর্শন করিলে তিনি যে কি পর্য্যন্ত সন্তোষ লাভ করিতেন তাহা আমরা মনেতেও ধারণ করিতে পারি না! যাহা হউক তাঁহার সেই শুভ কামনা যে জগদীশ্বর এত দিনে পূর্ণ করিলেন ইহাতে আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে ঈশ্বর পদে বার বার প্রণিপাত করি। রামমোহন রায়ের মনে যে এই রূপ কত প্রকার মঙ্গল সঙ্কল্প ছিল, তাহা আমরা কি বলিব, তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হইলে মর্ত্য লোক

এক্ষণেই স্বর্গ লোক হইয়া উঠে। নিত্য কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর উন্নতির সহিত তাঁহার মঙ্গলময় সঙ্কল্প সকল সিদ্ধ হইতে থাকিবে। ফলত তিনিই প্রকৃত মনুষ্য পদ বাচ্য এবং যথার্থ গৌরবান্বিত। যে পথে গমন করিলে মনুষ্য যথার্থ রূপে গৌরবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে তিনি সেই পথের পথিক হইয়াই যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করিয়া-গিয়াছেন। পৃথিবী মধ্যে কর্ম্মক্ষম কীর্ত্তি কুশল পুরুষের অভাব নাই, জল স্থল সকল স্থানেই মনুষ্য জাতি বিরাজ করিতেছে এবং প্রায় সর্ব্বত্রই মনুষ্যের কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা যখন কোন নদী তীরে উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করি তখনও শত শত ব্যক্তিকে শত শত প্রকার কার্য্যে আবৃত দেখিতে পাই এবং যখন কোন গ্রাম নগর বা বিপণি মধ্যে প্রবেশ করি তৎকালেও নানা মনুষ্যকে নানা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত সন্দর্শন করি, কিন্তু যে মনুষ্য দ্বারা পৃথিবীর নিত্য কল্যাণ উদ্ভাবিত হইতে পারে, যাহার প্রযত্নে মনুষ্যের নিত্য মঙ্গল সঞ্চারিত হয়, যে ব্যক্তি কেবল আত্ম সুখে সুখী না হইয়া স্বজাতির ও স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ত থাকে এবং অন্যের সুখ সাধন করিয়া সুখী হয়, সে প্রকার উদার স্বভাব মহৎ মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প, সেই স্বার্থপরতা শূন্য সাধু ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য পদ বাচ্য এবং সেই ব্যক্তিই যথার্থ রূপে মহত্ত্বের আস্পদ। তাহারই প্রতি মন হইতে শ্রদ্ধার ধারা উৎসারিত হইয়া পতিত হইতে থাকে এবং সেই ব্যক্তিই আপনাহইতে সকলের আন্তরিক প্রীতি আকর্ষণ করে; সুতরাং রামমোহন রায়ের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধার উদয় হওয়া কোন রূপেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি এদেশের মঙ্গলের জন্য সংখ্যাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া যান নাই এবং প্রশস্ত দীর্ঘিকা ও সুরম্য সরোবর, অত্যুচ্চ অট্টালিকা বা সুদীর্ঘ রাজ পথ প্রভৃতি কোন প্রকার অসাধারণ বাহ্যিক কীর্ত্তিও প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু আমাদিগের হিতের নিমিত্ত তিনি যে অমূল্য জ্ঞান ধন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, কোটি স্বর্ণ মুদ্রাও তাহার এক কণার সহিত সমতুল্য হইতে পারে না এবং তিনি এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রূপ যে অপূর্ব্ব মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, কোটি শতাব্দেও তাহার এক বিন্দু মাত্র ক্ষয় হইবার নহে, তিনি এমন অক্ষয় কীর্ত্তি করিয়া যান নাই যে তাহা কস্মিন্ কালে কোন রূপে অপনীত হইবে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতির সহিত তাঁহার মহিমা মঞ্চ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং তদুপরি তাঁহার কীর্ত্তি পতাকা নিয়ত উড্ডীয়মান হইবে।

মনুষ্যের ধর্ম্ম সংস্কার পরিশুদ্ধ না হইলে, যে তাহাকে কি পর্য্যন্ত অধমাবস্থায় অবস্থান করিতে হয় এবং তাহা দ্বারা যে কি পর্য্যন্ত বিগর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান্ লোকে অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারেন এবং তাহা আমাদিগের এদেশে ও অন্যান্য দেশে সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। এদেশের জ্ঞান হীন ভ্রান্ত লোকে আপনাদিগের মনঃকল্পিত কাল্পনিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সকল কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার নাম করিতে লজ্জা বোধ হয় এবং শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, মনুষ্য সমাজে সে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকিলে তাহাদিগকে পশু অপেক্ষাও অধম হইতে হয় এবং অচিরেই তাহার বিনাশ হয়। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সেই সমস্ত কুৎসিত ক্রিয়ার একেবারে মূল উৎসেদ হইবার পথ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মনুষ্যকে কোন মতেই কলঙ্কিত হইতে হয় না এবং কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করিবার আবশ্যক করে না, প্রত্যুত ইহা দ্বারা মনুষ্য সর্ব্ব প্রকার সৎ কর্ম্মের আধার হইয়া আপনার জন্মকে সার্থক করিতে পারে এবং সকল প্রকার উৎকৃষ্টতর সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে সমর্থ হয়। এই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মে প্রতারণার নাম নাই, প্রবঞ্চনার লেশ নাই এবং কপটতার ও ভ্রান্তির প্রসঙ্গও নাই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য

মূলক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ঈশ্বরপ্রীতিই এধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই ইহার অনুষ্ঠান। রামমোহন রায় এই পরমোৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া যেমন আমাদিগকে অসংখ্য প্রকার ভ্রম জাল হইতে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ আমাদিগকে নির্ম্মল ঈশ্বর প্রীতি আস্বাদন করিবার অধিকারী করিয়াছেন। তাঁহার মহত্ত্ব গুণ আমরা চির দিন গান করিয়াও শেষ করিতে পারিব না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আমাদিগের দেশের এত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার উপকার আমরা অদ্যাপি ভোগ করিতেছি এবং চির কালই আমাদিগের এদেশীয় লোকে ভোগ করিতে থাকিবে, অনেকে তাঁহার দুরবগাহ্য মহান্ ভাব ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার প্রতি নানাবিধ অলীক কথার আরোপ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনের ক্রটি করিতেছেন। তাঁহার যে প্রকার তেজস্বিনী বুদ্ধি ছিল এবং তাঁহার ধর্ম্ম যাদৃশ পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল ছিল, তাহা তাঁহার রাশি রাশি কার্য্য দ্বারা প্রকাশিত রহিয়াছে, এবং আমরাও তাহা পুনঃ পুনঃ সকলকে জ্ঞাত করিয়াছি, কিন্তু তথাপি অনেকে তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া অদ্যাপি অনেক প্রকার অলীক অপবাদ রটনা করেন। যে রামমোহন রায় এই তমসাচ্ছন্ন ভারত বর্ষের মধ্যে স্বীয় জ্ঞান বলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, যিনি স্বীয় শক্তি ক্রমে হিন্দুদিগের তীক্ষ্ণ কণ্টকাবৃত শাস্ত্রের নিবিড় বন ভেদ করিয়া যথার্থ ধর্ম্মের প্রশস্ত প্রান্তরে উপনীত হইলেন, এবং যাঁহার তর্করূপ অসি দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রীয় ভ্রম গ্রন্থি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তাঁহাকে কেহ কেহ মতবিশেষানুবর্ত্তী খ্রীষ্টান বোধ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন, যে তিনি একেশ্বর বাদী খ্রীষ্টান ছিলেন অর্থাৎ তিনি ক্রাইষ্টকে এক মাত্র পরিত্রাণ কর্ত্তা মনে করিতেন এবং তাহাকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন অদ্ভুত জীব বলিয়া প্রত্যয় করিতেন ও বাইবেল শাস্ত্রকে এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র বিবেচনা করিতেন। রামমোহন রায়ের নিষ্কলঙ্ক নামে একলঙ্ক আমাদিগের কোন রূপেই সহ্য হয় না।

তিনি যে এক মাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও পরিত্রাণ কর্ত্তা মুক্তি দাতা মনে করিতেন না এবং কোন মনুষ্যকেই ঈশ্বরের নিয়ম বর্জ্জিত অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন অদ্ভুত জীব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না এবং এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ ভিন্ন মনুষ্য কল্পিত অন্য কোন গ্রন্থকে এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, তাহা পদে পদেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা পশ্চাৎ উক্ত এই কএকটি বাক্যের প্রতি মনোযোগ করিলেই সকলে অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

রামমোহন রায় এক মাত্র অনাদি কারণকেই সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর মনে করিতেন, তাঁহাকেই আপনার ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত শুভাশুভের কর্ত্তা বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন, তদ্ভিন্ন আর কোন মনুষ্যকে অদ্বিতীয় ঐশী শক্তি সম্পন্ন বিশ্বাস করিতেন না এবং য়েশু খ্রীষ্টকে মনুষ্য জাতির মধ্যে এক জন উৎকৃষ্ট সাধু ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া তাঁহার বাক্য ও কার্য্যকে সাধু ও মহাজনের চরিতের ন্যায় মান্য করিতেন, রামমোহন রায়ের মনে কিছু মাত্র দ্বেষ ছিল না, তিনি কোন গ্রন্থ বিশেষ ও লোক বিশেষকে শ্রদ্ধা করিয়া অপর গ্রন্থ ও অপর লোকের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতেন না, তিনি যে কোন ভাষায় যে কোন গ্রন্থ হইতে যথার্থ তত্ত্ব প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই যত্ন পূর্ব্বক গ্রাহ্য করিতেন এবং কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে ঈশ্বর পরায়ণ ধার্ম্মিক লোক সন্দর্শন করিলে তাহাকেই শ্রদ্ধা করিয়া তাহার যুক্তি সমেত সাধু কর্ম্মের অনুগামী হইতে চেষ্টা করিতেন, এজন্য তিনি বাইবল গ্রন্থ হইতে য়েশু খ্রীষ্ট প্রোক্ত কএকটি সদুপদেশ উদ্ধৃত পূর্ব্বক পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তিনি যে স্থলে ঐ সকল উপদেশের পোষকতা ও প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন, সেই স্থলে ঐ উপদেশ দাতা খ্রীষ্টের প্রতি আপনার মনোগত শ্রদ্ধাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মানুগত মতের কিছু মাত্র অন্যথা প্রকাশ পায় নাই।

তিনি যৎকালে এদেশীয় পৌত্তলিকদিগের সহিত বিচার করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে ধাতু কাষ্ঠ ও জল মৃত্তিকাদি পরিমিত পদার্থের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য এক মাত্র জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন, তৎকালে কাহাকেও খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইয়া বাইবল গ্রন্থের মতানুগত অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন নাই। তিনি যদি খ্রীষ্টকেই এক মাত্র মুক্তির কারণ জানিতেন, এবং বাইবল গ্রন্থকেই কেবল ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই সকলকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি হিন্দু দিগের সহিত বিচার স্থলে কোন কোন একেশ্বরবাদী খ্রী ্টান দিগের ন্যায় কখনই খ্রীষ্টেরও বাইবল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার কেবল এই মাত্র উপদেশ ছিল, যে তোমরা কাষ্ঠ লোষ্টাদির আরাধনা করিয়া কদাপি ঈশ্বর সেবার সুখাস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না, ইহা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির কারণ আকার রহিত এক মাত্র জগদীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর, অনায়াসে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিবে।

দ্বিতীয়ত রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম লইয়া তৎকালীন ফ্রেণ্ড অবইণ্ডিয়া নামক পত্র সম্পাদকের সহিত অনেক বিচার হইয়াছিল, তাহাতে তিনি খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের প্রতিকুলে বহু প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক কালে তাহা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি স্বীয় ধর্ম্ম প্রত্যয় প্রচার করিবার জন্য তৌফতুল মোহদীন নামক যে এক গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন, যে জগদীশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বিরুদ্ধ কোন কার্য্য কেহই সম্পন্ন করিতে পারে না। যাহারা তাঁহার নিয়মের বিপরীত কোন প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার অভিমান করে, তাহারা প্রতারক। ধূর্ত্ত ও প্রতারক লোকে নানা প্রকার কুহক ক্রিয়া দ্বারা বর্ব্বর লোক দিগকে প্রতারণা করে এবং মূর্খ লোকে তাহাদিগের ধূর্ত্ততা ধৃত করিতে না পারিয়া অনায়াসে প্রতারিত হয়। " ভ্রান্ত মনুষ্য দিগের এমনই স্বভাব যে যে কার্য্যের উৎপত্তির কারণ তাহাদিগের বোধ গম্য না হয় তাহাকে তাহারা অলৌকিক বলিয়া প্রত্যয় করে "। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে যাহারা জগদীশ্বর প্রণীত নিয়ম সমস্ত বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে এবং সমুদায় প্রাকৃতিক ঘটনার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্থির করিতে সমর্থ হয়, তাহারা কখনই এক জন মনুষ্য দ্বারা মৃত ব্যক্তির জীবন সঞ্চার হওয়া এবং ইহ শরীরে কোন মনুষ্যের স্বর্গ সদৃশ লোক বিশেষে উপনীত হওয়া প্রত্যয় করিতে পারে না। জগদীশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ কোন প্রকার অসম্ভবব্যাপার যে কোন রূপেই সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা রামমোহন রায় স্বপ্রণীত নানা গ্রন্থে নানা প্রকারে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়ত রামমোহন রায় যে কেবল বাইবল গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র বোধ করিতেন না, ক্রাইষ্টকে ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তির কারণ একমাত্র বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন না, তাহাও তাঁহার রচিত উক্ত তৌফতুল মোহেদীন নামক গ্রন্থে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে নানা ধর্ম্মাবলম্বীরা নানা প্রকার মতের প্রচার করিয়াছে, সকলেই স্বীয় স্বীয় মতের উৎকর্ষতা প্রমাণ করিতে যত্ন করে, কিন্তু তাহাদিগের পরস্পর মত বিরোধের দ্বারাই পরস্পরের মতের খণ্ডন হইতেছে, তাহা অন্য কোন যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার আবশ্যক করে না প্রত্যেক ধর্ম্মই মনুষ্যের মনঃকল্পিত এই জন্য কেবল ঐ সকল কল্পিত ধর্ম্ম বিষয়ে এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতির সহিত মিলিত হয় না নতুবা জগদীশ্বর দত্ত আর সকল বিষয়ে তাহাদিগকে এক ধর্ম্মাক্রান্ত দেখিতে

পাওয়া যায়। সকল মনুষ্যই অগ্নিকে উষ্ণ বোধ করে এবং জলকে শীতল জ্ঞান করে। সকল দেশীয় মনুষ্যই বসন্তের পুষ্প শোভা ও বর্ষার বৃষ্টি ধারা সন্দর্শন করিয়া সুখী হয়, পৌর্ণমাসির অখণ্ড মণ্ডলাকার পূর্ণ শশধর সন্দর্শন করিলে সকলেরই মনে পুলক জন্মে জ্যোতি সকলেরই প্রিয় এবং অন্ধকার সকলেরি অপ্রিয়, ক্ষুধাতে সকলেই কাতর হয় এবং আহার করিলে সকলেরি তৃপ্তি জন্মে. সৌভাগ্য সকলেরি প্রার্থনীয় এবং দরিদ্রতা সকলেরি অপ্রিয়। ইত্যাদি বহুতর স্বভাবসিদ্ধ বিষয়ে মনুষ্য জাতিকে এক ধর্ম্মাক্রান্ত দেখা যায়, অতএব যাহা ঈশ্বর প্রণীত তাহাতে কাহারও বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তাহা কখনই কোন প্রকার যুক্তির বিরোধী হয় না। মনুষ্য কেবল স্বার্থপর ও অভিমানপর হইয়া এক এক বিশেষ মতের প্রচার করিয়া গিয়াছে এবং অনেক অবোধ লোকে বুদ্ধির অভাবে ও অনেক বুদ্ধিমান্ লোকে স্বার্থ সাধন উদ্দেশে অদ্যাপি সেই সেই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন, যে সকল মনুষ্যের পরমার্থ জ্ঞানের জন্য ও মুক্তির নিমিত্ত যে জগদীশ্বর এক জন মনুষ্যকে বিশেষ শক্তি সম্পন্ন করিয়া প্রেরণ করিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বিরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া উক্ত করে, যথা মোশলমানেরা মহম্মদকে ও পূর্ব্বতন ইহুদিরা মুসা ও দাউদকে ধর্ম্মবক্তা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় যায় এবং ব্রাহ্মণাদি হিন্দু বর্গে কোন কোন ঋষি প্রোক্ত বচন বিশেষকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার করে কিন্তু ইহা দিগের মধ্যে কাহারও মতের সহিত কাহারও ঐক্য হয় না, যে বিষয়কে এক মতাবলম্বিরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অপর ধর্ম্মাবলম্বিরা তাহাতে আবার নানা বিধ দোষ প্রদর্শন করিয়াছে, এক মতে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে অন্য মতে তাহাকেই পাপ কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে সুতরাং তাহাদিগের সকলকে ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম্মবক্তা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া সকলের মত স্বীকার করিতে হইলে বিষম বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া উঠে, সুতরাং ইহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা নির্ণয় করিতে হইলে অবশ্য যুক্তিকে অবলম্বন করা আবশ্যক হয় এবং যুক্তি অবলম্বন করিলে আর কোন ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিতে পারা যায় না এবং বলিবার ও কোন আবশ্যক থাকে না। দূর দর্শী বুদ্ধিমান্ লোকে কখনই এপ্রকার যুক্তি বিরুদ্ধ ও পরীক্ষার বিপরীত বিষয় অঙ্গীকার করিতে পারেন না। যে কালে যে যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহারা সকলে বাস্তবিক ঈশ্বর প্রেরিত হইলে সকলেরই এক প্রকার মত হইত কাহারও সহিত কাহারও মতের বিরোধ থাকিত না। জগদীশ্বরের নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, তিনি পৃথিবীর সকল মঙ্গলই একদা জ্ঞাত হইয়া তদুপযোগী নিয়ম সকল এক কালেই স্থাপিত করিয়াছেন, কাল ভেদে কখন তাঁহার নিয়মের প্রভেদ হয় না। এস্থলে আমাদিগের একবার ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে রামমোহন রায়ের যদি বাইবলকে এক মাত্র ধর্ম্ম গ্রন্থ ও খ্রীষ্টকে এক মাত্র ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তি দাতা বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস থাকিত তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিচার স্থলে স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে বাইবলের উৎকর্ষতা বর্ণন করিয়া যাইতেন কি না এবং খ্রীষ্টকে ঈশ্বর প্রেরিত বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেন কিনা। যখন রামমোহন রায় এদেশীয় লোককে মুক্তির কারণ প্রকৃত ধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করিবার সময় একান্ত মনে এক জগদীশ্বরের আরাধনা করণ ভিন্ন কোন স্থলে খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইবার কথা উল্লেখ করেন নাই, যখন তিনি হিন্দু মোসলমান ও খ্রীষ্টানাদি ভিন্ন ভিন্ন দলের মনঃকল্পিত ধর্ম্ম গ্রন্থের অলীকত্ব ও অপ্রামাণিকত্ব প্রতিপন্ন করণ স্থলে বাইবল গ্রন্থকে এক মাত্র ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, যখন তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ক বিচার কালে

খ্রীস্টের অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করণকে নানা প্রকার যুক্তি ও তর্কের দ্বারা অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যখন তিনি ধর্ম্ম বিষয়ক মত ভেদের প্রতি একেবারে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং সকল মনুষ্যকেই ঈশ্বর আরাধনার তুল্যাধিকারি রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার প্রতি বিপক্ষ দলের বিশঙ্কিত কোন প্রকার অলৌকিক মতের আশঙ্কা করা সঙ্গত হইতে পারে না এবং তাঁহাকে এক মাত্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত আর কোন প্রকার কাল্পনিক মতানুগত মনে করিতে পারা যায় না। তিনি যে এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রণীত এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র মনে করিতেন না এবং জীবের মুক্তির জন্য শুদ্ধ অপাপ বিদ্ধ পবিত্র পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য বিশেষকে গুরু বা পথ প্রদর্শক ও ত্রাণকর্ত্তা মনে করিয়া তাহার সেবা করিবার অথবা ঈশ্বর উপাসনা কালে তাহার নাম উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করিতেন না, তিনি যে কোন ব্যক্তিকে জগদীশ্বরের নিয়মাতীত অসম্ভব ব্যাপার সম্পাদন করিবার শক্তি সম্পন্ন প্রত্যয় করিতেন না, তিনি যে নিরপেক্ষ হইয়া নিরবলম্ব যুক্তি সহকারে সকল দেশীয় ও সকল ভাষার গ্রন্থের সারোদ্ধার করিয়া গ্রহণ করিতেন এবং তাহাই সকলকে উপদেশ দিতেন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর বাহুল্য প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক করে না, যাহা কিঞ্চিৎ উক্ত হইল বুদ্ধিমান লোকে তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

তিনি যে পরম পবিত্রতর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং সকল কল্যাণের বীজ স্বরূপ যে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, আমরা তদ্দ্বারাই তাঁহার গুণ জাজ্বল্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদিও আমরা অনেকে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি নাই, তথাপি তাঁহার অসামান্য সাধু চরিত সকল স্মরণ করিতে মনোমধ্যে এক্ষণে তাঁহার এক আশ্চর্য্য আকার আসিয়া উদয় হইতেছে এবং বোধ হইতেছে যেন এক্ষণেই তিনি আমাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া এই পবিত্রতর ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পরব্রহ্মের আরাধনা করিতেছেন। হা জগদীশ! তুমি যেমন শীতের শান্তির জন্য মনোহর বসন্ত কালের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছ এবং নিদাঘের আতিশয্য নিবারণের নিমিত্ত বারিপূর্ণ বর্ষা ঋতুর সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি যেমন ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণের জন্য বিবিধ প্রকার অন্ন পানের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং শারীরিক রোগ নিবারণের নিমিত্ত বিচিত্র প্রকার ঔষধের উৎপত্তি করিয়াছ, সেই রূপ আমাদিগের এই তমসাচ্ছন্ন দেশের অজ্ঞান রূপ ঘোর রোগ বিনাশের কারণ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে প্রেরণ করিয়াছ, অতএব আমরা সেই পরম বন্ধু ও পরমোপকারী ব্যক্তির উপকার রাশি স্মরণ করিয়া তোমাকেই মনের সহিত নমস্কার করি।

অনন্তর উপাচার্য্যেরা ব্রহ্মোপাসনার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি পাঠ করিলেন, ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিলেন এবং কয়েক জন ব্রাহ্ম উপাচার্য্যাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্বরে তাঁহার মহিমা প্রতিপাদক কএকটি শ্রুতির আবৃত্তি করিলেন। তৎপরে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্মধর্ম্মের নবম অধ্যায়ের শেষ দুইটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত ব্যাখ্যা করিলেন এবং দ্বিতীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি ঈশ্বরের করুণা ও মহিমা প্রতিপাদক একটি সুচারু প্রস্তাব পাঠ করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার যে প্রস্তাব পাঠ করেন তাহা পশ্চাতে প্রকটিত হইল?

"সম্বৎসরকাল যাঁহার প্রদত্ত সুখ সম্পত্তি লাভ করিয়াছি ও যাঁহার কৃপায় বুদ্ধি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বর্দ্ধিত করিয়াছি অদ্য একবার সকলে তাঁহাকে মনের সহিত ভক্তি সহকারে পূজা না করা কি অকৃতজ্ঞের কর্ম্ম"। অদ্য আমাদিগের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ, জগদীশ! অদ্যকার এই শুভ দিনের সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মা তোমায়

প্রেমে মগ্ন হইয়া রজনীতে তোমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবে এই আশাতে উৎসাহান্বিত ছিল, এক্ষণে সেই পুণ্য নিশা উপস্থিত, অতএব একবার সকলে ঐক্য হইয়া তোমার অসীম গুণ কীর্ত্তন করত মানব জন্ম সফল করি। যিনি আমার দিগের স্রষ্টা পাতা, তাঁহারি উপাসনার্থে—তাঁহারি গুণ কীর্ত্তন করিবার নিমিত্তে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মের বীজ মনুষ্য মনে রোপণ করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা করিতে—তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে মনুষ্যের মন স্বভাবতই ব্যগ্র হয়। মনুষ্য শা[illegible]ীরিক ও সামাজিক সুখ লাভ করিলে বা বহুবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করিলে সেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন না ঈশ্বরে প্রীতি করিলে যে রূপ তিনি তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করেন। ঈশ্বরের অভাব মনুষ্যের সকল অভাব হইতে গুরুতর, এ অভাব মোচন হইলে তিনি আর কোন অভাবকে অভাব জ্ঞান করেন না। ধর্ম্ম জীবী মনুষ্যের কি মহোচ্চ ভাব! তিনি নানাবিধ সুখ সাধনোপযোগী সুরম্য অট্টালিকা, বিচারালয়, বিদ্যালয়, যন্ত্র ও যন্ত্রালয়, নির্ম্মাণ করিয়া আপনার মহত্ত্ব ও গৌরব মনে করেন না। তিনি অমৃত পুরুষের পুত্র, ধর্ম্ম তাঁহার জীবন স্বরূপ, ঈরের সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ ও তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সেই প্রিয়তমের সহবাসের উপযুক্ত, ইহাতেই তিনি আপনাকে মহৎ ও গৌরবান্বিত করিয়া জানেন। আর তিনি এই রূপ মনে করেন যে যে জ্যোতির্ম্ময় দিবাকরের উদয়ে এই জগন্মণ্ডল তিমিরাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্যের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্ত্তা এক অদ্বিতীয় অচিন্তনীয় পুরুষের সত্ত্বগুণাবলম্বিনী ইচ্ছা মাত্র এক সময়ে এই স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে, অদ্যাপি তাঁহার [illegible]ী ইচ্ছার অধীনে বিদ্যমান রহিয়াছে, [illegible] অভ্রান্ত, শক্তিতে অনন্ত, ক- [illegible] অবিশ্রান্ত ও স্বভাবে পূর্ণ হ-
য়েন। যিনি জন্মদাতা পিতা, অন্নদাতা বিধাতা, পাপ পুণ্যের বিচারক একাধিপতি রাজা। যাঁহার প্রসাদাৎ আমরা অশেষ বিধ অযাচিত সুখে সুখী হইয়াছি, কত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, অসংখ্য দুর্জ্জেয় বিষয়ও জ্ঞাত হইয়াছি এবং কত ব[illegible] যাঁহার শরণ প্রভাবে অনিবার্য্য দুষ্ট মোহকে পরাভূত করিয়া শুদ্ধত্ব ও মহত্ত্ব লাভ করিয়াছি তাঁহার প্রতি মনের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক নমস্কার করা কি আমাদিগের অত্যন্ত উচিত নহে? বিশেষত যখন আমাদিগের আদ্যন্ত সকল বিষয় যাঁহার অব্যর্থ ইচ্ছার অধীন, যিনি মনে করিলে বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর দুরবস্থায় আমাদিগকে রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া বরং আমাদিগকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপণের উপযুক্ত করিয়াছেন, এবং যিনি ইহ কালে অজস্র আনন্দের উৎস স্বরূপ ও পরকালের অপার শান্তির আলয়, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি আত্ম সমর্পণ করা এবং তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান, অদ্ভুত শক্তি ও উদার করুণার উপর ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করা তাঁহার সন্তান দিগের যে কিপর্য্যন্ত কর্ত্তব্য তাহা কি বলিব। যখন সামান্য বস্তুর প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা ও যত্ন আবশ্যক করে, তখন সকল অপেক্ষা দুর্ল্লভ পরমাত্মা আন্তরিক ইচ্ছা ও একান্ত যত্ন ব্যতিরেকে কি লব্ধ হইতে পারেন? যে সাধু পুরুষ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা কি? তিনি শূরত্ব, মহত্ত্ব, বিবেক, সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যে সতত পূর্ণ রহিয়াছেন। এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ সে ধন অতিমাত্র ব্যয় করিতে আলস্য ও কৃপণতা করেন না, তিনি জানেন যে তাঁহার সমুদয় কর্ত্তব্যের মধ্যে স্বভ্রাতৃবর্গের সহিত সেই পরম ধন সমানাংশে উপভোগ করা সর্ব্বোত্তম প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরমেশ্বর এক মাত্র নিত্য পদার্থ, তিনি সমুদয় সত্যের পরম নিধান, তাঁহার কোন রূপ নাই, সত্যই তাঁহার অনুপম রূপ, জ্ঞান তাঁহার আশ্চর্য্য

প্রভা, করুণা তাঁহার মনোহর শোভা এবং এই বিশ্ব তাঁহার বিশাল ছায়া মাত্র। হে বিশ্বপতির পুত্র সকল! তোমরা একবার স্বাধীন হইয়া বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বক্ষেত্র নিরীক্ষণ কর। এখানে স্বাধীন শব্দের অর্থ ধনী নহে, মানী নহে, চতুর নহে, ধূর্ত্ত নহে, দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন তিনিও নহেন, এস্থলে স্বাধীন শব্দের বাচ্য তিনিই হইতে পারেন, যিনি পাপ ও বিষয় সুখলোলুপ ইন্দ্রিয় গণের কুটিল শৃঙ্খলে বদ্ধ না হইয়া স্বভাবের কার্য্য—নিয়ন্তার কার্য্য অবগত হইয়া সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করেন। সত্য স্বরূপ ঈশ্বরে তাঁহার প্রীতি আছে, সুতরাং তিনি আপনার স্রষ্টা ঈশ্বরের জগৎকে প্রিয় রূপে দৃষ্টি করেন। এবং মহোচ্চ পর্ব্বত, নিবিড়ারণ্য, গভীর সমুদ্র, প্রসারিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, ধরণীর সমস্ত সুখ সম্পত্তি সমুদায়ই আপনার জ্ঞান করেন, উহাতে তাঁহার অধিকার আছে, কারণ উহা তাহার পরম পিতার। আর এই সমস্ত কার্য্যের অন্তরে উহার নির্ম্মাতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার আনন্দনীর অবিরত নিঃসারিত হইতে থাকে। অন্তঃকরণ সেই প্রিয়তমের ধন্যবাদ করিয়া ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া যায় এবং এই রূপ ব্যক্ত করে যে হে ধনাভিমানী মনুষ্য! তোমারা সুখ মনে করিয়া বহুবিধ নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদে বৃথা কাল হরণ করিয়া থাক, কিন্তু ঈশ্বর প্রেমিক যে অগাধ সুখ সমুদ্রে মগ্ন থাকেন, তাহা তোমরা ইহাতে কখনই পাইবে না। ঈশ্বর প্রেমানুরক্ত পুরুষ অতিশয় বিপন্ন হইলেও তাঁহার আন্তরিক সুখ কে নিবারণ করিতে পারে? তিনি পীড়িত কি কাহারও দ্বারা আক্রান্ত বা বদ্ধ থাকিলে তাঁহার মানস বিহঙ্গ সেই জগৎপতির সঙ্গ লাভের নিমিত্ত সতত পক্ষ বিস্তার করিতে থাকে। তাঁহার শরীরই বদ্ধ থাকুক, মানই ধ্বংশ হউক, ধনই নষ্ট হউক ইহাতে তাঁহার কি হইবে? তাঁহার আত্মা সকল হইতে প্রিয় সেই পরম পিতার প্রেমে মগ্ন হইয়া নিরন্তর সুখ সমুদ্রে ভাসমান রহিয়াছে।

যিনি ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন আছেন, যাঁহার অন্তরে ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে বদ্ধ থাকা অসম্ভব। হে জীব! যদি সেই সর্ব্বেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ ভোগ করিয়া সুখী হইবার অভিলাষ রাখ তবে তাঁহাকে অগ্রে জ্ঞাত হও। তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার পরিশুদ্ধ পরাৎপর। তিনি সকল ম[illegible]লের নিদানভূত, সমস্ত গুণের আধার, সকল সৌভাগ্যের মুল, এবং সমস্ত জীবের প্রভু। পরমাত্মন্! তোমার স্বরূপ মানব বুদ্ধির অতীত, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চরাচর সমস্ত বিশ্ব তোমার মহিমার কণামাত্র, এই অনন্ত আকাশস্থিত অসংখ্য অসংখ্য লোক মণ্ডল সকলই তোমার মহিমা। অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে প্রবেশ করিলে যেমন এক একবার সৌদামিনী সন্দর্শনে মন পুলকিত হয়, তদ্রূপ এই মোহাবৃত সংসারে প্রবেশ করিয়া তোমার বিশ্ব কার্য্যের পর্য্যালোচন দ্বারা তোমার প্রভাবের আভা মাত্র পাইয়া দেহে জীব সঞ্চার করে। জগদীশ! তোমার বিশ্বের প্রত্যেক কার্য্য হইতে তোমার উদার মঙ্গল ভাব এত অধিক উত্থিত হইতেছে যে তাহা আমরা মনেতে ধারণ করিতে না পারিয়া সমুদায় বিশ্ব মঙ্গলময় করিয়া দেখিতেছি। হে মানব! তোমরা যে স্থানে অবস্থিতি কর সর্ব্বত্র হইতে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন কর। তিনি সূর্য্য চন্দ্রে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার স্থান সকল সাগর, সকল ভূমণ্ডল, সমস্ত নক্ষত্র, সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজমান আছেন। সত্য স্বরূপ ঈশ্বর যাঁহাকে জ্ঞানালোক প্রদান করেন, তিনি স্বভাবের কার্য্য এই রূপে পাঠ করেন যে হে ঈশ্বর! তোমার জ্ঞান যাহার দৃষ্টি গোচর হয়, তিনি কদাচ বিপথে গমন করেন না এবং অবিচিকিৎস হইয়া জ্ঞানের পথে ধাবমান হন। হে বিশ্বেশ্বর! তুমি বিশ্বকে এরূপে রচনা করিয়াছ যে তাহাতে তোমার জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গল ভাব স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সকল মনের পূজনীয় ত[illegible] শ্বর, তোমাকে কেহ অ[illegible] পারে না। উপরিস্থিত জে[illegible]

আপনাদিগের স্রষ্টার মহিমা বর্ণনা করিয়া স্বীয় উচ্চ মহিমা বিস্তার করিতেছে। দেশ বিশেষে কাল বিশেষে অবস্থা বিশেষে জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রিয়তম পরব্রহ্মের গুণ সমূহ নূতন করিয়া সংস্থিত করিতেছে। বারি ও উত্তাপ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সমূহ ফল শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া তাঁহারি করুণা প্রচার করিতেছে। সমীরণ সমূহ তাঁহার প্রসংশার হিল্লোল বহন করিতেছে। প্রস্রবণ প্রবাহ ঝর ঝর শব্দে তাঁহারি গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। কি জলচর কি স্থলচর কি আকাশচর কি সজীব ও নির্জীব সমস্ত পদার্থই একতান হইয়া সেই মহামহীয়ানের মহিমা বিস্তার করিতেছে। হে হৃদয়েশ্বর! তুমিই সকল বস্তুর প্রাণ স্বরূপ, তুমিই সমস্ত অরণ্যের সৌন্দর্য্য রূপে প্রকাশ পাইতেছ। জীব কৃত সমস্ত কৃত্রিম শোভা তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সকল পুষ্পেই তোমার স্নেহ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তুমি সকলের মূলাধার। তুমি দয়ার সাগর, তুমি আমাদিগের পিতা মাতা সুহৃৎ, তোমা হইতে এই বিশ্বসংসার জীবিত রহিয়াছে। ফলের স্বাদু, পুষ্পের সুগন্ধ, সকলই তোমার পরিচয় প্রদান করে। তোমার শাসনে সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব পথে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে। তুমিই শীত গ্রীষ্মাদির বারম্বার পরিবর্ত্তন করিয়া এই জগতের শোভা সম্পাদন করিতেছ। যখন তুমিই সমস্ত সুখের মূল হইলে তখন আমরা তোমা ব্যতিরেকে আর কাহার উপাসনা করিব, কাহাকেই বা হৃদয় ধামে স্থান দান করিব, অতএব হে নাথ! অদ্য এই সমাজে বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক তোমারি পদে প্রণিপাত করি।”

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পরিশেষে চারিটী ব্রহ্ম সঙ্গীত গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হয়।

---

## ভাক্ত সূর্য্য।

কোন কোন সময় আকাশ মণ্ডলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, পণ্ডিত গণ ঐ সূর্য্য প্রতিবিম্বকে ভাক্ত সূর্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন। এই ভাক্ত সূর্য্য অত্যন্ত অসাধারণ ব্যাপার, ইহা সর্ব্বদা সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না, কোন কোন সময় কোন কোন স্থানে এই পরমাদ্ভুত ঘটনার উৎপত্তি হয়। ইহা দেখিতে অতি আশ্চর্য্য, ইহার সহিত প্রকৃত সূর্য্যের কিছু মাত্র প্রভেদ বোধ হয় না। প্রকৃত সূর্য্যের দ্বারা যে প্রকার আলোকের ও উত্তাপের উৎপত্তি হয়, ভাক্ত সূর্য্যের দ্বারাও সেই রূপ হইয়া থাকে। যে সমস্ত অবোধ লোকে ভাক্ত সূর্য্য উদিত হইবার যথার্থ কারণ না জানে, তাহারা তাহা সন্দর্শন করিলে অনায়াসে প্রকৃত দিবাকর বলিয়া প্রত্যয় যাইতে পারে। কি প্রকারে আকাশ পথে এই প্রকার ভাক্ত সূর্য্যের উৎপত্তি হয়, বোধ করি তাহা জ্ঞাত হইতে অনেকেরি ইচ্ছা হইতে পারে। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি দিবসে ইউরোপ খণ্ডের প্রসিয়া রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী মেরিণবর্গ নামক স্থানে একদা উক্ত প্রকার ভাক্ত সূর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল। যে দিবস উল্লিখিত স্থানে ঐ অসাধারণ ঘটনা সম্ভূত হইয়াছিল, সে দিবস তথায় আকাশ পথ অতিশয় পরিস্কার ছিল, এবং সূর্য্য অতিশয় নির্ম্মল জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল। দিবাবসানে যৎকালে সূর্য্য অস্তাচলের কিঞ্চিৎ উপরি ভাগে প্রকাশ পাইতেছিল, তৎকালে তাহার অধোভাগে কিঞ্চিৎ তরল মেঘের আবির্ভাব হইল এবং তাহার নিম্ন ভাগে এক আশ্চর্য্য ভাক্ত সূর্য্যের আবির্ভাব হইয়া উঠিল। ঐ ভাক্ত সূর্য্যের সহিত প্রথমতঃ প্রকৃত সূর্য্যের আর কিছু মাত্র ভিন্নতা বোধ হয় নাই, কেবল উহার বর্ণ প্রকৃত সূর্য্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ লোহিত বোধ হইতে ছিল। অনন্তর প্রকৃত সূর্য্য যত ক্রমে উল্লিখিত মেঘাভিমুখে অধঃস্থ হইতে আরম্ভ করিল, ততই

ঐ ভাক্ত সূর্য্যের লোহিত মূর্ত্তি অন্তরিত হইয়া যথার্থ সূর্য্যাকারে পরিণত হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে ক্রমে অভিন্ন সূর্য্য রশ্মির ন্যায় পরিষ্কার কিরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। পরে প্রকৃত দিবাকর ক্রমে অধোগামী হইয়া ঐ ভাক্ত দিবাকরের সহিত একত্রিত হইয়া গেল এবং ঐ দুই সূর্য্য এক হইয়া রহিল। যৎকালে প্রকৃত সূর্য্য উল্লিখিত প্রকারে কোন ভাক্ত সূর্য্যের সহিত ক্রমে গিয়া মিলিত হয়, তৎকালে আকাশ পথে এক অদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা সন্দর্শন করিলে মনুষ্য মাত্রেরই মন মোহিত হইতে পারে। তৎকালে এই রূপ জ্ঞান হয়, যেন আমাদিগের দিবাকর অন্য কোন দিবাকরকে সন্দর্শন করিয়া সখ্য ভাবে তাহার সহিত প্রেমালিঙ্গন করণে উদ্যত হইতেছে এবং ক্রমে প্রীতি ভাবের সহিত উভয়ে একীভূত হইয়া যাইতেছে।

১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ২৮ দিবস পূর্ব্বাহ্ন আট ঘণ্টার সময় ইউরোপের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাকোক প্রদেশীয় সড্বরি নামক স্থানে একবার দুই ভাক্ত সূর্য্যের আবির্ভাব হওয়াতে আকাশে একদা তিন দিবাকরের উদয় হইয়াছিল। এই দুই ভাক্ত সূর্য্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হয় নাই, ইহারা প্রকারান্তরে উদ্ভূত হইয়াছিল। প্রথমতঃ পূর্ব্ব দিকে এক গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ মেঘের আবির্ভাব হয় এবং প্রকৃত সূর্য্য ঐ মেঘের মধ্য ভাগে অবস্থিতি করিয়া এমন প্রখর ভাবে কিরণ বর্ষণ করে যে তাহার প্রতি লোকে দৃষ্টি পাত করিতে সক্ষম হয় নাই। ঐ উজ্জ্বল প্রভা বিশিষ্ট সূর্য্যের কিরণ জাল তাহার উভয়দিকে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং সেই উভয়দিকে দুই ভাক্ত সূর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই দুই ভাক্ত সূর্য্য অবিকল প্রকৃত সূর্য্যের ন্যায় কিরণ বিস্তার করিয়াছিল, এবং প্রকৃত সূর্য্যের সহিত অভেদ রূপ ধারণ করিয়া আকাশ পথে উদিত হইয়াছিল। দর্শকেরা যথার্থ সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যেমন তৃপ্ত হইয়াছিল এই দুই ভাক্ত সূর্য্য সন্দর্শন করিয়াও তাদৃশ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। এই ঘটনায় আনুসঙ্গিক আকাশ পথে আরও কএকটি আশ্চর্য্য বিষয় উদ্ভব হয়, উল্লিখিত সূর্য্য ত্রয়েরই চতুর্দ্দিকে শক্র ধনুর উদয় হইয়াছিল এবং উক্ত শক্র ধনু ইতর শক্র ধনু অপেক্ষা দেখিতে অতি চমৎকার বোধ হইয়াছিল, উহাদিগের বর্ণ সামান্য শক্র ধনুর ন্যায় হয় নাই, তাহাতে কিঞ্চিৎ শুভ্রতার ভাগ অধিক ছিল। এতদ্ভিন্ন ঐ সূর্য্যত্রয় ও তদন্তর্গত শক্র ধনু হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ও দক্ষিণ ভাগে এক আশ্চর্য্য অর্দ্ধ চন্দ্রাকার দৃষ্ট হইয়াছিল, ঐ অর্দ্ধ চন্দ্রের উভয় কোটি ইতর অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকেই অবস্থিত ছিল, কিন্তু দেখিতে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল বোধ হইয়াছিল, উহা ইতর অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র বর্ণ প্রাপ্ত না হইয়া শক্র ধনুর বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। এই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা আকাশ পথে দীর্ঘ কাল স্থায়ি হয় নাই, ইহারা প্রায় চারি দণ্ড কাল প্রকাশিত থাকিয়া তিরোহিত হয়।

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের আক্টোবর মাসের ২৯ দিবসে রটলণ্ড নামক দেশান্তর্গত লীগুন নামক স্থানে দিবা ১১ ঘণ্টার সময় আর দুইটি ভাক্ত সূর্য্য এক শক্র ধনু অংশুমালা সহকারে দৃষ্ট হয়। যে দিবস লীগুন নামক স্থানে এই অদ্ভুত ঘটনার আবির্ভাব হয় তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে উক্ত স্থানে শূন্য পথে এক আশ্চর্য্য আলোকের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং দক্ষিণ পশ্চিম হইতে প্রবল বায়ু সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই দুই ভাক্ত সূর্য্য পূর্ব্বোল্লিখিত সূর্য্য প্রতিবিম্বের ন্যায় উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শূন্য পথে উদিত হইয়াছিল এবং ইহারাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সূর্য্যের উভয় দিকে আবির্ভূত হইয়াছিল। বিশেষত সূর্য্য দ্বয়ের নিম্ন দেশে ধূমকেতুর ন্যায় পুচ্ছ দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ঐ পুচ্ছের বর্ণ ধূমকেতুর পুচ্ছের ন্যায় হয় নাই, উহা দেখিতে কিঞ্চিৎ শুভ্র ছিল। ঐ পুচ্ছ দ্বয় ঐ দুই সূর্য্যের দুই দিক্ হইতে ব-

হির্গত হইয়া প্রকৃত সূর্য্যাভিমুখে স্থিত ছিল। ঐ ভাক্ত সূর্য্যদ্বয়ের যে দিক প্রকৃত সূর্য্যের দিকে সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ লোহিত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন অধোভাগ তাদৃশ লোহিত হয় নাই ঈষৎ শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। লীওন নামক স্থানে এই অদ্ভুত ঘটনা উপর্য্যুপরি দুই দিন প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তদনন্তর ঐ মাসের ২৩ তারিখেও ইহা একবার আকাশ পথে উদিত হইয়াছিল। সর্ব্ব শেষে যে শক্র ধনু ও অংশুমালার কথা উল্লেখ করা-গিয়াছে, তাহাও সন্দর্শন করিয়া অনেক লোকে চমৎকৃত হইয়াছিল, উক্ত প্রকার ধনু ও অংশুমালা সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না।

দেশে দেশে ও কালে কালে এই প্রকার প্রাকৃতিক কার্য্য কারণ সূত্রে আকাশ পথে দুই দিন ভাক্ত সূর্য্যের উদয় হইয়া থাকে এবং তদানুসঙ্গিক আরও নানা প্রকার ঘটনার আবির্ভাব হয়। বোধ হয় এদেশীয় প্রাচীন ঋষিগণ এই প্রকার ঘটনা সন্দর্শন করিয়াই প্রলয় কালে দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হইবার কথা কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক যখন এই সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায়, অথবা ইহার বিষয় পর্য্যালোচনা করা যায়, এতখন কেবল জগদীশ্বরেরই অনির্ব্বচনীয় মহিমা মনেতে বিরাজ করিতে থাকে। তিনি যে সৃষ্টি মধ্যে এপ্রকার কত শত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইবার কারণ সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কাহার সাধ্য যে নির্ণয় করিতে পারে? পৃথিবী যত প্রাচীন হইবে এবং মনুষ্য জাতি যত প্রাচীন হইবে, ততই তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এ বিশ্ব ব্যাপার কেবল তাঁহারই মহিমার আধার।

## মহাভারত।

### আদিপর্ব্ব।

১৩ অধ্যায়—সম্ভবপর্ব্ব

শকুন্তলোপাখ্যান।

দুষ্যন্ত কহিলেন, হে শকুন্তলে! হে কল্যাণি! যাহা কহিলে তাহাতে তুমি যে রাজপুত্রী ইহাই অবধারিত হইল, অতএব তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর এবং তজ্জন্য তোমার কি কার্য্য আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা অনুমতি কর। হে শোভনে! অদ্য অবধি তুমি আমার ভার্য্যা হও, আমি তোমার নিমিত্তে সুবর্ণ মালা, বস্ত্র, কণক কুণ্ডল ও নানা দেশ জাত শুভ্র মণি রত্নাদি সকল আহরণ করিব এবং অদ্য অবধি আমার সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে। হে সুন্দরি! তুমি আমাকে গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে বিবাহ কর; সকল প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই শ্রেষ্ঠ। শকুন্তলা কহিলেন, হে মহারাজ! আমার পিতা কণ্ব ফলাহরণার্থে আশ্রম হইতে গমন করিয়াছেন, মুহূর্ত্তমাত্র প্রতীক্ষা করুন, তিনিই আমাকে তোমায় প্রদান করিবেন। দুষ্যন্ত কহিলেন, হে বরারোহে! যেহেতু তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে ও আমার মন তোমাতেই অর্পিত হইয়াছে, অতএব আমি তোমার নিমিত্তেই অবস্থান করিতেছি জানিবে এবং আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার গতি, অতএব তুমি ধর্ম্মতঃ আপনিই আপনাকে দান করিতে সমর্থ হও। স্মৃতিতে আট প্রকার ধর্ম্ম সম্মত বিবাহ সংক্ষেপে কথিত আছে; ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, এবং পৈশাচ। পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনু এই সকল বিবাহের নম্বরমত ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহার মধ্যে প্রথম চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত জানিবে, আর প্রথমাবধি ছয় প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয় মাত্রেরই ধর্ম্ম, কিন্তু রাজা দিগের পক্ষে রাক্ষস বিবাহও উক্ত হইয়াছে, এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর বিবাহ কথিত আছে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজা, বৈশ্য ও শূদ্র, এই পাঁচের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এ তিন প্রকার বিবাহও ধর্ম্ম সম্মত এবং পৈশাচ ও আসুর অধর্ম্মযুক্ত হইল, সুতরাং পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কখনই কর্ত্তব্য নহে। অতএব এই রূপেই বিবাহ কর্ত্তব্য, ধর্ম্মের গতিই এই প্রকার। যদি

গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ রাজা দিগের ধর্ম্ম সম্মত হইল, তবে আর শঙ্কা করিও না। এক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিতেই সম্মত হও, বা রাক্ষস বিবাহই করিতে হয়, কিম্বা গান্ধর্ব্ব রাক্ষস উভয়ই কর্ত্তব্য হয়, যাহা হয় করিতেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব হে শকুন্তলে! তোমার প্রতি সাভিলাষ আমি, তুমি সাভিলাষিণী হইয়া গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে আমারই ভার্য্যা হইবার যোগ্য। শকুন্তলা কহিলেন, হে পৌরব শ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা কহিলে যদি তাহাই ধর্ম্ম পথ হইল এবং আমিই যদি আমার প্রদানে প্রভু হইলাম, তবে আমার এক প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমি এই নির্জ্জন স্থানে তোমাকে যাহা কহি তাহা তুমি সত্য প্রতিজ্ঞা কর। তোমার ঔরসে আমার গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে তোমার অসত্ত্বে সেই সন্তানই যুবরাজ হইবে। হে মহারাজ দুষ্যন্ত! যদি ইহা সত্য প্রতিজ্ঞা কর, তবে আমি তোমাকে বরণ করিতে সম্মত হই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুষ্যন্ত বিবেচনা না করিয়াই তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন হে সুশ্রোণি! তোমাকে স্বীয় নগরে লইয়া যাইব ইহাও সত্য বলিতেছি। রাজা দুষ্যন্ত ইহা বলিয়া যথাবিধানে সেই অনিন্দিত গামিনী শকুন্তলার পাণি গ্রহণ করতঃ তাঁহার সহিত সুখ সম্ভোগ করিলেন। পরে তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইয়া এবং তোমাকে স্বীয় নগরে লইয়া যাইবার নিমিত্তে চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করিব, পুনঃ পুনঃ ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার নিকট এই প্রকারে প্রতিশ্রুত হইয়া কণ্ব ঋষির প্রতি এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে গমন করিলেন যে "মহাতপস্বী ভগবান্ কণ্ব এই ব্যাপার শ্রবণ করিলে নাজানি আমার কতই অনিষ্ট করিবেন" এই দুর্ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া স্বীয় গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ওদিকে মুহূর্ত্তমাত্র পরে কণ্ব ঋষি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু শকুন্তলা লজ্জায় তাঁহার সমক্ষে গমন করিতে পারিলেন না। তাহাতে দিব্য জ্ঞান মহাতপা ভগবান্ কণ্ব দিব্য চক্ষু দ্বারা জানিতে পারিয়া প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি অদ্য আমাকে অনাদর করিয়া নির্জনে যে পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই, যেহেতু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ব বিবাহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সকামা স্ত্রীর সহিত সকাম পুরুষের নির্জ্জন স্থানে সম্মিলন পূর্ব্বক যে নির্ম্মন্ত্র বিবাহ তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। রাজা দুষ্যন্ত ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা এবং পুরুষোত্তম, অতএব হে শকুন্তলে! তুমি তাঁহাকে যে পতিত্বে বরণ করতঃ ভজনা করিয়াছ, তাহাতে তোমার এমত মহাবল ও মহাত্মা এক পুত্র জন্মিবে যে সে এই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইবে এবং সেই মহাত্মা চক্রবর্ত্তির রথ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অপ্রতিহত রূপে গমনাগমন করিবে। অনন্তর মুনি ফল ভার অবতারিত করিয়া পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলে শকুন্তলা কহিলেন হে তাত! পুরুষোত্তম রাজা দুষ্যন্তকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি, আপনি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন। কণ্ব কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তোমার নিমিত্তে আমি তাঁহার প্রতি প্রসন্নই আছি, হে শুভে! তুমি এক্ষণে আমার নিকট কোন অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শকুন্তলা দুষ্যন্ত রাজার হিত কামনায় পিতার নিকট হইতে পৌরব বংশের রাজ্যের অপ্রতিহতি ও ধর্ম্মিষ্ঠতা বর লইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

---

## ফ্রাক্সিনেলা বৃক্ষ।

ফ্রাক্সিনেলা এক প্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ, উক্ত বৃক্ষ হইতে যে রূপ অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া থাকে, আর কোন বৃক্ষেতেই সেরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সমস্ত জ্ঞানতৎপর পণ্ডিত ব্যক্তির মনে বিচিত্র বিশ্বক্ষেত্রের অদ্ভুত ব্যাপার জ্ঞাত হইবার বিশেষ অনুরাগ আছে, বোধ

হয় উল্লিখিত বৃক্ষ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহাদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ কৌতুককর ও আনন্দ জনক হইতে পারে। কোন কোন সময় ঐ বৃক্ষের নিকটে প্রজ্বলিত দীপাদি উপস্থিত করিলেই তৎক্ষণাৎ উহা জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু তদ্দ্বারা উক্ত বৃক্ষের কিছু মাত্র বিঘ্ন ঘটে না, উহা যেমন তেমনিই থাকে। প্রথমতঃ উক্ত বৃক্ষ সম্বন্ধীয় এই অসাধারণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত গণ উহার কারণানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ অনুমান করিলেন, যে ঐ বৃক্ষ হইতে এপ্রকার কোন বাষ্প নির্গত হয়,যাহা পৃথিবীস্থ বায়ুর সহিত মিশ্রিত না হইয়া ঐ বৃক্ষের উপরেতেই সংহত ভাবে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

রক্ষ নামক এক জন গ্রন্থকার তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের এক স্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন যে ফ্রাক্সিনেলা বৃক্ষের প্রত্যেক পত্রের ও প্রত্যেক পুষ্প দলের অগ্রভাগে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি ছিদ্র দৃষ্ট হয় এবং সেই সমস্ত ছিদ্র মধ্যে তৈলবৎ এক প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম কালে ঐ তৈল পূর্ণ ছিদ্র হইতে উৎকট কটু গন্ধ বিশিষ্ট দাহ্য বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে এবং তাহার নিকট প্রজ্বলিত দীপাদি লইয়া গেলেই সেই বাষ্প অমনি জ্বলিয়া উঠে। অনন্তর বাইয়ট নামক এক জন পণ্ডিত উল্লিখিত বৃক্ষের এই অদ্ভুত গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত বৃক্ষে সর্ব্বদা এক প্রকার দাহ্য বাষ্প পরিবেষ্টিত থাকে, বাইয়ট সাহেব অনেক লোকের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রথমত তিনি ঐ বাষ্পের বিষয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন,কিন্তু তাহাতে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ঐ বৃক্ষের শাখা পত্র ও পুষ্পাদি অবলোকন করাতে তিনি দেখিলেন, যে ঐ বৃক্ষের কোমল শাখাতে ও সমুদায় পত্রের অগ্রভাগে এবং সমস্ত পুষ্প বৃন্ত, পুষ্প দল ও পুষ্পের কেশরেতে লোমকূপের ন্যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে এবং সেই সমস্ত ছিদ্র তৈলবৎ এক প্রকার পদার্থে পরিপূরিত রহিয়াছে। প্রথমত ঐ ছিদ্রগুলি কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র থাকে, পরে বৃক্ষ যত বড় হয়, ঐ সমস্ত ছিদ্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে ততই বড় হইতে থাকে। বাইয়ট সাহেব পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা বিলক্ষণ রূপে স্থির করিয়াছেন, যে উক্ত বৃক্ষ হইতে যে তৈলবৎ পদার্থ নির্গত হয় তাহাই দীপাদির সংযোগে জ্বলিয়া উঠে এবং তজ্জন্যই উক্ত বৃক্ষের নিকট কোন প্রকার আলোক লইয়া গেলে উহা ঐ প্রকারে জ্বলিয়া থাকে, উক্ত বৃক্ষ হইতে দাহ্য বাষ্প নির্গত হওয়াতে যে উহা দীপাদির সংযোগে জ্বলিয়া উঠে, একথা নিতান্ত অমূলক। এক্ষণে বাইয়ট সাহেবের এই মতই সকল প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এবং সর্ব্ববাদি সিদ্ধ হইয়া অবধারিত হইয়াছে। বাইয়ট সাহেব ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,যে দীপাদির সংযোগ করিয়া উক্ত বৃক্ষকে জ্বালাইবার জন্য কোন ঋতু বিশেষ ও সময় বিশেষের আবশ্যক করে না, উক্ত বৃক্ষ কিঞ্চিৎ পরিপক্ব হইলে ঐ দহন ব্যাপার সকল ঋতু ও সকল সময়েই সম্পন্ন হইতে পারে। বাইয়ট সাহেব শীত ঋতুতে এবং বিলক্ষণ বৃষ্টির দিবসেও ঐবৃক্ষের নিকট দীপ লইয়া গিয়া উহাকে জ্বালাইয়া দেখিয়াছেন। ঐ বৃক্ষের তৈল পূর্ণ ছিদ্র সমুদায়ের মধ্যে যে যে স্থানে একবার দীপ সংযোগ করিয়া জ্বালান যায় সে স্থান মলিন ও ঈষৎ কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং তাহা আর কোন কালে জ্বলে না।

---

## বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা।

১৭৭৮ শক ২৯ পৌষ রবিবার সন্ধ্যা ৩ ঘণ্টা।

১৪ পৌষ দিবসীয় মুদ্রিত পত্র দ্বারা এই সভা আহ্বান হয়।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্ব সম্মতিতে ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় অদ্যকার সভাপতি হইলেন।

১।— অনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় সভার অভিপ্রেত বিষয় সকল সাধারণকে অবগত করিলে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকারের পোষকতায় শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "ব্রাহ্মসমাজের তিন জন ট্রষ্টী ছিলেন, তন্মধ্যে রাধাপ্রসাদ রায় ও বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর পরলোক হওয়াতে তাঁহাদের পরিবর্ত্তে আর দুই জন নূতন ট্রষ্টি নিযুক্ত করা আবশ্যক এবং ট্রষ্ট ডিড়ের নিয়মানুসারে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় অন্য ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার অভিপ্রায় এই যে মৃত ট্রষ্টি দ্বয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ট্রষ্টী নিযুক্ত হয়েন" ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল।

২।— শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে" তত্ত্ববোধিনী সভায় যে মুদ্রা যন্ত্র আছে, তাহার কার্য্য বৃদ্ধি করিয়া তাহার উপস্বত্ত্ব দ্বারা সমাজের ব্যয়ের বিশেষ আনুকুল্য হইতে পারে, এমতে তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ দিগের সম্মতি গ্রহণ করিয়া উক্ত মুদ্রা যন্ত্রের কার্য্য বৃদ্ধি করা যায়" ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল।

৩।—শ্রীযুক্তবাবু প্যারীমোহনবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত রাজা কালীকুমার মল্লিক রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "দ্বিতীয় প্রস্তাবে উক্ত মুদ্রা যন্ত্রের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থ নিম্ন লিখিত চারি জন যন্ত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা যায়। ইহাঁদিগের কর্ত্তব্য যে ইহাঁরা ট্রষ্টী দিগের অভিমতে উক্ত কার্য্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে সযত্ন থাকেন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ইহাঁরা যন্ত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন" ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল।

৪।—শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াকুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "ব্রাহ্ম সমাজের ব্যয়ের আনুকুল্য জন্য পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে যাঁহাদিগের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদিগের নিকটে চাঁদার পুস্তক প্রেরণ করা যায়। তাহাতে যাঁহার যাহা দান করিবার ইচ্ছা হয়, তিনি তাহা স্বাক্ষর করিয়া দেন" ইহাতেও সর্ব্ব সম্মতি হইল।

৫।—শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে"শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে একটা লিথোগ্রেপি প্রেশ দান করিয়াছেন, এজন্য উপস্থিত সভ্য সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন" ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল।

৬।—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে"অদ্যকার সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন জন্য সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়" ইহাতে সর্ব্ব সম্মতি হইল।

অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরমানাথ ঠাকুর।
সভাপতি।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে উক্ত সমাজের ব্যয়ের আনুকুল্যার্থ একটা লিথোগ্রেপি যন্ত্র সংস্থাপন করা গিয়াছে, তাহাতে পরিমিত মূল্যে বিল, রসিদ, দাখিলা, চিঠী প্রভৃতি সমস্ত লিথোগ্রেপি কর্ম্ম উত্তম রূপে ছাপা হইয়া থাকে। অতএব যাঁহাদিগের লিথোগ্রেপি কোন কর্ম্ম ছাপা করাইবার আবশ্যক হয়, তাঁহারা উক্ত যন্ত্রালয়ে কার্য্য দিলে পরিমিত সময়ে উত্তম রূপে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন। এবিষয়ে যাঁহার যে কর্ম্মের প্রয়োজন হইবে উক্ত যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নিকট সংবাদ পাঠাইবেন ইতি।

শ্রীশ্যামাচরণ সরকার।
শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন।
শ্রীনীলকমল মিত্র।
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।— ইহার মূল্য এক টাকা ১ ফাল্গুন, বুধবার সম্বৎ ১৯১৬ কলিগতাব্দঃ৪৯৬১

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববি-
বিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমিতি

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

## ঈশ্বরের মহিমা।

### দর্শনেন্দ্রিয়।

বিশ্ব কৌশলকারী বিশ্বেশ্বর আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুতে এত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহা কোন রূপেই বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহা কোনপ্রকারেই বাক্য দ্বারা সকল প্রকাশ করিবার সাধ্য হয় না। আমরা চক্ষুর বিষয় যত পর্য্যালোচনা করি, ততই তাঁহার নূতন নূতন কৌশল দেখিতে পাই। বোধ হয় যেন আমাদিগের জ্ঞানোন্নতি সহকারে চক্ষু বিষয়ক কৌশলেরও উন্নতি হইতেছে, দিন দিন যত আমাদিগের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতেছে, ততই আমরা বিশ্ব মধ্যে তাঁহার অনুপম হস্তের আশ্চর্য্য নিদর্শন সকল অধিক প্রত্যক্ষ করিতেছি।

চক্ষু যে আমাদিগের দেহের সার এবং জগদীশ্বর আমাদিগকে চক্ষু প্রদান করিয়া যে অশেষবিধ দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক অনন্ত প্রকার সুখ ভোগের অধিকারী করিয়াছেন, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যাহার কিছুমাত্র বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ও কিছুমাত্র জ্ঞান শক্তি নাই, সে ব্যক্তিও একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারে, যে আমরা অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্পন্ন হইয়াও এক দর্শনেন্দ্রিয় বিহীন হইলে আমাদিগের মানব জন্ম প্রায় নিরর্থক হইত এবং আমাদিগের দুঃখের আর সীমা থাকিত না। চক্ষু দ্বারা আমরা বিশ্বান্তর্গত সমুদায় সুন্দর পদার্থ সন্দর্শন করিয়া সুখী হইতেছি, ভক্তি ভাজন পিতা মাতা ও প্রণয়াস্পদ বন্ধু বান্ধব এবং স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যাদির আনন্দকর মুখ সন্দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতেছি এবং শত সহস্র মনুষ্যের মধ্য হইতে আপন পরিচিত ব্যক্তিকে বহু দূর হইতে অনায়াসে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি। চক্ষুর সাহায্যে আমরা নানা প্রকার জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া নানা দেশীয় ও নানা কালীন প্রবীণ পণ্ডিত দিগের অলক্ষ্য ও অদৃশ্য হৃদয় ভাণ্ডারের জ্ঞান রত্ন সকল লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেছি এবং মর্ত্ত্য লোকবাসি ক্ষুদ্র কীট হইয়া দূরাৎ সুদূরস্থিত নভোমণ্ডলের সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রাদির নানা তত্ত্ব অবগত হইয়া মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছি। চক্ষুর্দ্বারা যে আমরা কত সময় কত প্রকার বিপদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছি এবং কত সময় কত প্রকার সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছি, তাহা বর্ণনের অতীত। করুণাকর জগদীশ্বর আমাদিগকে যদি চক্ষুঃ প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে কোথায় বা শারদীয় সুনির্ম্মল পূর্ণ শশধর সন্দর্শন জনিত বিমলানন্দ,

কোথায় বা সরোবরশায়ী বিকশিত শতদলের অকৃত্রিম মনোহর শোভা সন্দর্শনের সুখ এবং কোথায় বা সুশোভন হরিত বর্ণ চিত্রিত শস্য ক্ষেত্র পূর্ণ প্রসারিত প্রান্তর বা নয়ন পথাতিরিক্ত সুদূর প্রস্থিত নিবিড়ারণ্য ও অবিরত তুষার মণ্ডিত শ্বেত পর্ব্বতের উচ্চতর শিখর প্রভৃতি চিত্ত বিনোদকর নৈসর্গিক শোভাবলোকনের অনুপম আনন্দ থাকিত, আমরা এসমস্ত প্রকার সুখ সম্ভোগ করণেই বঞ্চিত থাকিতাম। আমাদিগের চক্ষু না থাকিলে এতাদৃশ সুখ সম্ভোগ হওয়া দূরে থাকুক আমাদিগকে যাদৃশ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত, তাহা কি বলিব, তাহা চক্ষুহীন দুর্ভাগ্য অন্ধ ব্যক্তিই বিলক্ষণ অবগত আছে। অতএব পরমেশ্বর মনুষ্য শরীরে চক্ষের রচনা করিয়া যে আপনার অসীম মহিমা বিস্তার করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি চক্ষু বিষয়ক এই সমস্ত সুখকর ব্যাপার সম্পাদনার্থে যে সমস্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, যখন আমরা তাহা বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখি তখন আমাদিগকে এক কালে বিমোহিত হইতে হয়, তখন আমাদিগের মন একেবারে তাঁহার অগাধ মহিমা সাগরে মগ্ন হইয়া যায়।

চক্ষু অতি চমৎকার পদার্থ। চক্ষেতে জগদীশ্বর যে সমস্ত অনুপম কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, অতি উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও তাহার সহস্রাংশের একাংশ কৌশল দেখিতে পাওয়া যায় না। শরীর মধ্যে জগদীশ্বর যে প্রকার স্থানে চক্ষু সংস্থাপন করিয়াছেন, যে রূপে তাহার গঠন করিয়াছেন এবং তাহাকে যে নিয়মে রক্ষা করিতেছেন সে সমুদায় ব্যাপারই অতি আশ্চর্য্য। তাহার এক একটি বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোন প্রহরী যেমন কোন দুর্গের উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অবলীলাক্রমে আপনার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করে, সেই রূপ চক্ষুও আমাদিগের মুখ মণ্ডলের উপরিভাগে অবস্থিত হইয়া এক দৃষ্টিতে অর্দ্ধ জগৎ অবলোকন করিতেছে, শরীরের মধ্যে আর কোন স্থানেই চক্ষু যোজিত হইলে এপ্রকারে আমাদিগের দৃষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারিত না। আপাদ মস্তক সর্ব্ব শরীর একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে চক্ষুকে এই রূপে নাশামুলের উভয় পার্শ্বেই স্থাপন করা বিলক্ষণ সঙ্গত ও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কোন দুর্লভ ও উৎকৃষ্টতর রত্নকে কোন মনুষ্য যেমন অতি যত্ন পূর্ব্বক লৌহ সম্পুট মধ্যে সাবধানে রক্ষা করে, চক্ষুকেও জগদীশ্বর সেইরূপ যত্ন সহকারে সাবধানে রক্ষা করিয়াছেন, সহসা চক্ষেতে কোন প্রকার আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের চক্ষু এক আশ্চর্য্য দুর্গ স্বরূপ অস্থিময় কোটর মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, এবং কতিপয় পক্ষ্ম ও দুই পত্র তাহার আবরণ স্বরূপ হইয়া অনবরত তাহাকে রক্ষা করিতেছে, তাহার প্রতি হঠাৎ অন্য কোন প্রকার আঘাত উপস্থিত হওয়া দূরে থাকুক সহসা তন্মধ্যে এক বিন্দু ধূলি কণাও প্রবিষ্ট হইতে পারে না, অতিশয় অন্য চিত্ত ও অসাবধান না হইলে আর আমাদিগের চক্ষু কোন রূপে আহত হয় না।

পরম কৌশল কর্ত্তা পরমেশ্বর যে সমস্ত পদার্থ একত্রিত করিয়া চক্ষের রচনা করিয়াছেন, নেত্র তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত গণ সেই সকল পদার্থের স্বভাব ও সংযোগ সন্দর্শন করিয়া এক কালে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। চক্ষের উপরি ভাগ ও অন্তর্ভাগে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহার একটিও নিরর্থক ও অনাবশ্যক নহে। তাহার প্রত্যেকেই আমাদিগের দৃষ্টি ক্রিয়ার অনুকূল হইয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি পদার্থের অভাব হইলেই আমাদিগের দর্শন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। কতক গুলি শিরা ধমনি ও স্নায়ু প্রভৃতি শারীরিক পদার্থের সংযোগে চক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে প্রয়োজনানুসারে ঐ সমস্ত পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ধারণ করিয়া আমাদিগের দৃষ্টি কার্য্যের অনুকূল হইয়াছে। যে পদার্থ এক স্থানে কাচ সদৃশ স্বচ্ছ

গুণ ধারণ করিয়াছে, স্থানান্তরে সেই পদার্থ আবার অস্বচ্ছ রূপে পরিণত হইয়াছে, যে শিরা এক স্থানে অতি সূক্ষ্ম ও কোমল হইয়া রহিয়াছে, স্থানান্তরে সেই শিরা পুনর্ব্বার স্থূল ও দৃঢ় ভাবে পরিণত হইয়াছে। চক্ষুর অন্তর্গত শিরাদি পদার্থ সকল এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত হইয়া এই অপূর্ব্ব দৃষ্টি যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার তুল্য অদ্ভুত কৌশল আর কি হইতে পারে? এই সমস্ত বিষয় স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্য মাত্রেরই মনে জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও করুণা দেদীপ্যমান প্রকাশিত হইয়া উঠে।

চক্ষুর ন্যায় অপূর্ব্ব দৃষ্টি যন্ত্র কেহ মনেতেও কল্পনা করিতে পারে না। জগদীশ্বর চক্ষুকে দৃষ্টি যন্ত্রের আদর্শ স্বরূপ করিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত চক্ষের অনুকরণ করিয়া দূরবীক্ষণাদি দৃষ্টি যন্ত্রের অনেক দোষ পরিহার করিয়াছেন। পূর্ব্বে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা নানা বর্ণের পদার্থ সকল এক্ষণকার ন্যায় পরিষ্কার রূপে দৃষ্ট হইত না, যন্ত্রের দোষে তদ্দৃষ্ট বস্তু সকলকে বর্ণানুসারে কিছু কিছু অপরিষ্কার বোধ হইত। অনন্তর জেম্মগেরে গোরি নামক এক জন সাহেব চক্ষুর কৌশল অবগত হইয়া তদনুযায়ী যন্ত্র প্রস্তুত করাতে উক্ত দোষের পরিহার হইল, উল্লিখিত সাহেব দেখিয়াছিলেন, যে জগদীশ্বর চক্ষুকে এমনি অপূর্ব্ব কৌশলে রচনা করিয়াছেন যে তাহাতে সর্ব্বদা সকল বর্ণের সর্ব্ব প্রকার পদার্থই সমান পরিষ্কার দেখায়, কোন বস্তুকেই অপরিষ্কাব বোধ হয় না।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র অপেক্ষা চক্ষুকে আর এক বিষয়েও উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত যন্ত্র দ্বারা যখন যে বস্তুকে দেখিতে হয়, তখন সেই বস্তুর দূরাদূরানুসারে যন্ত্রের প্রকার ভেদ করিয়া না লইলে তাহা সুচারু রূপে দৃষ্ট হয় না। দূরবীক্ষণকে যে ভাবে রক্ষা করিয়া কোন নিকটস্থ বস্তু দেখিতে হয় তাহাকে সে ভাবে রক্ষা করিলে তদ্দ্বারা কোন দূরস্থ বস্তু পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্য বস্তুর দূরাদূরানুসারে প্রতিবারই যন্ত্রকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ করিতে হয়। কিন্তু চক্ষুকে পরমেশ্বর এমনি অপূর্ব্ব কৌশলে রচনা করিয়াছেন, যে তাহা এই রূপ এক ভাবে থাকিয়াই সর্ব্বদা সকল স্থানের ও সকল দিকের বস্তুকে সমান পরিষ্কার দেখে। ছয় অঙ্গুলি স্থান ব্যবহিত বস্তুকেও আমরা চক্ষেতে দেখিতে পাই এবং ছয় শত হস্ত দূরের পদার্থকেও সন্দর্শন করি, কিন্তু এই রূপ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি ক্রিয়া সাধন স্থলে চক্ষু যে কখন্ কি প্রকার ভাব ধারণ করে তাহা আমরা জানিতেও পারি না, আমাদিগের অজ্ঞাত সারেই চক্ষু আপন উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কার্য্য সাধন করে।

চক্ষুর আকৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও আমরা জগদীশ্বরের অতুল মহিমা দেখিতে পাই। জগদীশ্বর আমাদিগের চক্ষু দ্বয়কে কূর্ম্ম পৃষ্ঠের ন্যায় ঈষৎ গোলাকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে যে চক্ষুর এই রূপ আকার হওয়াতে তদ্দ্বারা যাদৃশ কার্য্য দর্শিতেছে, আর কোন প্রকার আকৃতি দ্বারাই সে রূপ কর্ম্ম দর্শিত না। চক্ষু এই প্রকার ঈষৎ গোলাকার হওয়াতে তদ্দ্বারা আমরা এক কালে অধিক দূর দৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতেছি, তাহাকে অনায়াসে সকল দিকে সঞ্চালন করিতে সক্ষম হইতেছি এবং তন্মধ্যে অনায়াসে জলীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া তাহাকে সর্ব্বদা শিক্ত রাখিতেছে। চক্ষুর উপরিভাগ এই রূপ কূর্ম্ম পৃষ্ঠাকার না হইয়া সমান স্থল হইলে আমরা কোন মতেই বহু দূর সন্দর্শন করিতে পারিতাম না এবং এই সমস্ত দৃশ্য পদার্থ আমাদিগের চক্ষে এপ্রকার সুন্দর বোধ হইত না, তাহা হইলে আমাদিগের দর্শন ক্রিয়ার অনেক ব্যাঘাত হইত। বিশ্ব রচয়িতা বিশ্বেশ্বর বিশেষ বিবেচনা করিয়াই আমাদিগের চক্ষুকে এপ্রকার আকারে গঠন করিয়াছেন।

জগদীশ্বর আমাদিগের চক্ষুকে এমন এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা মনে করিলে এক স্থানে দণ্ডায়মান

হইয়া আপনার তিন দিক অবলোকন করিতে পারি এবং ঊর্দ্ধাধঃদিকেও দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হই। ছয়টি অদ্ভুত মাংসপেশী দ্বারা চক্ষুর এই রূপ সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, উহার মধ্যে চারিটি মাংসপেশী সরল ভাবে অবস্থিত আছে, আর দুই টি বক্রভাবে রহিয়াছে। উল্লিখিত সরল মাংসপেশী চতুষ্টয় দ্বারা চক্ষু ললাটাভিমুখে ঊর্দ্ধদিকে ও নিম্নভাবে নাশাগ্রভাগে সঞ্চালিত হয়, আর বক্র মাংসপেশী দুইটি চক্ষু দ্বয়কে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে নানা প্রকারে সঞ্চালন করে। জগদীশ্বর চক্ষুতে এই ছয়টি অদ্ভুত মাংসপেশী নিয়োগ করাতেই আমরা ইচ্ছা ক্রমে সকল দিকে চক্ষুঃ সঞ্চালন করিয়া আপনাদিগের দৃষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছি, তিনি যদি চক্ষুতে এপ্রকার মাংসপেশী যোজনা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কোন মতেই ইচ্ছা পূর্ব্বক সকল দিকে নেত্র সঞ্চালন করিতে পারিতাম না এবং তাহা হইলে এক প্রকার আমাদিগের চক্ষুঃ প্রাপ্ত হওয়াই অনর্থক হইত। অতএব চক্ষুর সঞ্চালন ক্রিয়া স্মরণ করিলেও ঈশ্বরের করুণা অনুভূত হয়।

প্রত্যেক মনুষ্যকেই জগদীশ্বর দুই চক্ষু প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কি জন্য যে তিনি আমাদিগকে এক নেত্র না দিয়া দুই চক্ষু বিশিষ্ট করিয়াছেন, বুদ্ধিমান্ লোকের তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যিনি নিষ্প্রয়োজনে একটি তৃণেরও সৃষ্টি করেন নাই, তিনি মনুষ্য শরীরে যেপ্রয়োজনাতিরিক্ত একটি বিশেষ অঙ্গের রচনা করিবেন ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে দুই চক্ষুঃ প্রদান করিয়া কেবল আপনার শক্তি প্রকাশ করেন নাই, তদ্দ্বারা তাঁহার অপার করুণাও বিস্তার করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে চক্ষুঃ শরীরের মধ্যে সার ভাগ, অতএব দুই চক্ষু থাকিলে যদি অকস্মাৎ কোন কারণ বশতঃ এক চক্ষু নষ্ট হয় তথাপি আমরা এক কালে দর্শন সুখে বঞ্চিত হই না। বিশেষতঃ নেত্র তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে আমাদিগের দুই চক্ষু থাকাতে আমরা যেমন উত্তম রূপে দর্শন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি, এক চক্ষু দ্বারা আমরা কখনই সে প্রকার করিতে পারিতাম না। আমরা যখন কোন দূরস্থ বস্তু অবলোকন করি, তখন আমাদিগের বাম দক্ষিণ দুই চক্ষু দ্বারা তাহার বাম পার্শ্ব ও দক্ষিণ পার্শ্ব এক কালে দৃষ্ট হওয়াতে তাহা বিলক্ষণ পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাই। আমরা বাম দক্ষিণ দুই চক্ষু দ্বারা এক কালে কোন বস্তু সন্দর্শন করাতেই তাহার প্রকৃত আকার দেখিতে পাই এবং দুই চক্ষু এক কালে সঞ্চালন করাতে একেবারে আমাদিগের তিন দিকস্থ সকল বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হয়। আমাদিগের শরীরের উভয় পার্শ্বে এই রূপে উভয় চক্ষু সংযোজিত না থাকিলে আমরা কখনই এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ও একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া অর্দ্ধ জগৎ অবলোকন করিতে পাইতাম না। আমরা এক চক্ষু হইলে আমাদিগকে এক্ষণকার অপেক্ষা দৃষ্টি সুখে অনেক বঞ্চিত হইতে হইত এবং আমাদিগের দর্শন কার্য্যেরও অনেক ব্যাঘাত জন্মিত। এক চক্ষু যে কত অসুখের কারণ তাহা কাণ ব্যক্তিই বিলক্ষণ অবগত আছে। জগদীশ্বরের নিকট হইতে আমরা দুই চক্ষু প্রাপ্ত হওয়াতে আর একটি মহৎ দোষের পরিহার হইয়াছে। প্রত্যেক চক্ষেতেই এমনি একটি স্থান আছে, যে সে স্থানে দৃশ্য বস্তুর যে ভাগ পতিত হয়, তাহা দৃষ্ট হয় না, কেবল এক চক্ষু দ্বারা কোন পদার্থ সন্দর্শন করিলে যে তাহার সমুদয় অংশ দৃষ্ট হয় না ইহা অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। কোন শ্বেত বর্ণ ভিত্তির উপর চক্ষুর সঙ্গে সমান উচ্চ স্থানে তিনটি কৃষ্ণ বিন্দু পরস্পর একহস্ত ব্যবধান করিয়া চিহ্নিত করণানন্তর কিঞ্চিৎ দূর হইতে এক চক্ষু দ্বারা কিয়ৎকাল স্থির ভাবে তাহাদিগকে সন্দর্শন করিলে ঐ চিহ্নত্রয়ের মধ্যে উভয় পার্শ্বের দুইটি চিহ্নকেই সুস্পষ্ট দেখা যায় মধ্যস্থিত চিহ্নটিকে দেখিতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যে বিন্দুটি চক্ষের দৃষ্টিসত্তা হীন

ভাগে পতিত হয়, সেইটি অদৃষ্ট থাকে। আমাদিগের এক চক্ষু মাত্র হইলে প্রত্যেক দর্শন ক্রিয়াতেই উল্লিখিত রূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইত, আমরা কোন পদার্থকেই সম্যক রূপে সন্দর্শন করিতে পাইতাম না এবং কোন রূপেই এক দৃষ্টিতে সর্ব্বদা সকল বস্তু অবলোকন করিতে সমর্থ হইতাম না। করুণাকর জগদীশ্বর আমাদিগকে নেত্রদ্বয় প্রদান করিয়া উক্ত দোষের পরিহার করিয়াছেন, আমরা এক চক্ষু দ্বারা যে বস্তুকে অথবা যে বস্তুর যে ভাগকে দেখিতে না পাই আমাদিগের অন্য চক্ষু দ্বারা সেই বস্তু বা সেই বস্তুর সেই ভাগ অনায়াসে লক্ষিত হয়, আমাদিগের উভয় চক্ষুঃ সর্ব্বদা এই রূপ পরস্পর সাহায্য করাতে আমাদিগের দৃষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে ও সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতেছে।

আমাদিগের দৃষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াবৎ কয়েকটি বিস্ময়কর ব্যাপার বিদ্যমান আছে। নেত্র তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে বস্তুতঃ প্রত্যেক দৃশ্য বস্তুকে আমাদিগের দুই চক্ষে দুই দুইটি দেখায় কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগের শরীরে কি এক আশ্চর্য্য কৌশল করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে কি প্রকার অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ এক বস্তুকে চক্ষু দ্বারা দুই দেখিয়াও কখন ভ্রমে পতিত হই না! তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রভাবে এক বস্তুকে আমাদিগের একটি মাত্রই বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ যখন কোন অন্ধকার গৃহ মধ্যে কেবল একমাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা বাহিরের বস্তু সকলের প্রতিবিম্ব আগমন করে তখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া সেই গৃহের ভিত্তিতে বিপরীত ভাবে পতিত হয়। আমাদিগের চক্ষু দৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ, সুতরাং চক্ষুতেও যখন দৃশ্য বস্তু সকলের প্রতিরূপ পতিত হয়, তখন তাহা উল্লিখিত রূপে বিপরীত হইয়া পড়ে। কিন্তু পরমকৌশলকারী জগদীশ্বর দৃষ্টি-ক্রিয়াতে এমনি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, যে আমরা কখনই কোন বস্তুকে বিপরীত দেখি না, আমরা তাঁহার মহিমা প্রভাবে দৃষ্টি মাত্র সকল বস্তুরই প্রকৃত আকার দেখিতে পাই। ইহা নিশ্চয় সত্য যে আমাদিগের চক্ষুতে দৃশ্য বস্তুর প্রতিরূপ চিত্রিত হওয়াতেই আমরা তাহা দেখিতে পাই, অতএব আমাদিগের এই বিন্দু মাত্র চক্ষু দ্বারা বৃহৎ বৃক্ষ, উচ্চতর পর্ব্বত ও প্রশস্ত সমুদ্র প্রভৃতি মহান্ মহান্ পদার্থ সকল এক কালে দৃষ্ট হওয়া সামান্য বিস্ময়কর ব্যাপার নহে, কি কৌশলে যে এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত নেত্র ক্ষেত্রে এতাদৃশ মহান্ পদার্থ সকল প্রতি ফলিত হয়, তাহা বাক্য মনের অগোচর ইহা স্থির চিত্তে বারেক চিন্তা করিয়া দেখিলে এক কালে অচৈতন্য হইতে হয়। তৃতীয়তঃ কি প্রকারে যে চক্ষু দ্বারা আমাদিগের মনেতে সমুদায় দৃশ্য বস্তুর জ্ঞান জন্মে, তাহা অদ্যাপি কোন পণ্ডিত নিঃসংশয়ে স্থির করিতে সমর্থ হন নাই। কেহ কেহ মস্তিষ্ক নিঃসৃত ধমনি সকলকে ইহার প্রতি প্রবল কারণ মনে করেন, কিন্তু এই অনুমান যথার্থ হইলেও আমাদিগকে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যে ধমনি সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সেই ধমনি যে কি রূপে চক্ষু কর্ণ নাসিকা রসনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তি ধারণ করিয়া বিভিন্ন রূপ কার্য্য সাধন করত রূপ রস শব্দাদি জ্ঞানের প্রতি কারণ হয়, ইহা কি প্রকারে বুদ্ধি দ্বারা স্থির হইতে পারে? ইহা কেবল এক মাত্র জগদীশ্বরেরই মহিমার গুণ। এবিষয় সিদ্ধান্ত করিতে মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি ও যুক্তি-তর্ক সকলই পরাভূত হয়।

এক দৃষ্টি যন্ত্রে জগদীশ্বর যে কত প্রকার কৌশল ও করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কত বলিব! বলিতে বলিতে বাক্য শেষ হয়, ভাবিতে ভাবিতে মন শ্রান্ত হয় এবং লিখিতে লিখিতে লেখনী ক্ষয় হয়, তথাপি তাঁহার করুণা ও কৌশলের এক লেশ মাত্রও বর্ণন করা হয় না। চক্ষুর আকৃতি স্থিতি শক্তি, গতি প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই বিস্ময়কর [illegible] যে [illegible] রূপে [illegible]

য়ের কি রূপ অদ্ভুত সম্বন্ধ নিবন্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহা কি বলিব। যে প্রকার বর্ণ সন্দর্শন করিলে চক্ষু কোন মতে পীড়িত না হইয়া সুস্থ থাকিতে পারে, তিনি বৃক্ষ লতাদির সৃষ্টি করিয়া জগৎকে সেই রূপ শ্যামল ও হরিতাদি বর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং যে প্রকার আলোক দ্বারা চক্ষু সুন্দর রূপে স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে, দিবাকরকে সেই প্রকার আলোক প্রদান করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইহা কে না জানে যে আলোক ভিন্ন চক্ষুর সৃষ্টি নিরর্থক হইত এবং ইহা কেনা স্বীকার করিবে যে জীবের চক্ষু ব্যতীত আলোকও কোন কার্য্য কারণেরই হইত না? অতএব সৃষ্টি মধ্যে এই সমস্ত পরস্পর গুরুতর সম্বন্ধ আলোচনা করিলে কোন্ মূঢ় তাঁহার প্রেমরসে আর্দ্র না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? আমাদিগের পরম হিতকারী চক্ষুকে তিনি এমনি আশ্চর্য্য শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন, যে তাহা আপন পুত্তলিকার সংকোচ ও বিকোচ ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বত্র হইতে আপন প্রয়োজন মত আলোক গ্রহণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন ও স্বীয় রক্ষা সম্পাদন [ক]রিতে সমর্থ হয়। অতিমাত্র জ্যোতিঃ গ্রহণ দ্বারা চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কিন্তু মনুষ্য জাতি তাঁহার কৌশল প্রভাবে ক্রমাগত চক্ষু সংকোচ করিয়া আরব রাজ্যের ও আফ্রিকার তৃণ শূন্য সুবিস্তীর্ণ মরু ক্ষেত্রের অনবরত তীক্ষ্ণ সূর্য্য রশ্মি সহ্য করিয়াও দেশদেশান্তর গমন করিতেছে এবং গভীর অন্ধ কূপ মধ্যস্থিত অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য আলোক পরমাণু গ্রহণ করিয়াও আপনার জীবন রক্ষা ও কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে*। চক্ষু সিক্ত ও আর্দ্র থাকিলে সতেজ থাকে, এই জন্য জগদীশ্বর চক্ষুতে এক অপূর্ব্ব উৎস করিয়া রাখিয়াছেন, আবশ্যক হইলে আপনা হইতে সেই উৎস হইতে জল নির্গত হইয়া চক্ষুকে সিক্ত রাখে।

জগদীশ্বর জীবের চক্ষু রচনা বিষয়ে এক প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, তিনি বিশেষ বিশেষ জন্তুর চক্ষুতে বিশেষ বিশেষ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া আপনার করুণাকলাপ প্রচার করিয়াছেন। যে জন্তু যে প্রকার স্থানে বাস করে এবং যে জন্তু যে প্রকারে অবস্থিতি করে তাহার চক্ষু সম্পূর্ণ রূপে তদুপযোগী করিয়াছেন। পক্ষিজাতির চক্ষু মনুষ্যের ন্যায় নহে। উহাদিগের চক্ষু এক প্রকার সূক্ষ্মত্বক দ্বারা আবৃত দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা ইচ্ছা করিলে ঐ ত্বক দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিতে পারে এবং প্রয়োজনমতে অনাবৃত করিতেও সমর্থ হয়। উহাদিগের চক্ষু আবরণ উক্ত ত্বক এমন চমৎকার কৌশলে নির্ম্মিত যে তদ্দ্বারা চক্ষু আবৃত থাকিলেও পক্ষী জাতির দৃষ্টি ক্রিয়ার কিছু মাত্র ব্যাঘাত জন্মে না। মৎস্যাদি অনেক প্রকার জল জন্তু সর্ব্বদা জল মধ্যে বাস করে এজন্য তাহাদিগের চক্ষে কৌশলান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যাদি জল জন্তুর চক্ষুর গঠন আমাদিগের চক্ষুর ন্যায় নহে, উহাদিগের চক্ষু সম্পূর্ণ গোলাকার। কোন কোন জন্তুর একটি মাত্র চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে যে জন্তুকে জগদীশ্বর একটি মাত্র চক্ষুঃ প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগের চক্ষুকে আমাদিগের ন্যায় দেহের পার্শ্ব দেশে নিয়োজিত না করিয়া ললাটের মধ্য ভাগে উপরি দেশে রচনা করিয়াছেন। জগদীশ্বর এই রূপে

---

*অভ্যাস দ্বারা যে ক্রমে অল্পাল্প আলোক বা অন্ধকার মধ্যে দৃষ্টি ক্রিয়া চালন করা যায় ইহা অনেকেই অবগত আছেন। ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম চারলস নামক রাজার অধীনস্থ এক ব্যক্তি সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া স্বীয় প্রভুর সহিত প্রতিপক্ষীয় কর্তৃক ধৃত হয় এবং ঐ অন্ধকার [illegible] প্রতিপক্ষীয়েরা তাঁহাকে এক অন্ধকারময় [illegible] রাখে। ঐ গৃহের [illegible] একটা [illegible] ভিন্ন আর কোন ছিদ্র ছিল না আলোক গমনের পথ ছিল না, দিনান্তে এক ব্যক্তি ঐ ছিদ্র দিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিত। সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ গৃহ মধ্যে দীর্ঘ কাল বাস করাতে অভ্যাস বশতঃ তাঁহার চক্ষুর এমনি ক্ষমতা হইল যে সে ব্যক্তি ক্রমে দিনে দিনে ঐ অন্ধকারময় গৃহের [illegible] দেখিতে পাইতে আরম্ভ করিল। অনন্তর তাঁহার মুক্তি হইলে পরে [illegible] আলোকে অনেক দুঃখ [illegible] পাইত।

কত প্রকার জন্তুর চক্ষুতে যে কত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমুদায় বর্ণন করা দূরে থাকুক তাহার কিয়দংশ বর্ণন করিতেও মনুষ্যের আয়ুঃশেষ হইয়া যায়। তিনি জীবের চক্ষু রচনা বিষয়ে যে সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ কাল মনোযোগ করিলে ঘোরতর নাস্তিকেরও মনে ঈশ্বর প্রত্যয় দ্রঢ়ীভূত হইয়া যায়। আমরা যদি কেবল এক চক্ষুর কৌশল ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড রচনার আর কোন কৌশল অবগত হইতে না পারিতাম, তাহা হইলেও আমাদিগের হৃদয়ে তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও করুণা দেদীপ্যমান প্রকাশিত হইত সন্দেহ নাই। আমরা যাঁহা হইতে এই সম্পূর্ণ কৌশলময় চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার দৃষ্টি সুখ সম্ভোগ করিতেছি, এই চক্ষু দ্বারা বিশ্ব মধ্যে সর্ব্বদা সেই করুণাকরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া নেত্র দ্বয় সার্থক করা কর্ত্তব্য। যে চক্ষু সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সন্দর্শন করিয়া তাঁহার জ্ঞান শক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হইতেছে, সেই চক্ষুই পুনর্ব্বার তাঁহার করুণার সাক্ষ প্রদান করিতেছে।

## স্বপ্ন।

স্বপ্ন মনের একটি চমৎকার অবস্থা। মনুষ্য যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাহার নিকট শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি কোন প্রকার বাহ্য বিষয় উপস্থিত হইলে সে তৎ তৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সমস্ত বিষয় ভোগ করে এবং সেই বিষয় ও বিষয় ভোগের প্রতি বিশ্বাস করে, কিন্তু নিদ্রিত হইলে মনুষ্য কখন কখন এমনি একটি আশ্চর্য্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, যে তৎকালে সে মনেতে যে সমস্ত বিষয় চিন্তা করে তৎ সমুদায়কে প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয় করিতে থাকে। এই অবস্থার নাম স্বপ্নাবস্থা, এ অবস্থায় মনুষ্য আপনার চিন্তাকে আপন বশে রাখিতে পারে না, এসময় মনুষ্যের মন উৎশৃঙ্খল মত্ত হস্তির ন্যায় নানা প্রকার বিষয় বিশেষে ভ্রমণ করে। জাগ্রদবস্থার ন্যায় তৎকালে ইচ্ছা পূর্ব্বক মনকে কোন বিষয়ের চিন্তাতে চালনা করিতে বা কোন বিষয়ক চিন্তা হইতে স্থগিত করিতে পারা যায় না।

কি কারণে যে মনের এই রূপ অবস্থা হয় এবং কি কারণে যে মন কোন্ বিষয়ক স্বপ্ন সন্দর্শন করে, তাহা যদিও সম্পূর্ণ রূপে স্থির করা সুসাধ্য নহে, তথাপি পণ্ডিত গণ বিস্তর অনুসন্ধান দ্বারা এক প্রকার তাহার কারণ অবধারিত করিয়াছেন। যে যে কারণ বশতঃ যে যে বিষয়ের স্বপ্ন হয়, পাঠক গণ পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি বাক্যের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারিবেন।

ইহা অনেকেই শ্রবণ করিয়া থাকিবেন এবং অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াও থাকিবেন, যে দিবা ভাগে যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় ও যে বিষয় কিঞ্চিৎ গাঢ় রূপে চিন্তা করা যায়, রজনীতে প্রায় সেই বিষয়ক স্বপ্ন দর্শন করিতে হয় এবং কখন কখন ঐ রূপ অভিনব ঘটনা ও অভিনব চিন্তার সহিত পূর্ব্বতন ঘটনা বা চিন্তা মিশ্রিত হইয়াও এক অপূর্ব্ব স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। আমরা যখন কোন সূত্রে কোন প্রকার অশুভ ঘটনার সম্বাদ শ্রবণ করি এবং কোন দূরদেশীয় প্রিয় ব্যক্তির মন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হই, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ আমাদিগের মনে বিশেষ উৎকণ্ঠা জন্মে, তখন ঐ ত্রিবিধ প্রকার ঘটনাই একত্রে মিশ্রিত হইয়া স্বপ্ন যোগে আমাদিগের মনে উদয় হইতে পারে, তখন স্বপ্নেতে আমরা ঐ দূর দেশস্থ বিপন্ন বন্ধুকে আমাদিগের নিকটে সন্দর্শন করি এবং সেই বন্ধুর বিপদে আপনাদিগকে আবৃত দেখি এবং উল্লিখিত বিপত্তি কারক মনুষ্যকেও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। আমরা জাগ্রদবস্থায় উল্লিখিত বিষয়ত্রয়ে মনকে সমান ভাবে সন্নিবিষ্ট করি বলিয়া ঐ অসম্বদ্ধ বিষয়ত্রয় স্বপ্ন যোগে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মনোমধ্যে উদয় হয়। আম[illegible] যদি ঐ প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ঘটনা সক[illegible] এক কালে সমভাবে চিন্তা না করি[illegible] উহার জন্য সমান রূপে বিশ্বাস[illegible] কম্পিত না হই, তাহা হইলে ঐ [illegible]

দ্বারা ত্রিবিধ প্রকার স্বপ্নের উৎপত্তি হইতে পারে। আমরা হয়তো উহার মধ্যে কোন ঘটনাকে অন্য কোন পূর্ব্ব চিন্তিত বিষয়ের সহিত একত্রিত করিয়া এক অপূর্ব্ব স্বপ্নাবলোকন করি। আমরা ঐ দূর দেশস্থ বন্ধুকে অন্য কোন প্রকার পূর্ব্বানুভূত হর্ষজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত দেখিলেও দেখিতে পারি অথবা যে বন্ধুর বিষয় চিন্তা করাতে স্বপ্নের উৎপত্তি হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহাকে না দেখিয়া ও তাহার বিষয় প্রত্যক্ষ না করিয়া তাহার আনুসঙ্গিক অন্য কোন পুরুষকে দেখিতে পাই এবং আর আর বিষয় প্রত্যক্ষ করি।

ইডনবরা নগরের এক চিকিৎসালয়ে একটি রোগী স্ত্রীলোক স্বপ্নাবস্থায় এমনি কতক গুলি পীড়িত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করিত, যে তাহার মধ্যে এক জন মনুষ্যও তৎকালে ঐ চিকিৎসালয়ে বর্ত্তমান ছিল না। কিন্তু পরে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইল, যে উহার দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন ঐ স্ত্রীলোকটি আর একবার উক্ত চিকিৎসালয়ে আরোগ্য হইতে আসিয়া ছিল, এক্ষণে সে স্বপ্ন যোগে তৎকালীন কতক গুলি রোগি ব্যক্তির নাম করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ রোগের নাম উল্লেখ করে।

কোন কোন সময় বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার সহিত মানসিক ভাব মিশ্রিত হইয়াও স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। গ্রন্থাদি হইতে এই রূপ স্বপ্ন ঘটনার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাক্তর গ্রে গোরি নামক এক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ব্যক্ত করেন, যে একদা তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইলে পর তিনি উষ্ণ জলে স্বীয় পদদ্বয় রক্ষা করিয়া শয়ন করেন। অনন্তর তিনি স্বপ্নেতে এই রূপ অবলোকন করিলেন, যে তিনি যেন এট্না নামক আগ্নেয় গিরির উপরিভাগে ভ্রমণ করিতেছেন এবং তাঁহার পদদ্বয় দ্বারা সেই [illegible] গিরির উষ্ণতা অনুভূত হইতেছে। [illegible]গোরি সাহেব তাঁহার প্রথম বয়সে [illegible]বিস্থুরিয়স নামক আগ্নেয় গিরিতে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় ভ্রমণ করিবার সময় তাঁহার পদ তলে বিলক্ষণ উত্তাপ লাগিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে তিনি বিসুবিয়স নামক আগ্নেয় গিরি স্বপ্নেতে অবলোকন না করিয়া এট্না নামক পর্ব্বতকে সন্দর্শন করিলেন। ইহার কারণ এই যে তিনি ঐ স্বপ্নাবলোকন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একখানি পুস্তক মধ্যে এট্না পর্ব্বতের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ পর্ব্বতই তাঁহার মনোমধ্যে বিলক্ষণ প্রদীপ্ত ছিল এবং পূর্ব্বোল্লিখিত শারীরিক অবস্থা হেতু স্বপ্নেতে তাহাই আসিয়া উদয় হইল। বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা হেতু উক্ত সাহেব আর একবার আর এক প্রকার আশ্চর্য্য স্বপ্ন সন্দর্শন করেন। তিনি একদা শীতকালে স্বশয্যায় শয়ন করণানন্তর স্বপ্নেতে দেখিলেন, যেতিনি অতীব শীতকালে হডসন্স নামক সাগরের খাড়িতে বাস করিতেছেন এবং তথায় হিমাধিক্য জন্য তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। অনন্তর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পর দেখেন, যে তাঁহার শরীর হইতে গাত্রাবরণ বস্ত্র স্খলিত হইয়া গিয়াছে এবং তিনি শীতেতে কম্পিত হইতেছেন। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে গ্রে গোরি সাহেব উল্লিখিত খাড়ির শীতাধিক্যের বিষয় একখানি গ্রন্থ মধ্যে পাঠ করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থ লিখিত বৃত্তান্তের সহিত তাঁহার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার সংযোগ হইয়া এই স্বপ্নের উৎপত্তি হয়।

কোন কোন সময় দুই জন লোকে এক প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করে। ইহার কারণ এই যে যখন দুই ব্যক্তি কোন এক প্রকার অবস্থায় পতিত হইয়া অথবা এক প্রকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এক প্রকার বিষয় চিন্তা করে তখনি নিদ্রাবস্থায় তাহাদিগের মনে এক প্রকার স্বপ্নের আবির্ভাব হয়। কোন সময় ফরাসদেশীয় সেনা কর্ত্তৃক ইডনবরা নগর আক্রান্ত হইবার বিলক্ষণ জনশ্রুতি হইয়াছিল এবং তথাকার সকল মনুষ্য সমর সজ্জা ধারণ পূর্ব্বক মহাসতর্ক হইয়া নগর রক্ষণার্থে ব্যস্ত ছিল, নগরের

চতুর্দ্দিকে কামান যোজিত ও প্রহরী রক্ষিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধের উপযুক্ত সকল প্রকার উপচার সংগৃহীত হইয়াছিল। এমত অবস্থায় এক জন যোদ্ধা রজনীতে শয়ন করিয়া স্বপ্নাবলোকন করিল, যে ইডনবরা নগর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, নগরস্থ লোক সঙ্কেতকামান ধ্বনি দ্বারা পরস্পর সকলে সকলকে সাবধান করিতেছে এবং নগরময় সকলে শঙ্কিত ও ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে, রাজপথে শত শত যোদ্ধা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গতায়াত করিতেছে এবং সর্ব্বত্র মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত যোদ্ধা এই রূপ স্বপ্ন দর্শন করিতেছে, এমন সময় তাহার পত্নী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া কহিল, যে "আমি অতি দুঃস্বপ্ন অবলোকন করিয়া ভীত হইয়াছি, আমি দেখিয়াছি, যে আমাদিগের নগর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, দুর্গ হইতে শত্রু আগমনের সঙ্কেত ধ্বনি হইতেছে, সকল নগর ব্যাপিয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং তোমার এক জন প্রিয় বন্ধু শত্রু হস্তে নিধন হইয়াছে"। রজনী প্রভাত হইলে পর তাহাদিগের উভয়ের এই রূপ এক প্রকার স্বপ্নাবলোকন করণের কারণানুসন্ধান করিলে প্রকাশ পাইল, যে উহারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল, তাহার উপরিস্থিত গৃহেতে এক ভারী লৌহময় পদার্থ উচ্চ হইতে পতিত হইয়া এক ভয়ঙ্কর শব্দ হওয়াতে তাহারা উভয়েই নিদ্রাবেসে তাহা শ্রবণ করিয়া ঐ প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিল। এই রূপ প্রাকৃতিক সামান্য ঘটনা হেতু ভয়ঙ্কর স্বপ্নাবলোকন করা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে। সুবিখ্যাত দর্শন কার রিডসাহেব কহিয়াছেন, যে একবার তাঁহার পীড়ার সময় মস্তকে বিষ লেপন করিলে তাহার অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়াতে তিনি স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিলেন, যে তিনি কতিপয় অসভ্য দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার মস্তকে বিজাতীয় প্রহার করিতেছে। এই প্রকার প্রকৃত ঘটনা দ্বারা স্বপ্ন উৎপন্ন হইবার আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন লোকের এরূপ প্রকৃতি থাকে, যে নিদ্রাবস্থায় তাহাদিগের কর্ণেতে যাহা কিছু বলাযায় তাহাকে তাহারা স্বপ্ন জ্ঞান করে। ডাক্তর গ্রে গোরি সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লুইসবর্গ নামক স্থানে একদল সেনা যাত্রা করিতেছিল, ঐ সেনার মধ্যে এক জন যোদ্ধার এমনি স্বভাব ছিল, যে সে নিদ্রিত হইলে তাহার সঙ্গীগণ তাহার কর্ণে যে কথা বলিত তাহাই সে স্বপ্ন বোধ করিত। একবার তাহার সঙ্গীগণ তাহার হস্তে একটি পিস্তল দিয়া তাহার কর্ণেতে এক ভয়ঙ্কর কলহের কথা কহিতে লাগিল এবং যখন তাহারা সেই কলহের প্রতিপক্ষীয় দলের উপস্থিত হইবার কথা কহিল অমনি সে আপন হস্ত ধৃত পিস্তল সন্ধান করিল। আর একবার তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহার কর্ণে কর্ণে কহিল, যে তুমি পোত হইতে সাগর জলে পতিত হইয়াছ, ইহা শুনিয়া সে আপনার হস্ত পদ সঞ্চালন পূর্ব্বক সন্তরণ দিবার ন্যায় অঙ্গ ভঙ্গি করিতে আরম্ভ করিল। পরে তাহারা কহিল, যে তুমি সাবধান হও, তোমাকে হাঙ্গরে দংশন করিতে আগমন করিতেছে, এই কথা বলিবা মাত্র সে তৎক্ষণাৎ জলে মগ্ন হইবার মানসে ঝম্প প্রদান করাতে আপন শয়ন স্থান হইতে পোতোপরি পরিচ্যুত হওয়াতে গুরুতর রূপে আঘাত প্রাপ্ত হইল। এই বিস্ময়কর ব্যাপারের মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে সে ব্যক্তি এই রূপে যাহা কিছু স্বপ্নাবলোকন করিত, জাগ্রত হইলে পর-তাহার বিন্দুমাত্রও তাহার স্মরণ থাকিত না, আদ্যোপান্ত সকলই বিস্মৃত হইত।

তৃতীয়তঃ যে সকল বিষয় দীর্ঘ কালের মধ্যে কোন রূপে প্রত্যক্ষ না করা যায় এবং যাহা কোন রূপেই চিন্তা করা যায় না, কোন কোন সময় তদ্বিষয়ক স্বপ্নেরও আবির্ভাব হয়। কি জন্য যে এপ্রকার স্বপ্নের উৎপত্তি হয় তাহা সুন্দর রূপে অবধারিত হয় নাই। এক ব্যক্তি এক জন প্রসিদ্ধ বণিকের

কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করিত, এক দিবস কর্ম্ম কার্য্যের অতিশয় গোল যোগ হওয়াতে সে এক জনকে এক খানি হুণ্ডীর তিনটি টাকা দিয়া তাহা আপন হিসাব পত্রে লিপি বদ্ধ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। অনন্তর বৎসরের শেষে যখন কার্য্যালয়ের সকল আয় ব্যয় নির্দ্ধারিত ও পরীক্ষাকৃত হয় তখন তিন টাকার অস্থিত হইতে লাগিল। উল্লিখিত কর্ম্মকারক বিস্তর পরিশ্রম পূর্ব্বক সম্বৎসরের সকল কাগজ পত্র অন্বেষণ করিয়া দেখিল, কিন্তু কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। পরে নিরুপায় হইয়া অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে নিদ্রিত হইলে পর স্বপ্ন যোগে সেই অসংস্থিত টাকার সকল বৃত্তান্ত তাহার স্মরণ হইল। সে যে প্রকারে ও যে লোককে ঐ তিনটি মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল, স্বপ্নেতে তাহার আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত অবগত হইল¶। আর এক ব্যক্তি তাহার পিতৃক্রীত সম্পত্তির এক খানি লেখ্য পত্র হারাইয়া ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছিল, সম্পত্তি বিক্রেতারা রাজ সভায় তাহার নামে অভিযোগ করাতে, সে আর কোন উপায় না পাইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহিত নিষ্পত্তি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে যে দিন প্রতিবাদি দিগের সহিত নিষ্পত্তি করিবে তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে সে স্বপ্নযোগে আপনার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট হইতে ঐ সম্পত্তির ক্রয় পত্র প্রাপ্ত হইবার সকল সন্ধান প্রাপ্ত হইল এবং সেই সন্ধানানুসারেই উল্লিখিত ক্রয় পত্র তাহার হস্তগত হইল¶। কোন মনুষ্য তাহার প্রথম বয়সে গ্রিক ভাষা শিক্ষা করিয়া অনভ্যাস বসতঃ ক্রমে সকল বিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু সে নিদ্রিত হইলে স্বপ্নেতে তাহার পূর্ব্ব শিক্ষিত ঐ ভাষা বিলক্ষণ স্মরণ হইত এবং সে নিদ্রিত হইয়া অনেক সময় ঐ ভাষা উচ্চারণ করিত। এই রূপ স্বপ্নের আর এক চমৎকার উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। স্কটলণ্ড প্রদেশে একবার এক ভয়ঙ্কর নরহত্যা ঘটনা হওয়াতে ঐ অত্যাচারকারী দুরাত্মাকে ধৃত করণের জন্য রাজদ্বার হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান হইতে লাগিল। অকস্মাৎ এক জন মনুষ্য রাজার নিকট আসিয়া কহিল, যে যে স্থলে ঐ হত ব্যক্তির ধন রত্ন গুপ্ত আছে, তাহা আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, অনুসন্ধান করিলে এই হত্যার সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইবে, তাহার কথা প্রমাণ অনুসন্ধান করাতে তাহার কথিত স্থানের অতি নিকটে ঐ মৃত ব্যক্তির সমুদায় ধন রত্ন প্রাপ্ত হওয়া গেল। ইহাতে আপামর সাধারণ সকল লোকেই ঐ ব্যক্তিকে উল্লিখিত অত্যাচারের কর্ত্তা মনে করিল। কিন্তু অতি সত্বরেই তাহার ঐ অপবাদ মোচন হইল। যে ব্যক্তি যথার্থ অপরাধি এবং যে ইহার পূর্ব্বে ধৃত হইয়াছিল, সে আপন মুখে স্বীয় দোষ স্বীকার করিল এবং উক্ত স্বপ্নদর্শী নির্দ্দোশীকে সর্ব্ব প্রকারে কলঙ্ক মুক্ত করিল। পণ্ডিত গণ এই অসাধারণ ঘটনার এই প্রকার কারণ স্থির করিয়াছেন, যে উহারা উভয়েই পান দোষে লিপ্ত ছিল এবং সর্ব্বদা একত্রে পান করিত, কোন দিবস উহারা উভয়ে পানোন্মত্ত হইলে হননকারী স্বপ্ন দ্রষ্টার নিকট আপন অত্যাচারের সকল কথা কহিয়া ছিল এবং পানোন্মাদকতা হেতু তাহা উভয়েই বিস্মৃত হইয়া ছিল। অনন্তর নির্দ্দোশী ব্যক্তি কোন দিন স্বপ্নেতে ঐ সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া রাজার নিকট অবগত করিয়াছিল¶।

চতুর্থতঃ যাহার যে বিষয়ে অধিক প্রবৃত্তি থাকে এবং যে ব্যক্তি যে বিষয় সর্ব্বদা অধিক চিন্তা করে তাহার প্রায় সেই রূপ স্বপ্নই অধিক হয় এবং কোন কোন সময় সে প্রকার স্বপ্ন কার্য্যতও ঘটিয়া থাকে। এপ্রকার স্বপ্ন অতি আশ্চর্য্য জনক, অনেকে এই রূপ স্বপ্নের কোন প্রাকৃতিক কারণ স্থির করিতে না পারিয়া ইহাকে আধিদৈবিক ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করে। কুম্ব সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে এক জন দস্যু কোন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ ঘটনা

¶ Abercrombie's Mental Philosophy.

¶ Abercrombie's Mental Philosophy.

স্বপ্নেতে সন্দর্শন করিয়াছিল। এক জন পাদরি নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে ইডনবরা নগরের এক পান্থশালায় আসিয়া উপনীত হইয়া রজনীতে স্বপ্নাবলোকন করিল যে তাহার গৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া প্রজ্বলিত রূপে দগ্ধ হইতেছে এবং তাহার একটী সন্তান অসাবধান হেতু ঐ অগ্নি মধ্যে পতিত হইয়াছে। সে ব্যক্তি এই রূপ দুঃস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া স্বত্বরেই গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং আপন ভবনের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখে যে যথার্থই তাহার গৃহেতে অগ্নি লাগিয়াছে এবং তাহার একটি সন্তান কি প্রকারে সেই অগ্নি বিপদে বিপন্ন হইয়াছে, তিনি স্বীয় স্বপ্নানুগত এই প্রকার দুর্ঘটনা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বীয় সন্তানকে সেই অগ্নিভয় হইতে উদ্ধার করিলেন। আপাততঃ অনেকে এই স্বপ্নকে এক আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু পণ্ডিত গণ ইহার যথার্থ প্রাকৃতিক কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। উল্লিখিত পাদরির ভৃত্য অগ্নি বিষয়ে অত্যন্ত অসাবধান ছিল, এজন্য পাদরি সর্ব্বদাই আপন গৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইবার আশঙ্কা করিত, বিশেষতঃ বিদেশে আসিয়া তাহার ঐ আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সে ব্যক্তি ঐ বিষয় মনে মনে অতিশয় চিন্তা করত নিদ্রিত হইয়া উক্ত প্রকার স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিল এবং তাহার ভৃত্য যথার্থতঃ স্বীয় প্রভুর অনবস্থান জন্য অসাবধান হওয়াতে ঐ গৃহদাহের ঘটনা হইয়াছিল¶। ঐ গৃহদাহের চিন্তার সহিত পাদরির শিশুবালকের জন্য দুর্ভাবনা হওয়া কোন রূপেই অসম্ভব নহে, সুতরাং তাহা চিন্তা দ্বারা স্বপ্নেতে উদয় হইয়াছিল। ইডনবরা নগরের একজন স্ত্রীলোক এক ঘটিকাযন্ত্র সংস্কারকের নিকট স্বীয় ঘটিকা সংস্কৃত করিতে দিয়া বহু দিন নাপাওয়াতে মনে মনে অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়াছিল এবং স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিল, যে ঐ ঘটিকা কারের একটি শিশু সন্তান কি প্রকারে ঐ ঘটিকা ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্ত্রীলোক এই রূপ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করাতে জ্ঞাত হইল যে যথার্থই ঐ ঘটিকা কারের সন্তান তাহার ঘটিকা ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্বপ্নানুসারে এই রূপ কার্য্য ঘটনা হইবার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিত গণ সে সমুদায়েরই প্রাকৃতিক কারণ স্থির করিয়াছেন। এই প্রকার গূঢ় প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ অনেক প্রকার আশ্চর্য্য স্বপ্নের ঘটনা হয়। এক ব্যক্তি যে প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করে, আর এক ব্যক্তি অবিকল তাহার প্রতিরূপ স্বপ্নও দেখে। জোসেফ টেলর সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে কোন বালক আপন ভবন হইতে কিঞ্চিদ্দূরে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়া এক দিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিল, যে সে আপন ভবনে গমন করিয়াছে এবং বাটীর সম্মুখ দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া অবান্তর দ্বার দিয়া গৃহ প্রবেশ করিয়াছে, ও আপন জনক জননীর সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে তাহাদিগের শয়নাগারে উপনীত হইয়া আপন মাতাকে দর্শন করত এই রূপে সম্ভাষণ করিতেছে, " জননি আমি অতি দূর দেশে যাত্রা করিব বলিয়া তোমার নিকট বিদায় হইতে আসিয়াছি," এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার মাতা কহিল। হা বৎস! তোমার মৃত্যু হইয়াছে। এই স্বপ্নের অনতিবিলম্বেই ঐ বালক স্বীয় ভবন হইতে তাহার কুশল জিজ্ঞাসু এক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, তাহার মাতা ঐ রাত্রিতে তাহার ন্যায় অবিকল ঐ প্রকার দুঃস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া তাহার কুশল বার্ত্তা প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে তাহার পিতা তাহাকে ঐ পত্র প্রেরণ করিয়াছে। এ স্বপ্নও সম্পূর্ণ রূপ প্রাকৃতিক কারণানুসারে ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। জননী ও তাহার পুত্র উভয়েই এক প্রকার চিন্তায় চিন্তিত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছিল এবং তদনুসারে উভয়েই এক প্রকার স্বপ্ন অবলোকন করিয়াছিল¶।

¶ Abercrombie's Mental Philosophy.

¶ Abercrombie's Mental Philosophy.

যে কয়েক প্রকার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা গেল প্রায় অধিকাংশ স্বপ্নই সেই প্রকারে ঘটিয়া থাকে এবং স্বপ্ন উৎপত্তির প্রতি যে যে কারণ প্রদর্শিত হইল প্রায় সেই কারণ বশতঃই অধিকাংশ স্বপ্নের ঘটনা হয়। কিন্তু কখন কখন এপ্রকার স্বপ্নেরও উদাহরণ পাওয়া যায়, যে সহজে তাহার কারণ স্থির করিতে পারা যায় না, বুদ্ধিমান্ লোকে সেই সমস্ত স্বপ্নের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইলে অবশ্যই তাহার কারণ স্থির করিতে পারেন সন্দেহ নাই। কোন এক জন মনুষ্য পীড়িত হইলেপর তাহার দুইটি ভগিনী তাহার শুশ্রূষার জন্য সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকিত, এক দিন রজনীতে উহার মধ্যে একটি ভগিনী এক স্বপ্ন দর্শন পূর্ব্বক ত্রস্ত হইয়া তদ্‌ভ্রান্ত তাহার সহোদরাকে কহিতে লাগিল। ভগিনী আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি, আমি অমুকের নিকট হইতে যে ঘড়িটি চাহিয়া আনিয়াছি সেই ঘড়িটি যেন কি প্রকারে বন্ধ হইয়া যাওয়াতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাহা তোমাকে পরিচয় দিতেছি, এমন সময় তুমি আমাকে তদপেক্ষা আরও এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্বাদ কহিতেছ, তুমি কহিলে যে আমাদিগের ভ্রাতার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে। তাহার ভগিনী এই কদর্য্য স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঘড়ি ও তাহাদিগের ভ্রাতাকে সন্দর্শন করিয়া দেখিল, যে সে স্বপ্ন সকলি অলীক কিছুই নষ্ট হয় নাই, না ঘড়িই বন্ধ হইয়াছে না তাহাদিগের ভ্রাতারই নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরদিনেও তাহার ভগিনী পুনর্ব্বার ঐরূপ স্বপ্নাবলোকন করিল এবং সকলি অলীক দেখিয়া পুনর্ব্বার শান্ত হইল। অনন্তর তৎপর দিবসে কার্য্য বশতঃ সে উল্লিখিত ঘটিকা দেখিতে গিয়া দেখে যে ঘড়ি বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, সে যে সময় ঘড়িটি বন্ধ দেখিল, সেই সময় অপর গৃহ হইতে তাহার ভগিনীও তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিল, যে আমাদিগের ভ্রাতার প্রাণত্যাগ হইল। এই প্রকার অদ্ভুত স্বপ্নের কারণ স্থির করা নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু ইহা যে প্রাকৃতিক কারণানুসারে উৎপন্ন হয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

একদা কর্ণওয়াল হইতে এক ব্যক্তি তাহার ইংলণ্ডস্থিত এক বন্ধুর মৃত্যু স্বপ্ন দেখিয়া তাহার পত্নীকে কহিয়াছিল। পরে সে ব্যক্তি ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া দেখিল, যে সে স্বপ্নেতে তাহার বন্ধুকে যে স্থানে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক ও যে প্রকারে নিধন হইতে দেখিয়াছে, কার্য্যত অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে এবং তাহার বন্ধুর শরীরে যে স্থানে আঘাত লাগিতে ও যে স্থান হইতে শোণিত পাত হইতে স্বপ্নে দেখিয়াছে বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে¶। এক ব্যক্তি তিন বৎসর বয়সে মান্দ্রাজ রাজ্য হইতে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিল এবং তথা হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তাহার মান্দ্রাজস্থিত জনক জননীর আবাস স্থান অবিকল স্বপ্নাবলোকন করিয়াছিল¶। নানা স্থান হইতে এপ্রকার নানা বিধ অদ্ভুত স্বপ্নের উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সকল স্বপ্নই আমাদিগের আশ্চর্য্য মনোবৃত্তি দ্বারা ঘটিয়া থাকে। আমরা যাহা কিছু দর্শন করি ও যে কোন বিষয় শ্রবণ করি, যদিও সকল সময় অবিকল তাহাই স্বপ্নেতে না দেখিতে পাই, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যে আমাদিগের আশ্চর্য্য কল্পনা শক্তি নানা প্রকার পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট শ্রুত ও স্পৃষ্টাদি বিষয়কে একত্রিত করিয়া স্বপ্নাবস্থায় ক্রীড়া করে। অনেক স্থল হইতে এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে জন্মান্ধ ব্যক্তি কখন রূপ বিষয়ক কোন স্বপ্ন দেখিতে পায় না এবং জন্মবধিরও স্বপ্নেতে কোন শব্দ শ্রবণ করে না। আমাদিগের অপরাপর জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয় কিঞ্চিৎ সতেজ, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় সকল আমাদিগের মনেতে যেমন গাঢ় রূপে সন্নিবিষ্ট হয় আর কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই সে রূপ হয় না। এই জন্য দর্শনেন্দ্রিয় ঘটিত বিষয় সকলই আমাদিগের স্বপ্নেতে সর্ব্বদা উদিত হয়, আমরা স্বপ্নাবস্থায় যত

¶ Abercrombie's Mental Philosophy.

দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় প্রাপ্ত হই, তত আর কোন বিষয়ই পাই না। কিন্তু স্বপ্নেতে যে শব্দাদি আর কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না এমন নহে, স্বপ্নেতে বাক্যাদি শ্রবণ করা যায় এবং অনেক বস্তুকে স্পর্শও করিতে পারা যায়।

অনেকের বুদ্ধি বৃত্তি জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থায় কিছু অধিক তেজস্বিনী হয়, তাহারা জাগ্রৎ কালে যাহা সম্পন্ন করিতে না পারে, স্বপ্নেতে অবলীলাক্রমে তাহা নির্ব্বাহ করে। কনডর্ট নামক এক জন সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে তিনি যখন কোন কঠিন অঙ্কাদি সম্পাদন করিতে ক্লান্ত হইতেন, তখন তাহা অমনি অসম্পন্ন রাখিয়া নিদ্রিত হইতেন এবং স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল অঙ্ক অক্লেশে সম্পন্ন করিতে পারিতেন। এক জন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত কোন এক বিষয়ক অভিযোগ লইয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, কিছু দিন পরে তাহার স্ত্রী একদিন রজনীতে দেখিল, যে তাহার পতি অকস্মাৎ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আপনার লিখিবার স্থানে গমন করিয়া কতকগুলি কাগজ পত্র লিখনানন্তর পুনর্ব্বার শয়ন করিল। পর দিন প্রাতঃকালে ঐ ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে কহিল, যে আমি কল্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, যে আমার অধীনস্থ এক কঠিন অভিযোগের বিষয় আমি সুচারু রূপে বোধগম্য করিতে পারিয়াছি এবং তাহাতে আপনার পরিষ্কার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি। উহার স্ত্রী এই কথা শ্রবণ করিয়া উহার স্বহস্তের লিখিত পূর্ব্ব রজনীর সেই সমস্ত কাগজ পত্র উহাকে প্রদান করিল এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল।

কেহ কেহ স্বপ্নাবস্থাতেই স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয়কে অলীক জ্ঞান করে এবং নিদ্রা সত্ত্বেই স্বপ্নকে স্বপ্ন বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহাদিগের জ্ঞান শক্তি ও যুক্তি প্রবলা থাকে, তাহারাই ঐ প্রকার করিয়া থাকে এবং নিদ্রারম্ভ হইতে হইতে যে স্বপ্ন উপস্থিত হয়, অথবা নিদ্রা ভঙ্গ হইবার সময় যে স্বপ্নের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই ঐ অবস্থাসত্ত্বে স্বপ্ন বোধ হয়। অনেক বুদ্ধিমান্ লোকে আপন যুক্তি ও তর্ক শক্তি প্রভাবে স্বপ্ন জনিত ভয় হইতে নিস্তার পাইয়াছে ¶। স্বপ্নাবস্থায় কাহারও বা কোন পূর্ব্ব রোগের আবির্ভাব হয়। অনেক লোক উন্মাদাবস্থা হইতে আরোগ্য হইয়া স্বপ্নেতে আবার উন্মত্তের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে। স্বপ্ন সংক্রান্ত এই রূপ অনেক প্রকার অদ্ভুত বিষয় বিদ্যমান্ আছে, যদিও সে সমুদায় লেখা কঠিন, তথাপি যাহা কিঞ্চিৎ লিখিত হইল বুদ্ধিমান্ লোকে তাঁহার প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে কেবল কৌতূহল নিবৃত্তি না করিয়া স্বপ্নের অনেক ভাব বুঝিতে পারিবেন। বিশেষত এই রূপে দিনে দিনে স্বপ্ন বিষয়ক যত অধিক দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইবে, ততই উহার কারণ নির্দ্ধারিত হইতে থাকিতে।

## ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৫ পৌষ ১৭৭৮ শক

কাম ক্রোধাদি রিপু সকল যখন সুধাময়ী ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদয়কে পরাস্ত করত প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহারা শত্রুবৎ আমাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে, এই নিমিত্ত অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিত গণ কর্ত্তৃক তাহারা রিপু শব্দে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কাম রিপু আবার সমধিক পরাক্রান্ত ও দুর্জ্জয়। এই রিপু মুহুর্মুহুঃ উত্তেজনা করিয়া আমাদিগকে অগাধ পাপ কূপে নিমগ্ন করিতে পারে। কামের বশীভূত হইলে আমাদের হিতাহিত কিছুই জ্ঞান থাকে না, আমরা যদি কামান্ধ হই, তবে কোথায় বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার, কোথায় বা সদসদ্বিবেচনা, কোথায় বা ন্যায়ান্যায় জ্ঞান, কোথায় বা মঙ্গলেচ্ছু ধর্ম্মশীল প্রিয় মিত্রের হিত জনক বাক্য শ্রবণ, কোথায় বা উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সমুদায়ের অমৃতময় উপদেশ আকর্ণন, কোথায় বা জ্ঞানগর্ভ মধুরভাব পূর্ণ গ্রন্থ অধ্যয়ন, আমরা তৎসমুদয় তুচ্ছ করিয়া কেবল কাম হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হই। কাষ্ঠাদি

¶ Dr. Reid.

যেমন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে ভস্ম বিশেষ মাত্র থাকে, তদ্রূপ কাম সন্তপ্তহৃদয় জনের কেবল মানবাকার থাকে, নচেৎ তদীয় ব্যবহারাবলোকনে তাহাকে পিশাচ বলিয়াই প্রতীতি হয়। কামুক ব্যক্তি সর্ব্বারাধ্য পরম ভক্তি ভাজন পিতা মাতার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাঁহাদিগকে মর্ম্মান্তিক পীড়া প্রদান পুরঃসর পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া স্বকীয় কুলকে ছুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করে, ভ্রাতৃবৎসল সহোদর ও প্রেমাস্পদ বন্ধু দিগকে মহানিষ্টকারী বৈরী-জ্ঞানে তাহাদের সহিত পশুবৎ আচরণ করে এবং কুমার্গগামী অসচ্চরিত্র অনিষ্টকারী দুরাত্মা দিগের সহিত সৌহৃদ্যাচরণ করিয়া অধঃপতন হয়। স্বকীয় মনোরথ পূরণের কণ্টকানুমানে অতি হিতকারিণী সাধ্বী রমণীর কণ্ঠচ্ছেদ করে এবং বলিতেও হৃৎ কম্প হয়, মূর্ত্তিমান্ স্নেহ স্বরূপ পুত্র কন্যাদিগকে বিনষ্ট করিয়া মানব জাতির মহা অপযশ উৎপাদন করে। এই অবনিমণ্ডলে বোধ হয় এমত কুকর্ম্ম নাই যাহা কামাসক্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক অকৃত থাকিতে পারে। বস্তুতঃ লম্পটের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই, মর্ত্ত্য লোকে নরহত্যা বালহত্যা প্রভৃতি যত নিন্দনীয় বিগর্হিত ব্যাপার ঘটনা হয়, তাহার অধিকাংশই কেবল কামুক ব্যক্তি দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব এই দুরন্ত রিপু দ্বারা আমরা যাহাতে পরাভূত না হই, তদ্বিষয়ে আমাদের অতীব যত্ন কর্ত্তব্য। কৃতান্তরূপী বিষধর দর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তি জন্য আমরা যদ্রূপ সচকিত হই, কন্দর্প স্বরূপ কালসর্পকেও তদ্রূপ ভয় করিয়া তদীয় আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করণে প্রতিনিয়ত সমনস্ক হইয়া চেষ্টা করা বিধেয়, নচেৎ কালের প্রতি তন্দ্রারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা নিতান্ত অযুক্ত। কামেচ্ছা আমাদের অন্তঃকরণে উদয় হইবা মাত্রই আমরা মুগ্ধ হইয়া যাহাতে তদনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত না হই, এজন্য আমাদিগের বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। এই দুষ্প্রবৃত্তি নিবৃত্তির একমাত্র মহৌষধ সৎসঙ্গ ও সদালাপ। আমাদের হৃদয়াসনে কামস্পৃহা অধ্যাসীন হইয়া যৎকালীন আমাদিগকে নানাবিধ মোহ জনক কুমন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করে, তখন নির্জ্জনে উপবিষ্ট না থাকিয়া তন্নিবারণার্থ কোন ঈশ্বর পরায়ণ পুণ্যাত্মা মহাজন সমীপে গমন পূর্ব্বক তদীয় সর্ব্বসুখ প্রদায়ক বাক্যাবলিতে কলুষ ধ্বংসকর ঈশ্বরীয় গুণানুবাদ শ্রবণ করা সাতিশয় কর্ত্তব্য, এতদ্ভিন্ন পরিত্রাণের আর উপায়ান্তর নাই। সাধু সঙ্গের গুণ ব্যাখ্যা কি করিব। অপরিষ্কৃত ধাতু যে প্রকার অগ্নি সহযোগে পরিষ্কৃত হয়, নিয়ত সাধুসঙ্গ রূপ বহ্নি সেবন দ্বারা অসচ্চরিত্র লোকও সেই প্রকার পাপ মলহীন হইয়া উৎকৃষ্ট স্বভাব লাভ করে। বাক্‌শক্তি হীন বনবিহারী বিহঙ্গও সঙ্গগুণে ভগবন্নাম ও গুণ গান করিয়া থাকে, আমরা মনুষ্য হইয়া তবে কি কেবল সৎসংসর্গ দ্বারা অনুপকৃত রহিব? সজ্জন সহবাস জনিত অমূল্যধন অবশ্যই উপার্জ্জন করিতে পারিব। অতএব হে ব্রাহ্মগণ! চরিত্র শোধন প্রতিই যদি মানবীয় মহত্ত্ব নির্ভর করে এবং তৎসাধনে আন্তরিক বাসনা প্রকৃত রূপেই থাকে, তবে তদুপযোগী বিষয়ের দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন ও আলাপনাদি কর্ত্তব্য। এই প্রকার নানাবিধ সদুপায় অবলম্বন করিয়া নিয়ত যত্ন করিলে অবশ্যই আমরা অভীষ্ট সিদ্ধি অর্থাৎ কামকে পরাজয় করিতে পারিব। হে জগদীশ্বর! আমার আর কিছু প্রার্থয়িতব্য নাই, তোমার কৃপাতে সৎস্বভাব লাভ করিয়া সর্ব্বদা যেন তোমার প্রেমানুরক্ত থাকি এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

## বিজ্ঞাপন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে দিল্লীস্থ শ্রীযুক্ত সুখানন্দ স্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে দান স্বরূপ চারিটী টাকা আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্থ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

## আকারাদি বর্ণক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্থ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র




☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা
৫ চৈত্র মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১৩ কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৭


সভাপ্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।